চাঁপাডাঙার বৌ

[সামাজিক নাটক]

কাহিনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যরূপ

সত্যপ্রকাশ দত্ত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

ভারতী অপেরায় অভিনীত

পরিবেশক

গ্রন্থ নিকেতন

১৮/এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

১৩৩৭

॥ থিয়েটার নাটক ॥

—দম ফাটানো হাসির নাটক—

খুড়োর কীর্তি

⁂

—স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত—

'প্রকাশ্য দিবালোকে * সমাজ-বিরোধী

জ্যান্তো মড়া * বিনয়-বাদল-দীনেশ

ব্ল্যাক মানি * পাপের টাকা

সূর্য আছে আলো নেই

নরপশু * রাহুমুক্তি

⁂

—একটি স্ত্রী-চরিত্র সহ—

গণতন্ত্রের মন্ত্র * খুনী বিচারক

এরাই মানুষ * স্বপ্ন-সমাধি

অধিকার * প্রতিশ্রুতি

⁂

—মেয়েদের নাটক—

গাঁয়ের মেয়ে

সিষ্টার

⁂

—স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত হাসির নাটক—

উল্টো বুঝলি রাম

মামা মন্ত্রী হবেন

⁂

—দুটি স্ত্রী-চরিত্র সহ—

সূর্য-সন্ধান * অবতার

অসামাজিক

প্রকাশক

এস, বোস

১৮এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক

শ্রীঅজিত কুমার মেটা

কে. এস. মুদ্রন

৩৮, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৪

উৎসর্গ

চাঁপাডাঙার বৌ নাটকে

কাদম্বিনী—(চাঁপাডাঙার বৌ)-রূপিণী

স্বপ্নাকুমারীকে দিলাম।

সত্যপ্রকাশ দত্ত

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

কালকেতু-ফুল্লরা

পৌরাণিক নাটক

গৌর ভড় রচিত

গাঁয়ের বৌ

সামাজিক নাটক

কয়েদী

ঐতিহাসিক নাটক

গৌর ভড় রচিত

জনতার আদালত

সামাজিক নাটক

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত

রক্তপলাশ

ঐতিহাসিক নাটক

জীবন-মৃত্যু

কাল্পনিক নাটক

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

পাষাণের মেয়ে

পৌরাণিক নাটক

কানাইলাল নাথ রচিত

ঝড়ের পরে

ঐতিহাসিক নাটক

ভূমিকা

বরণীয় সাহিত্যিক তারাশঙ্করের স্মরণীয় উপন্যাস 'চাঁপাডাঙার বৌ' বহু পঠিত এবং চিত্রায়িত উপন্যাসের ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। আমি লিখেছি নাটক—তার ভূমিকার প্রয়োজন আছে। কাহিনীকার তাঁর অনুপম বর্ণনা দিয়ে যে চাঁপাডাঙার বৌ সৃষ্টি করেছেন, সেই উপন্যাস পড়ে—তার রস উপলব্ধি করে পাঠকের মন ভরে যায়। কিন্তু নাটক উপন্যাস নয়, দৃশ্যকাব্য। উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের গঠনশৈলীর "দিন রাত্রির" মত প্রভেদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। উপন্যাসের সংলাপ শুধু এডিটিং আর পেষ্টিং করলেই নাট্যরূপ হয় না। পাঠকের কাছে উপন্যাসকার থাকেন পাদ-প্রদীপের আলোতে। কোন সময় তাঁকে ভুলে থাকা যায় না। আর নাটকে নাট্যকারকে থাকতে হয় যবনিকার আড়ালে। দর্শকগণ নাটক দেখতে বসে পাত্র-পাত্রীদের দেখতে চান। তাদের আনন্দ দুঃখ বেদনায়—তারাও আনন্দ দুঃখ বেদনা পান। নাটক দেখতে বসে যদি মনে হয় নাট্যকার তার খেয়াল-খুশিমত সবকিছু ঘটাচ্ছেন—সে নাটক ব্যর্থ। সে নাটক টক, নাটক নয়।

কাহিনীকার কোনরূপ সংলাপ না দিয়ে, শুধু তাঁর অনুপম বর্ণনার দ্বারা গল্পকে ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে গিয়ে শেষ করতে পারেন। নাট্যকারের সে অবকাশ নেই। তাই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে অনেক সময় বাড়তি চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়। চরিত্রের নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করতে কাহিনীকে খরতর ও বেগবান করতে মূল কাহিনীর পাশে শাখা-প্রশাখা জুড়তে হয়। তারাশঙ্করের চাঁপাডাঙার বৌ-এর নাট্যরূপ দিতে গিয়ে আমাকে অনেক ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতাটুকু নিতে হয়েছে।

তাছাড়া সব ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কাহিনীকারকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি।

ভারতী অপেরার সৌজন্যে নটসম্রাট স্বপনদা আমাকে এই নাটক লিখতে বলেন। নাটক লিখবার পর ম্যাটিনী আইভল স্বপনদা গেঁয়ো মহাতাপ চরিত্রে অভিনয় করবেন কতদিন ভেবেছি। নাটক খুলবার পর দেখলাম, তিনি যে সহজাত শিল্পী তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আমার লেখা তামসীতে তাঁর 'অমিতাভ' ছিল অনুপম। আর আমার নাট্যরূপায়িত মহাতাপ অতুলনীয়। তাঁর পাশে স্বপ্নাকুমারী চাঁপাডাঙার বৌ-রূপে অতুলনীয়া।

এ নাটক ভারতী অপেরাকে যশের শিখরে তুলেছে। মুদ্রিত নাটক সৌখিন সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করতে পারলে শ্রম সার্থক মনে করব। ইতি।

বিনীত

সত্যপ্রকাশ দত্ত

চরিত্র-পরিচয়

॥ পুরুষ ॥

সেতাব মোড়ল	সম্পন্ন চাষী।
মহাতাপ	ঐ ভাই।
নোটন	ঐ চাকর।
ঘোতন ঘোষ	সেতাবের প্রতিবেশী।
বাঁচা	ঘোতনের সহচর।
গণেশ	ঐ
বিপিন [মোটা মোড়ল] ...	গ্রামবাসী।
রাখাল	ঐ
রামকেষ্ট	ঐ
হায়দার শেখ	মীরবন্দের চাষী।
বহুবল্লভ	বাউল।

॥ স্ত্রী ॥

কাদম্বিনী	সেতাবের স্ত্রী [চাঁপাডাঙার বৌ]।
মানদা	মহাতাপের স্ত্রী।
পুঁটি	ঘোতনের ভগ্নি।
টিকুরী	রামকেষ্টর খুড়ি।

॥ নাটকের নাম পরিবর্তন আইনত নিষিদ্ধ ॥

বিঃ দ্রঃ—ভুলবশত সেতাব মোড়লের স্থানে খেতাব মোড়ল ছাপা হইয়াছে। খেতাব মোড়লের জায়গায় 'সেতাব মোড়ল' করিয়া লইতে হইবে।

চাঁপাডাঙার বৌ

—০ঃ(*)ঃ০—

প্রথম দৃশ্য

খেতাব মোড়লের বাড়ির সম্মুখস্থ পথ

গণেশের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিতে দিতে
প্রৌঢ় বোঁচার প্রবেশ।

গণেশ। আঃ, ছাড়ো বোঁচাদা—ছাড়ো।

বোঁচা। কভি নেহি! কোথা থেকে ছুটে এসে আমার সঙ্গে চ্যাংড়ামি! একটি চড়ে আমি তোর বদন বেঁকিয়ে দোব। বল, আর বলবি?

গণেশ। [মুখে দুষ্টুমির হাসি] না।

বোঁচা। [ছেড়ে দিয়ে] ইবার ছাড়লাম। ফের যদি উকথা বলিস, তুলে আছাড় মারব। আমি বোঁচাদাদা! নবগ্যারামের গাজনের পালমানেণ্টো শিব! আর তুই কিনা বুলিস—কাল যে সং বেরুবে, তাতে আমি শিব সাজবো না?

গণেশ। আমি বুলছি না, স্বয়ং ঘোতনদা বুলছে।

বোঁচা। মিছে কথা। ঘোতনবাবুর যাত্রার দলে আমি বছরভর দূত-সৈন্য কেন করি জানিস ছোঁড়া? এই গাজনের সময় শিব সাজতে পারব বলে। ঘোতনবাবু পষ্কার ইঙ্গিতে বুলেছে—আমি পালমানেণ্টো শিব। ফি বছর শিবের পোস্টো আমার পাকা।

গণেশ। কিন্তুন আমি নিজের কানে শুনেছি—[হঠাৎ হেসে] হি-হি-হি !

বোঁচা। এ্যাঁ, মিকি মিকি হাসছিস কেন গণশা ! পঞ্চানন অপেরা পার্টির নাট্যশালা পেলি নাকি ?

নেপথ্যে খেতাব। নোটন ! নোটন—

বোঁচা। এ্যা—কার গলা ! বড় মোড়লের ? এ্যাঁ, বড় মোড়ল খেতাব মোড়লের ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে হাসি ! ছোট মোড়ল মহাতাপ শুনতে পেলি ছুটে এসে দেবে পিঠে আষিঢ়ে কিল। এক কিলেই চিত্তির।

গণেশ। চিত্তির ! চিত্তির মানে ?

বোঁচা। অক্কা পাবি। ধরণীতলে হুমড়ি খেয়ে পড়বি, আর উঠবিনে। ওকি, আবার দন্তবিকেশ করছিস কেন ? মহাতাপকে তুই চিনিসনে !

গণেশ। তা এট্টু এট্টু চিনি। এমনি. হাবাগোবা সদাশিব। রাগলে বুনোমোষ গো ! তবে—

বোঁচা। তবে কি র‍্যা ?

গণেশ। দেখে এলাম, বাড়ি নেই। তেনার ইস্ত্রীর পিতের বাড়ি গেছেন।

বোঁচা। কে বুললে ?

গণেশ। বুললে তেনার বৌদি গো, বড় মোল্যান।

বোঁচা। চাঁপাডাঙার বৌমা ?

গণেশ। হিঁ গো। ঘোতনবাবুর দূত হয়ে গ্যালাম। কিন্তু ফক্কা, ছোট মুনিব বাড়ি নেই।

বোঁচা। ছোট মুনিবকে ঘোতনবাবুর কি দরকার ?

গণেশ। আব বছর বড় মোড়লের কাছ থেকে ঘোতনবাবু ধান কর্জ নিয়েছেলো, তাই কি ব্যাপার। আর—

বোঁচা। থামলি কেন? বল।

গণেশ। বলব না। হি-হি—সেকথা বলব না। বললে তুমি ঘাড় ধরবা।

বোঁচা। না, ধরব না। কাল শিব সেজে আমি তুকে আশীর্ব্বাদ করব।

গণেশ। শিবের চ্যালার আশীর্ব্বাদ আমি চাইনে।

বোঁচা। কে শিবের চ্যালা?

গণেশ। তুমি।

বোঁচা। চোপরাও! আমি পালমানেণ্টো শিব।

গণেশ। তুমি বুড়ো হয়েছো, বুড়ো শিব আর চলবেনি। এবার তুমি সাজবে ভৃঙ্গী, আমি নন্দী।

বোঁচা। মর শালা, মুখে রক্ত উঠে মর। তোর আন্টাগরায় ঘা হোক, বুকে পিত্তিশূল হোক, মাথার ঘিলু শুকিয়ে যাক। তুই জড়ভরত জটিবুড়ো হ।

গণেশ। শকুনের শাপে গরু মরে না গো, গরু মরে না।

বোঁচা। কি, আমি শকুন! যাচ্ছি আমি তোর পিতের কাছে। আমাকে শকুন বলা! তেরাত্তির মধ্যে পিলে-লিভার ফেটে মরবি। হুঁ—

[প্রস্থান।

গণেশ। হি-হি-হি! বোঁচাদা রেগে একেবারে টং। শিব সেজে হেঁড়েগলায় যা গান গায়, যেন ভাঙা কাঁসি বোল বুলছে। হি-হি-হি।

ঘোতনের প্রবেশ।

ঘোতন। কি র‍্যা! বিত্তান্তটা কি গণশা?

গণেশ। এ্যাঁ, ঘোতনদা! তুমি এখানে?

ঘোতন। তোর জন্যে আসতে হলো। বলে দিলাম, যাবি আর আসবি। তা আর দেখা নেই! জ্যাম হয়ে আছিস কেন? তুই কি কলকাতার বাস, না টেরাম?

গণেশ। এ্যাঁ!

ঘোতন। বলি, হাওড়ার পুলের ওপর জ্যাম হয়ে আছিস নাকি! ব্যাপারটা কি?

গণেশ। জান ঘোতনদা! এ্যাট্টা কাণ্ড হয়েছে। বড় মোড়লের বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, ওমনি বোঁচাদার সঙ্গে দেখা। তারপর—হি-হি-হি! তারপর সে এক কাণ্ড ঘোতনদা!

ঘোতন। চুপ কর ড্যাম, শূয়ার, ব্লাডি, গাধা। সামনেই খেতাব মোড়লের বাড়ি। আর চিৎকার করে বলছিস ঘোতনদা—ঘোতনদা! কাউ-মুখ্যু কোথাকার!

গণেশ। কাউ মুখ্যু?

ঘোতন। ইয়েস। যার নাম গো-মুখ্য, ইংরিজীতে তাকেই বলে কাউ-মুখ্যু। বুঝেছিস?

গণেশ। হুঁ!

ঘোতন। তা দোব—তোকে আমি ইংরিজী শিখিয়ে দোব। এই দেবগ্রামের মধ্যে আমি প্রায় ম্যাট্রিক পাশ।

গণেশ। পাশ, না ফেল?

ঘোতন। চোপ! ফেলের মধ্যে যে ফাষ্টো হয়, তাকে ফেল বলে না। তাকে বলে—

গণেশ। প্রায় পাশ।

ঘোতন। ঠিক। মহাতাপ কোথায়?

গণেশ। বাড়ি নেই। তেনার শ্বশুরবাড়ি গেছে দুদিন আগে।

ঘোতন। বাড়ি নেই? এদিকে যে খেতাব বেয়াড়া তাগাদা করছে। [হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে] উঃ, মৃত্যু—মৃত্যু! রে অভিমন্যু! সপ্তরথী ঘেরিয়াছে তোরে। এ সময় কোথায় মহাতাপ?

গণেশ। ভেবো না ঘোতনদা! ছোট মোড়ল আজই ফিরবে গো।

ঘোতন। এ্যা, আজ ফিরবে! ছুটে যা গণশা, তুফান মেলের মত ছুটে যা।

গণেশ। কোথায়?

ঘোতন। ওই জোড়া বটতলায় চৌ-রাস্তার মোড়ে। ওই পথ দিয়ে মহাতাপ আসবে। দেখা পেলেই আমাদের কেলাবে টেনে নিয়ে আসবি।

গণেশ। উরে বাপু রে—উটি পারব না। টানতে গেলেই ছোট মোড়ল কিল মারবে। তেনার কিল বড় কড়া, যেন ভাদুরে তাল। মারলেই চিত্তির—

ঘোতন। আমি বলছি, মারবে না—সুড় সুড় করে আসবে।

গণেশ। আসবে?

ঘোতন। ইয়েস। আমার নাম ঘোতন ঘোষ! স্কুলে কিছু বেঞ্চিভাড়া দিয়েছি। এইজন্যেই তো বলেছি এবার বোঁচাদা শিব সাজবে না। এবার শিব সাজবে—

গণেশ। কে?

ঘোতন। [নিম্নস্বরে] মহাতাপ।

গণেশ। এ্যা, ছোট মোড়ল শিব সাজবে!

ঘোতন। চুপ! যা, ছুটে যা। ধরে আনতে পারলেই পুরো একটা টাকা পাবি।

গণেশ। টাকার লোভে যাবো না ঘোতনদা। কারণ টাকা তুমি দেবা না।

ঘোতন। গণশা!

গণেশ। গাজনের সংয়ের দলে নন্দী সাজতে পারলেই আমি খুশি। আমি তোমার পালমানেণ্টো নন্দী। হি-হি-হি—

[প্রস্থান।

ঘোতন। সরল বোকা মহাতাপকে হাত করেই আমি খেতাবের দেনা শোধ করব। মহাতাপ ছেড়ে দিলে খেতাব আমার কাঁচকলা করবে। বেশি কিছু বললে, সোহাগের দেওরের মান রাখতে ছুটে আসবে চাঁপাডাঙার বৌ। আহা, মোড়লবাড়ি না তো! আমি নাম দিয়েছি গুপ্ত বিন্দাবন! হাঃ-হাঃ-হাঃ—[প্রস্থানোদ্যত]

নেপথ্যে খেতাব। ঘোতন! এই ঘোতন! এই—এই—

ঘোতন। সর্বনাশ! খেতাব আমাকে দেখতে পেয়েছে! এই মরেছে! ওদের বাড়ির চাকর নোটন ছুটে আসছে। এখুনি সটকাই। [প্রস্থানোদ্যত]

নোটনের প্রবেশ।

নোটন। পাইলে যেওনি ঘোতাবাবু, পাইলে যেওনি। বড় মোড়ল তো তুমারে ডেকতেছে।

ঘোতন। সাট-আপ ড্যাম শূয়ার রাসকেল ননসেন্স ব্লাডি কাঁহাকা।

নোটন। [পেছিয়ে] ঘোতাবাবু!

ঘোতন। চোপ!

নোটন। বা রে—আমার কি দোষ? হুই বড় মুনিব বুললে—যা, ঘোতাবাবুরে ডাক। উ পাইলে যাচ্ছে।

ঘোতন। চোপ!

নোটন। এ্যাঁ—[আরও পেছিয়ে গেল]

ঘোতন। নট ঘোতন! বাট ঘোতনবাবু—ইয়েস, বাবু। এ গাঁয়ের ইংরিজীনবীশ রাইপ ম্যান। রাইপ ম্যান মানে বুঝিস?

নোটন। এজ্ঞে না।

ঘোতন। কি করে বুঝবি বল। তুই হলি ছুচোর গোলাম চামচিকে।

নোটন। বড় মুনিব বুলে আসল ছুঁচো বটে আপনি।

ঘোতন। কি বললি ব্যা নোটন?

নোটন। বলাবলির কিছু নেই, আপুনি চল বড় মুনিবের কাছে। আর বছর ধান কর্জ নে—ই-বছর ইস্তক দ্যাওনি।

ঘোতন। দিইনি আমার খুশি, মাই উইশ! যখন উইশ হবে, তখন শোধ দোব। যা, ভাগ—

নোটন। না ঘোতাবাবু! আজ আমি কাঁঠালের আঠা গো, তোমারে ছেড়ে যাবার হুকুম নেই। চল—

ঘোতন। যাব না—যাব না! আই ডোণ্ট কেয়ার খেতাব মোড়ল। দেখি, তোর মুনিব আমার কি করে।

দা হাতে খেতাবের প্রবেশ।

খেতাব। আমি তোকে দা দিয়ে কাটবো ঘোতনা।

ঘোতন। খেতাব!

খেতাব। তোর এত্তবড় ক্ষ্যামতা, দেনদার হয়ে তুই আমারে ডোণ্ট কেয়ার করিস! আমারে ছুঁচো বুলিস।

ঘোতন। আলবৎ তুমি ছুঁচো, তুমি কিপ্টে—তুমি মক্ষি—

খেতাব। কীচক বধ করবা ঘোতনা—আজ তুকে কেটে ফ্যালবা। [অগ্রসর]

নোটন। [চিৎকার করে] ও বড মোল্যান গো—রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে গেল গো! ছুট্টে এসো—ছুট্টে এসো, ও বড় মোল্যান—

[দ্রুত প্রস্থান।

খেতাব। এই—এই হারামজাদা নোটন! দেখ দেখি, অমনি চাঁপা-ডাঙার বৌরে ডাকতি গেল। যত্তসব—

ঘোতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

খেতাব। কি, হাসছিস ক্যান পাজী নচ্ছার!

ঘোতন। মাগের ভেড়ুয়ার কাণ্ড দেখে। বৌকে ডাকতে গেল বলে যে ঠাণ্ডা মেরে গেলে? হু-হুঁ, তবু যদি—

খেতাব। চোখ কুঁচকে কথা বুলিস কেনে শয়তান! তবু যদি কি?

ঘোতন। তোমার বৌ পতি-সোহাগী হোত।

খেতাব। কি? আমার বৌয়ের নামে কি বুললি?

ঘোতন। বেশি কিছু বলিনি। সতীলক্ষ্মীর নিন্দেমন্দও করিনি। নিন্দে কেন করবো? কাদু হলোগে আমার মায়ের সইয়ের মেয়ে।

খেতাব। [কর্কশ স্বরে] কা-দু! তুই বাইরের লোক হয়ে আমার ইস্ত্রীর নাম ধরিস!

ঘোতন। বাইরের লোক? আউটম্যান—হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার কিন্তু কাদুর ঘরের লোক হওয়ার কথা ছিল গো।

খেতাব। চুপ মার শা—লা!

ঘোতন। এই আউটম্যান ক্যানসেল করেছে বলে, তুমি কিস্তুক পেয়েছ।

খেতাব। কি পেইছি ?

ঘোতন। চাঁপাডাঙার উমেশ পালের রূপসী কন্তে কাদম্বিনীকে।

খেতাব। তাতে হয়েছে কি র‍্যা। তুই বাঁদর হয়ে মুক্তোর কদর বুঝিসনি।

ঘোতন। আর তুমি বেশি বুঝে ভুল করেছ—বিগ মিষ্টেক, বিগ মিষ্টেক। আপন বৌ আপন হলো না! লেখন—কপালের লেখন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

খেতাব। নির্ঘাত আমি তোকে খুন করবো শয়তান! [দা তুলল]

দ্রুত কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। [দা কেড়ে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে] না।

খেতাব। বৌ!

কাদম্বিনী। গাঁয়ে তোমার মান আছে, ঘরে তোমার লক্ষ্মী আছে। তোমার পাশে লক্ষ্মণের মত ভাই আছে। মণ্ডলবাড়ির শ্রীমন্ত পুরুষ তুমি, গ্রাম পঞ্চায়েতের মাথা তুমি। পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে যার-তার সঙ্গে তোমার হুড়ঝগড়া করা সাজে না। এসো, বাড়ি এসো।

ঘোতন। যার-তার সঙ্গে? এঃ, তেজে যে একেবারে মটমট। দেখে নোব, আমিও দেখে নোব।

খেতাব। কি দেখবি ব্যাটা, কি দেখবি?

কাদম্বিনী। আঃ, তুমি চুপ কর। কেডা না জানে শূন্যি কলসীর শব্দ বেশি, আর অকম্মা লোকের বচন বেশি।

ঘোতন। কাদু!

কাদম্বিনী। কাদু নয়—আমি এখন মণ্ডলবাড়ির বড় বৌ। কাদু

বলে এ গাঁয়ে ডাকবে একজন, সে আপনার মা। কারণ তিনি হলেনগে আমার সইমা।

খেতাব। ঠিক কথা—ঠিক কথা! আহা, তুমি যা কথা বল চাঁপাডাঙার বৌ, যেন—

ঘোতন। চাকভাঙা মধু। তবে দেখো বড় মোড়ল, মধু যেন কোনদিন বিষ না হয়। [প্রস্থানোদ্যত]

কাদম্বিনী। [বাধা দিয়ে] দাঁড়ান। ঘর-সংসারে একটা কথা আছে, পুরুষের হলো দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা। আপনি এখন মশা ঘোতনবাবু, তাই হুলেই আপনার ধার বেশি, মূলে কিছু নেই।

ঘোতন। বাহবা মণ্ডলবাড়ি বড় গিন্নী! তবে আমিও গোপাল ঘোষের ছেলে ঘোতন ঘোষ—

কাদম্বিনী। জানি। আর এও জানি, আপনার ভাঙাদশা চলছে বলেই আপনি আমাদের কাছ থেকে ধান কর্জ নিয়েছেন।

খেতাব। নেওয়ার সময় কত মোলায়েম কথা, আর এখন কিনা বলে—খেতাব মোড়ল ডোণ্টো কেয়ার।

ঘোতন। ইয়েস, একশোবার ডোণ্ট কেয়ার। কারণ জমি তোমার একার নয়, মহাতাপেরও ভাগ আছে।

খেতাব। আছে, তাতে কি হয়েছে?

ঘোতন। তার কাছেই আমি ধান শোধ দেবো।

খেতাব। না। সে পাগল-ছাগল লোক।

কাদম্বিনী। আঃ—কাকে কি বলছ! ঠাকুরপো তোমার ভাই।

ঘোতন। আর একজনের সোহাগের দেওর! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[কাদম্বিনী তীব্র দৃষ্টিতে ঘোতনের দিকে তাকাল]

খেতাব। এই, হাসিস ক্যানে? বুলি হাসিস ক্যানে?

ঘোতন। না-না, আর হাসবো না। আর কিছু বলবো না। এবার গাজনের পর যা-কিছু বলবে মহাতাপ—

খেতাব। মহাতাপ কি বলবে?

ঘোতন। বাপের ব্যাটা ঘোতন ঘোষ দেনা শোধ করে দিয়েছে। আচ্ছা, আসি চাঁপাডাঙার মহামান্যি বৌ। গাজনে এবার নতুন সং বেরুবে, দেখে চোখ জুড়িও—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

খেতাব। হায়—হায়—হায়! ঘোতনা যে পালিয়ে গেল! হায়—হায়—হায়।

কাদম্বিনী। থাক। সব সময় তোমাকে হায়-হায় করতে হবে না, ছোট বৌকে ডাল ভাঙতে বলে এসেছি। এসো, বাড়ি এসো।

খেতাব। একি—একি! তোমার গলাডা ভার ভার লাগে ক্যানে?

কাদম্বিনী। না-না, কিছু না—কিছু না, কিচ্ছুটি আমার হয়নি।

খেতাব। এ্যাঁ, ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লে ক্যানে? তুমি আনন্দময়ী, তোমার কি দুঃখ! একি, চোখে জল—বৌ!

কাদম্বিনী। [হঠাৎ আবেগের সঙ্গে] সত্যি করে বল, তুমি আমাকে কোনদিন কম ভালবাসবা না—কোনদিন না—কোনদিন না!

খেতাব। পথে দাঁইড়ে এসব কি কথা! তুমি কি পাগল হলে?

কাদম্বিনী। হ্যাঁ, আমি পাগল। এ বাড়িতে বৌ হয়ে এসে অনেক পেয়েছি। আমার সব দিক ভরা, তাই কিছুই আমি হারাতে পারবো না।

খেতাব। কি হারাবে তুমি?

কাদম্বিনী। যা হারালে মেয়েমানুষ সব হারায়, তাই।

খেতাব। লাও ঠ্যালা! কি যে তুমি বুলছো, কিছু বোঝলাম না।

কাদম্বিনী। ক্যামনে বুঝবে, তুমি যে শুকনো কাঠ, রস-কষের বালাই নেই। সার চিনেছ টাকা আর জমি। জীবন ভাঙা-গড়ার হিসেব জান না।

খেতাব। জানবার দরকার নেই। আমি বুঝি, পিরথীমিতে আসল বস্তু টাকা।

কাদম্বিনী। না, টাকা সব লয়। টাকা যদি সব হতো, রাজার বাড়ির ঝি-বৌ কাঁদে কেনে জান? তেনাদের তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।

খেতাব। বৌ!

কাদম্বিনী। বৌ মা হয়, জান? বল, জান তুমি?

খেতাব। দুত্তোর, মেয়েমানুষের গজর গজর শোনার মত সময় আমার নেই। আমার কাজ আছে।

কাদম্বিনী। সময় করে একটা কথা তুমি ভেবো।

খেতাব। কি?

কাদম্বিনী। ছেলে-মেয়ে পেটে না ধরলেও মেয়েমানুষ মা হয়—মা হয়। [প্রস্থানোদ্যতা]

খেতাব। কাদু!

কাদম্বিনী। সংসারে তুমি অনেক দেখেছ, অনেক বুঝেছ। মণ্ডল-বাড়িতে যদি কোনদিন ঝড় ওঠে, চাঁপাডাঙার বৌ যেন তোমার ভালবাসা না হারায় গো, না হারায়।

[দ্রুত প্রস্থান।

খেতাব। লাও ঠ্যালা। কাদুর হলো সেই বিত্তান্ত—ধান ভানতে এসে রাই, গেয়ে গেল শিবের গীত। কিন্তু এটা কি হলো? বৌ হয়ে আমারে বললে, আমি শুকনো কাঠ। হুঁ-হুঁ, এ যে রীতিমত

অচ্ছেদ্দা। ঘোতন বলে গেল, বৌ আপন হলো না। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! না-না, এটা ভাল কথা লয়। কাদু—কাদু—[প্রস্থানোদ্যত]

বহুবল্লভের প্রবেশ।

বহুবল্লভ। রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ! কে, বড় মোড়ল? ভাল আছ ভাই?

খেতাব। হুঁ—আছি। না, কিসের ভাল? কেউ আপন লয় বহুবল্লভ, কেউ আপন লয়। সংসারে খাটতে এয়েছি, খেটেই চলে যাব। কেউ আপন লয়।

বহুবল্লভ। সেকি বড় মোড়ল! তুমি তো ভাগ্যিমান। লক্ষ্মী-পিরতিমের মত বৌ, লক্ষ্মণের মত ভাই, সোনার সংসার—

খেতাব। ছারখার হয়ে যাবে! লক্ষ্মী থাকবে না সংসারে।

বহুবল্লভ। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! এসব কি কথা ভাই?

খেতাব। আমি শুকনো কাঠ, রস-কষের বালাই নেই, তাই আমার কথা ওইরকম। আচ্ছা যাই বাউল ভাই।

বহুবল্লভ। মন বুঝি গরম হয়েছে বড় মোড়ল? হুঁ-হুঁ, মন গরম করলেই ক্ষতি হয়। বিচারে ভুল হয়, মানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয়। যেমন হয়েছি আমি।

খেতাব। বহুবল্লভ!

বহুবল্লভ।—

গীত

ও মাঝি! মন যমুনায় বাইছিস তরী হিসেব কইর‍্যা চল।
এই যমুনায় তরী বাইয়্যা পায় যে মানুষ প্রেমের শতদল॥

খেতাব। সত্যি পায়?

বহুবল্লভ। হ্যাঁ, পায়। কিন্তুক যদি ভুল করে, তাহলে—

খেতাব। তাহলে?

বহুবল্লভ।—

পূর্ব-গীতাংশ

ভুল করিলে তরী ডোবে মনের বাতাসে,
এই ভুলেতেই সীতা সতী গেলেন বনবাসে;

খেতাব। বলিহারি—বলিহারি! মন আমার ঠাণ্ডা হলো বাউল ভাই, বড় ঠাণ্ডা হলো।

বহুবল্লভ।—

পূর্ব-গীতাংশ

তাই মনের বিচার করতে মানা,
হেলায় হারায় ঘরের সোনা,
ভুল বিচারে সব হারালাম এখন জ্বলছে দাবানল॥

খেতাব। বাহাবা—বাঃ! বেশ তুমি গাও। এই লাও দুটো পয়সা তুমি লাও।

বহুবল্লভ। [পয়সা নিয়ে] হরিবোল—হরিবোল! যাই, পাঁচ দোরে যাই। [প্রস্থানোদ্যত] হ্যাঁ ভাল কথা। এখন ছোট মুনিব কোথায় গেল গো?

খেতাব। ছোট বৌমার বাপের ব্যামো, তাই পাগল জামাই দেখতে গেছে।

বহুবল্লভ। পাগল নয়—পাগল নয়, সরল লোক। এমন ভাইয়ের হাতে সবকিছু সঁপে নিশ্চিন্দি ঘুমুনো যায়। আচ্ছা আসি—[সুরে] ও মাঝি মন যমুনায় বাইছিস তরী হিসাব কইর‍্যা চল।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

খেতাব। হুঁ—একথা ঠিক। এমন ভাইয়ের হাতে সবকিছু সঁপে

নিশ্চিন্দি ঘুমুনো যায়। তবে বড় রগচটা। আমাকে বলে চামদড়ি কেপ্পন। তাই শুনে ঘোতন ব্যাটাও বলে। পাজী নচ্ছারের নামে আদালতে নালিশ করে আমি সুদে-আসলে আদায় করব, তবেই আমার নাম খেতাব মোড়ল। হুঁ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘোতন ঘোষের বাড়ি

পুঁটির প্রবেশ।

পুঁটি। ইস, কি কাণ্ড—কি কাণ্ড! দাদা—ছোট মোড়ল মহাতাপ-দাদাকে ডেকে নিয়ে গেলাস গেলাস ভাং খাওয়াচ্ছে। কেনে, বিত্তান্তটা কি? বিনি লাভে দাদা তো কিছু করে না। তবে কেনে খাওয়াচ্ছে! চাঁপাডাঙার বৌদি জানতে পারলে যে মহা অনথ কাণ্ড হবে।

নেপথ্যে টিকুরী। মর—মর, রাজকাশ হয়ে মর!

পুঁটি। এই মা রে—টিকুরী খুড়ি কারে শাপ-শাপন্ত করছে গা!

টিকুরী বৌয়ের প্রবেশ।

টিকুরী। [সুরে] লোহার গতর ভেঙে যাবে। ওলাউঠো হবে। মরে পেরেত হবে। বাঁশগাছে হবুটিটি করে বেড়াবে। ভাগীদার ফাঁকি দিয়ে খায়। অনাথা বিধবা ফাঁকি দিয়ে খায়। ঘর-বাড়ি সাঁপ-খোপের আড়ৎ হবে, ব্যাং লাফাবে।

পুঁটি। কার বাড়ি খুড়ি, কার বাড়ি?

টিকুরী। কে গা তুই, চুপ কর! আগে মনের সুখে ওই রামকেষ্টকে গাল দিয়ে নিই। ভাগীদার ফাঁকি ধম্মে সইবে না। ওরে ব্যাটা রামকেষ্ট—

পুঁটি। কেনে খুড়ি, তেনার কি দোষ-ঘাট হলো? সে হলোগে তোমার আপন ভাসুরপো।

টিকুরী। কে র‍্যা তুই চিনিমাখা কথা বুলিস! বলি কাদের কন্তে তুই?

পুঁটি। ওমা, আমারে চিন্নুনি! আমি যে পুঁটি।

টিকুরী। খোত্তনের বুন?

পুঁটি। হিঁ গো।

টিকুরী। এ্যাঁ! তুই যে হাতী হয়ে উঠেছিস। কবে তুই যবুতী হলি রে?

পুঁটি। তা হলাম। তোমার অনুমতি না লিয়ে ফস করে হলাম।

টিকুরী। আ মর, নয়ন ঠেরে কথা বুলিস কেনে? যৈবনের গ্যাদায় যে একেবারে ডগমগ।

পুঁটি। এই দেখ! এইজন্তেই পাড়াসুদ্ধ বুলে—

টিকুরী। কি বুলে?

পুঁটি। পায়ে পা দিয়ে তুমি ঝগড়া কর।

টিকুরী। জিভ খসে যাবে লা, জিভ খসে যাবে। আমি অবলা সরলা—

পুঁটি। তুমি খাণ্ডারণী মহিষমর্দ্দিনী।

টিকুরী। [হঠাৎ সক্রন্দনে] ওগো মিনসে, তুমি কোথায় গো! সবাই মিলে আমারে কি হেনস্তা করছে একবার দেখ গো! আমি

তোমাকে একদিন বৈ দুদিন ঝাঁটা মারিনি, তবে তুমি চলে গেলে কেনে গো—

পুঁটি। আঃ, মড়িকান্না কেঁদো না। ওই ঘরে ছোট মোড়ল রয়েছে।

টিকুরী। ছোট মোড়ল?

পুঁটি। হিঁ, মহাতাপদাদা।

টিকুরী। মহাতাপ! চাঁপাডাঙার বৌয়ের সোহাগের দেওর হেথায় কেনে? এ যে আশ্চয্যি কাণ্ড! খেতাব হলোগে ঘোতনের শত্তুর।

ঘোতনের প্রবেশ।

ঘোতন। না টিকুরী খুড়ি। খেতাব আমার মিতে।

টিকুরী। কবে হলো? খেতার তোর কাছে ধান পায়?

ঘোতন। আর পায় না। সে কবে শোধ করেছি।

পুঁটি। মিছে কথা বলুনি দাদা, ধম্মে সইবে না।

ঘোতন। আঃ—তুই চুপ কর পুঁটি। তা তুমি হঠাৎ কেনে খুড়ি?

টিকুরী। তোর কাছে আলাম বাপ। আমি আলাদা হব। রামকেষ্টর সংসারে আর থাকবো না।

ঘোতন। তা আমার কাছে কেনে? পঞ্চায়েতে যাও।

টিকুরী। তাই তো যাবো। তুই এক কলম দরখাস্ত নিখে দে বাপ।

ঘোতন। সময় নেই, সময় নেই। গাজনের সময়, আমি এখন ব্যস্ত।

টিকুরী। ব্যস্ত বলে আমি ভেসে যাবো? দে বাপ, নিখে দে—

পুঁটি। দিও না দাদা। পঞ্চায়েত মানবে না।

ঘোতন। আঃ, তুই থাম না পুঁটি।

টিকুরী। শাসন কর ঘোতন। এত গুণের বুন তোমার, আমারে বলে ঝগড়াটে!

ঘোতন। ন'-না, তুমি হলে তেজালো মেয়েমানুষ। তোমার তেজ—

পুঁটি। টিকুরী খুড়ো জল জল করে জলে মরেছে দাদা।

টিকুরী। মর—মর শাকচুন্নী। তোর জিভে পক্ষাঘাত হোক। গলায় গোদ হোক—

ঘোতন। কেয়াবাৎ খুড়ি। গলায় গোদ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

টিকুরী। এ্যাঁ! তুইও হাসিস ত্যাঁদোড? চাইনে, তোর নেখা দরখাস্ত আসি চাইনে। যাচ্ছি আমি মোটা মোড়লের কাছে। আমার হকের জমি আমি ভাগ করে নেব—নেব—নেব।

[দ্রুত প্রস্থান।

ঘোতন। আপদ গেল। এ্যাই পুঁটি, শীগগির আয়।

পুঁটি। কোথায় যাবো?

ঘোতন। মহাতাপের কাছে।

পুঁটি। কেনে, আমি যাবো কেনে?

ঘোতন। আমার কাছে খেতাব মোড়ল যে ধান পায়, তাই মাফ নিতে যাবি।

পুঁটি। আমি যাবো?

ঘোতন। হ্যাঁ। ভাঙের নেশায় মহাতাপকে আমি কায়দা করে এনেছি। তুই গিয়ে মড়িকান্না কেঁদে মাফ চা, মুখ্যু পাগল ঠিক মাফ করে দেবে।

পুঁটি। ও, এইজন্যি ছোট মোড়লকে তুমি ধরে এনেছ?

ঘোতন। তবে কি পূজো করতে এনেছি? আয় আমার সঙ্গে।

পুঁটি। না। দেনা করেছ তুমি—

ঘোতন। তোদের জন্যি করেছি। আমার কর্জ করা ধানের ভাত তুই গপগপ করে গিলিসনি?

পুঁটি। সে তো তোমার বৌও গিলেছে।

ঘোতন। পুঁটি! কি বললি? আমার বৌ হলো ঘরের লক্ষ্মী।

পুঁটি। আর আমি বুঝি এ বাড়িতে বানের জলে ভেসে এসেছি! [সক্রন্দনে] ও বাবা, ও মা, স্বগ্গে বসে তোমরা শোন, দাদা আমারে উড়তি বালাই মনে করে।

ঘোতন। এ্যাই—এ্যাই পুঁটি, ফ্যাচ ফ্যাচ করলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো কিন্তুক।

পুঁটি। তাইড়ে দেবে? বাঃ দাদা, বাঃ! নাঃ, যে ভাত গিলেছি, আমি তার দেনা শোধ করব। চল—চল, ছোট মোড়লের কাছে চল।

ঘোতন। গুড গার্ল। আসল কথাটা কি জানিস পুঁটি, আমি কাঁদলে কাজ হবে না। আর তোর বৌদি মাদার হয়ে গেছে। তুই হলিগে কুমারী কন্যে, তোদের চোখের জলের দামই আলাদা।

পুঁটি। থাম, দাঁত বার করে হেসো না। তুমিই পার মা-বুনকে নেলিয়ে দিতে। মন্থি মন্থি ভাবি, তুমি লোকটা কি মানুষ?

সহসা মহাতাপের প্রবেশ। পা টলছে,
চোখে ঘুম ঘুম ভাব।

মহাতাপ। না, ও শালা বাঁদর। গাছের খায়, তলারও কুড়োয়।

ঘোতন। মহাতাপ!

মহাতাপ। মহাতাপ কে? হামি শিব হ্যায়, আর তুই ব্যাটা ভৃঙ্গী—বিলকুল বাঁদর বনগিয়া। আমার ভাং চেয়েও খাস, চুরি করকেও খাস। দে—দে, ভাং দে; ভাঁড় আন, আমি শ্বশুরবাড়ি যাবো।

ঘোতন। দেবীপুরে?

মহাতাপ। দেবীপুরমে শ্বশুরবাড়ি মহাতাপ মণ্ডলের। আমি শিব, আমার শ্বশুর—

পুঁটি। দক্ষরাজা।

মহাতাপ। বিলকুল ঠিক হ্যায়। আমার বহু—

ঘোতন। মানদা সুন্দরী।

মহাতাপ। উঁহু—মানু দুষ্টু সরস্বতী হ্যায়। তাড়কা রাক্ষুসী হ্যায়। এই হাউমাউ কাঁদে, এই কর—কর করকে চিল্লায়। আমার বহু—

পুঁটি। সতী।

মহাতাপ। হাঁ, শিবের বহু সতী। বিনি নেমন্তন্নে বাপের বাড়ি চলে গেছে। দে—দে, আমার বাঘছাল দে, তিরশূল দে। ব্যোম—ব্যোম—ব্যোম!

পুঁটি। উঃ মা গো! কি কাণ্ড! হি-হি-হি—

মহাতাপ। চোপরাও শালা ভৃঙ্গী! মারব পিঠে আষিঢ়ে কিল—[অগ্রসর, হঠাৎ পুঁটিকে দেখে] এ্যাঁ, কে? তুম কোন হো? অপ্সরী, না কিন্নরী? নাম কি?

ঘোতন। পুঁটি।

মহাতাপ। পুঁ—টি! কালী দুগ্‌গা লক্ষ্মী সরস্বতী লয়, লিদেন জয়া-বিজয়া লয়; কৈলাসে এসে জুটেছে লতুন মেয়ে পুঁটি! বাহারে বাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ঘোতন। [চাপাস্বরে] এই মওকা পুঁটি, এই নে কাগজ-কলম।

পুঁটি। [নিয়ে] কাগজ-কলম কি হবে?

ঘোতন। তুই ছাড়পত্তর লিখিয়ে লিবি হাঁদারাম। তাহলেই কাজ পাকা হবে।

মহাতাপ। এ্যাই ব্যাটা ছিঁচকে চোর ভৃঙ্গী, গুজ-গুজ ফুস-ফুস করকে পুটি দেবীকে কি বোলতা হ্যায় ?

ঘোতন। তোমার কথা বোলতা হ্যায়। তোমাকে বাঘছাল পরিয়ে হাতে তিরশূল দিয়ে লিয়ে যাবো—

মহাতাপ। হাঁ—হাঁ, সতীর কাছে যাবো আমি। তুরন্ত যাবো।

ঘোতন। সতীর কাছে লয়, তোমাকে আমি লিয়ে যাবো গুপ্ত বিন্দাবনে।

পুঁটি। আঃ, দাদা !

ঘোতন। থুড়ি—থুড়ি ! তোমাকে লিয়ে যাবো মোড়লবাড়ির বড় বৌ চাঁপাডাঙার বৌয়ের কাছে।

[প্রস্থান।

মহাতাপ। [স্বপ্নোত্থিতের মত] চাঁপাডাঙার বহু ! আঃ, নেশা ভেস্তে গেল। ও নাম শুনে সবভি মনে পড়লো।

পুঁটি। মহাতাপদা !

মহাতাপ। হাঁ, আমি মহাতাপ। চাঁপাডাঙার বহু—মোড়লবাড়ির লছমীর পাহারাদার মহাতাপ মণ্ডল।

পুঁটি। আমাকে চিনেছ ?

মহাতাপ। জরুর। ঘোতনের বুন পুঁটি তুই। লেকিন ঘোতন কোথায় গেল ? উ বুলেছে আমাকে শিবের পার্ট দেবে, দশ ট্যাকা ভি হাম চাঁদা দেতা হ্যায়।

পুঁটি। এ্যাঁ—দশ ট্যাকা !

মহাতাপ। হাঁ। আমি চামদড়ি কেপ্পন খেতাব মোড়ল না আছি। আমি দিলদরিয়া মহাতাপ। দাদা শুধু ঘরের মধ্যি বসে ঠং ঠং ঠং—

পুঁটি। মানে ?

মহাতাপ। বাজাচ্ছে, সুদের টাকা বাজাচ্ছে। আউর খ্যাস—খ্যাস—খ্যাস—

পুঁটি। খ্যাস খ্যাস কি ?

মহাতাপ। খ্যাস খ্যাস করে খাতায় মাথা-মুণ্ডু লিখছে। কেপ্পন, ভাল করে খায় না, দিন দিন চামদড়ি হচ্ছে। আউব আমি—

পুঁটি। তুমি ?

মহাতাপ। ভীম হ্যায়। বৌদি আমাকে এত এত খাওয়ায়। তাই আমি লাঙ্গল ধরলেই হুস—হুস—হুস—বোঁ-ও-ও—

পুঁটি। এঁ্যা! সেটা কি ?

মহাতাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুই বিলকুল বুদ্ধু আছিস পুঁটিদিদি। আমার হাতের লাঙ্গল কলের লাঙ্গলের পারা হুস হুস করে চলে, বুঝেছিস ? চললো তো রেলগাড়িব মত সব চললো। বীজ পড়লো, ধান হলো, কাটা হলো, মাড়াই হলো। সোনার বরণ ধানে গোলা ভরে গেল। লচমীর কিরপা! চুরি করলে কমে না, ধার দিলেও শেষ হয় না। কেপ্পন চামদড়ি দাদা ভাবে কমে, আমি বুলি নেহি কমতি হ্যায়—নেহি—নেহি।

পুঁটি। [সক্রন্দনে] তুমি খুব ভাল মোড়লদাদা, তোমার বড় দয়া। তোমার হুটি পায়ে পড়ি, তুমি আমাদের বাঁচাও। তোমাদের পাওনা ধান ইবারের মত ছেড়ে দাও। [পায়ের ওপর পড়লো]

মহাতাপ। এ্যাই—এ্যাই, দেখ দেখি কি মুস্কিল! ওরে ওঠ পুঁটি, ওঠ।

পুঁটি। না, আমি উঠব না। দাদার ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে দেখ, না খেতে পেযে টিকটিকি হয়ে গেছে। ঘরের বৌ অসুখে

ধুঁকছে। ওষুধ লাই, পথ্যি লাই, দাদা কোচা ছুলুয়ে বেড়ায়। আমি কিছু বললে আমারে মারে।

মহাতাপ। এঁ্যা—বয়স্থা বুনে মারে! তুলে আছাড় মারব আলসে শয়তানটারে। পা ছাড় পুঁটি। তোর কথা শুনে আমার কান্না পাচ্ছে! আহা রে, বাচ্চাগুলো টিকটিকি—আহা রে!

পুঁটি। মহাতাপদা!

মহাতাপ। পা ছাড় দিদি, পা ছাড়। লোকে আমাকে মুখ্যু বলে—পাগল বলে, কিন্তুক আমি যা জানি, সার জানি। ওরে, বুনের ঠাঁই ভাইয়ের পায়ে লয় রে, বুনের ঠাঁই ভাইয়ের মাথায়—মাথায়।

পুঁটি। [উঠে] দাদা—দাদা!

মহাতাপ। দিলাম রে, ধান ছেড়ে দিলাম। খেতাব মোড়লেব কাছে ঘোতনের আউর কোন দেনা নেই। বাচ্চাগুলা টিকটিকি—ঘরের বৌ অসুখে পড়ে, তুই দুঃখী বুন, তোর মুখ চেয়ে ষোল আনা মাফ। মামলা ডিসমিস—বিলকুল খালাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পুঁটি। আঃ, তুমি বাঁচালে মহাতাপদা। কিন্তুক তোমার দাদার কাছে যে খণপত্তর লেখা আছে!

মহাতাপ। মামলা ডিসমিস হলে লেখনের দাম নাই রে। দে—দে, কাগজ-কলম দে, আমি লিখে দিচ্ছি।

পুঁটি। এই নাও কাগজ-কলম। [দিল]

মহাতাপ। [কিছু লিখে ফেরত দিল] নে—নে, কাগজ নে। বিষয়ী লোক বলবে আমি পাগল—আমি বোকা। কিন্তুক আমি আমার লক্ষ্মী বৌদির কাছে শিখেছি—দানে দুগ্‌গতি খণ্ডায়, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা থাকে—ঘরে বাঁধা থাকে। [প্রস্থানোদ্যত হয়ে ফিরে] এঁ্যা, এই পাজী ঘোতনা! দশ ট্যাকা চাঁদা লিয়ে শিব সাজাবার বেলা ফকা!

না-না, এ মামলা ডিসমিস হবে না। শিব সেজে আমি বড় মোল্যানের কাছে ভিক্ষে নিতে যাব আর গান করব, তাথৈ থৈ ব্যোম ব্যোম, তাথৈ থৈ ব্যোম ব্যোম—

[নাচতে নাচতে প্রস্থান।

পুঁটি। হি-হি-হি! মহাতাপদাদার কিবা নাচের বহর। সত্যি সত্যি তুমি শিব ছোট মোড়ল, তোমাকে আমার পেন্নাম—পেন্নাম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

খেতাবের বাড়ি

[নেপথ্যে—ঢাক কাঁসি শিঙ্গার শব্দ ও বহুকণ্ঠে শোনা গেল—"জয় শিব-শম্ভু!"]

নোটনের প্রবেশ।

নোটন। এসতেছে—এসতেছে, নবগ্যারামের সংয়ের দল দেবগ্যারামে এসতেছে। বাজনা বাজতেছে—ড্যাং কুড়ুকুড়, ড্যাং-জি-জা—হাঃ-হাঃ-হাঃ, কি আমোদ—কি আমোদ! বলিহারি ইবারের গাজনের ঘোতাবাবুর সংয়ের দলের ধুম! খু-উ-ব জমেছে, ও বড় মোল্যান—ও ছোট মোল্যান—

মানদার প্রবেশ।

মানদা। কি হলো নোটন, চিক্কির ছাড়িস ক্যানে!

নোটন। এসছে ছোট মোল্যান—এসছে।

মানদা। কি আসছে?

নোটন। ওই—ওই দেখ কি বিরাট সংয়ের দল। ইবার বড় ধুম—বড় ধুম।

মানদা। তাই তো রে! দিদি, অ দিদি, শীগগির দেখে যাও কত্তবড় সংয়ের দল আমাদের বাড়ির দিকে আসছে।

নোটন। এসছে না—এসছে না—ও মা, উদিকে ঘুরলো কেনে!

মানদা। কোনদিকে? তাই তো রে, ও রাস্তায় ঢুকলো কেনে?

নোটন। মোটা মোড়লের বাড়ি গেল ছোট মোল্যান। নিঘ্যাত ওখানে গেল।

মানদা। কেনে, মোটা মোডলের বাড়ি কেনে? আমাদের থেকে মোটা মোড়লের খাতির বেশি নাকি?

নোটন। বয়েসের খাতির—বয়েসের খাতির। তাছাড়া মোটা মোড়ল দেয়-থোয় খু-উ-ব। নামডাক আছে।

মানদা। নামডাক না ছাই। বলে যে সেই—ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন। দেনায় শুনি একগলা জলে, তেনার আবার নাম। গরীব হয়ে মোটা মোড়লের নাম মুছে গেছে।

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। ছিঃ মানু! মান্তের লোককে এমন কথা বলতে নেই।

মানদা। দিদি!

কাদম্বিনী। তুই ছেলেমানুষ তাই জানিসনে, মানুষ গরীব হলেই নাম মুছে যায় না। ছোট মোড়ল্ ধার্মিক—নজর উঁচু, লোকের আপদে-বিপদে দেখেন। আজ তেনার অবস্থা পড়ে গেছে বলে মান কি

গেছে! মানুষ—যতদিন তার হুঁস ঠিক থাকে, ততদিন সে মানুষই থাকে রে, বুয়েছিস?

মানদা। হুঁ।

কাদম্বিনী। ওই দেখ, আবার মুখ গোঁজ করে থাকে। গাজনের সং যখন ঘুরতে বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই তারা আমাদের বাড়িতে আসবে।

নোটন। ঠিক এসবে—ঠিক এসবে। একে বড় ধুম, তার ওপর তিনি রয়েছেন যে।

কাদম্বিনী। কে রয়েছেন?

নোটন। তিনি গো, তিনি। যেখানে তিনি—সেখানেই জমজমাট!

মানদা। আঃ মরণ, কথা বলার ঢং শুনেছ দিদি! বলি তিনি কি তোর ভাসুরঠাকুর?

নোটন। এজ্ঞে না, তিনি হলেনগে মুনিব।

কাদম্বিনী। মুনিব? এঁ্যা, তুই কি চোত পরব বলে ভাং খেইছিস নোটনা?

নোটন। এজ্ঞে না—সে খেয়েছে তিনি। ভাং খেয়েছে, ব্যোম ব্যোম করছে—দশ ট্যাকা চাঁদা দিয়ে ঘোতাবাবুর বাড়িতে জমে বসে আছে।

মানদা। এঁ্যা! কার কথা বলছিস তুই!

নোটন। বলা বারণ। তেবু বুলি—ছোট মোড়লের কথা বুলি।

মানদা। দিদি!

কাদম্বিনী। মহাতাপ? সেকি! সে যে গেল শ্বশুরকে দেখতে!

মানদা। সোহাগ দেও দিদি—আরও তুমি দেওরকে সোহাগ দেও।

কাদম্বিনী। আঃ, এসব কি বলিস!

মানদা। উঃ, আমার মরণ হলো না কেনে! বাপের অসুখের তরে তিরিশটে ট্যাকা দিয়ে পাঠালাম—

কাদম্বিনী। এই চুপ কর—চুপ কর, পাশের ঘরে আর একজন কান খাড়া করে আছে।

মানদা। থাক। আমার আর কিছুতে ভয় নেই। [হঠাৎ সক্রন্দনে] ও বাবা, বাবা গো—তোমারে দেখবার নাম করে দেবীপুর না গিয়ে তোমার জামাই ভাং খেয়ে ভূতের নাচ নাচছে গো!

কাদম্বিনী। এই মানু—মানু! দিদি আমার বছরের দিন কাঁদে দেখ! ঠাকুরপো বাড়ি আসুক—তার কাছে শোন।

মানদা। কি শুনবো, সে যায় নাই—যায় নাই! আব তুমিও তা জান।

কাদম্বিনী। মানু! যা মুখে আসে তাই বলিসনে। বল, আমি কি জানি!

নোটন। এই মরেছে! মোল্যানে-মোল্যানে বেধে গেল। ও বড় মোড়ল গো!

কাদম্বিনী। এই ছোঁড়া, তুই চুপ কর। বল—বল মানু, আমি কি জানি!

মানদা। দশ ট্যাকা চাঁদা দিয়েছে, তুমি তা জান। তোমাব বনুমতি ছাড়া আমার সোয়ামী দেয় নাই—দেয় নাই। [প্রস্থানোদ্যতা]

কাদম্বিনী। মানু!

মানদা। তুমি নয়ন ভরে ভূতের নাচ দেখ দিদি, আমার মরণ হলেই বাঁচি।

[প্রস্থান।

কাদম্বিনী। সত্যি করে বল নোটন, তুই ঠিক জানিস ছোট মোড়ল গাজনে মেতে আছে?

নোটন। হিঁ গো, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কাদম্বিনী। দেখা হয়েছে, তবু বলিস নাই ক্যানে?

নোটন। কিল মারবার যে ভয় দেখালে ছোট মোড়ল। কিস না তো, আখিড়ে তাল। তবে হাঁ, ছোট মোড়ল গিয়েছেলো বড় মোল্যান! ট্যাকা তেনার শ্বশুরের হাতেই দিয়েছে।

কাদম্বিনী। দিয়েছে! ঠাকুরপো সত্যিই গিয়েছিল চাঁপাডাঙা থেকে দেবীপুরে? ; তবে—তবে গাজনে মাতল কি করে?

নোটন। কথা শোন, তেনার নাম ছোট মোড়ল। দশ কোশ দশ কোশ কুড়ি কোশ রাস্তা তেনার কাছে লস্যি। গিয়েই ফেরা দিন ফিরেছে.। ফিরেই গাজনে জমে গেছে দশ ট্যাকা চাঁদা দিয়ে।

কাদম্বিনী। দশ টাকা সে পেলে কোথায়?

নোটন। ধার করেছে গো, আব বলেছে—

কাদম্বিনী। কি বলেছে?

নোটন। ধার শোধ করবে তুমি। তেনার কথা—যার বড় মোল্যান আছে, তার সব আছে।

কাদম্বিনী। নোটন!

নোটন। ওই—ওই, আবার সংয়ের দল আসছে গো বড় মোল্যান! যাই, ছুট্টে গিয়ে ডেকে আনিগে। ড্যাং কড়্ কড়্ ড্যাং, ড্যাং—.ড্যাং—ড্যাং—

[ছুটে প্রস্থান।

কাদম্বিনী। যার বড় মোল্যান আছে, তার সব আছে। পাগল, একেবারে পাগল! ধার যখন করেছে, আমাকে দিতেই হবে। এঁ্যা, সর্বনাশ! ছাগলে ছোলাগুলো সব খেয়ে গেল! বেরো—বেরো, দূর হ। হেই—হেই—

[দ্রুত প্রস্থান।

মানদার পুনঃ প্রবেশ।

মানদা। বেশ হয়েছে! ছাগলে ছোলা খেয়েছে, আমি চোখির সামনে দেখেছি। তাড়াব না, কেনে তাড়াব—কেনে তাড়াব?

কাদম্বিনীর পুনঃ প্রবেশ।

কাদম্বিনী। এই মানু, তুই কি রে! ছাগলে ছোলা খাচ্ছিল, আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি?

মানদা। হ্যাঁ, দেখলাম।

কাদম্বিনী। তাড়ালিনে?

মানদা। না। আমার খুশি আমি তাড়াইনি। কেনে তাড়াব? কি গরজ? সংসার চুলোয় যাক।

কাদম্বিনী। মানু! তুই এ বাড়ির বৌ হয়ে এমন কথা মুখে আনিসনে। সংসার চুলোয় গেলে আনন্দের হাট যে ভেঙে যায়—মা-লক্ষ্মী ছেড়ে যায়, চোখের জলে বুক ভাসাতে হয়। না রে ছোট—না, এমন অমঙ্গল তুই কামনা করিসনে। ঠাকুরপোকে লোকে পাগল বলে। কিন্তু আমি জানি, সে কর্তব্য ভোলে না।

মানদা। ভোলে না, তবে কেন বাবার কাছে গেল না?

কাদম্বিনী। সে গিয়েছিল মানু।

মানদা। গিয়েছিল?

কাদম্বিনী। হ্যাঁ। তিরিশ টাকাও দিয়ে এসেছে।

মানদা। দিয়ে এসেছে?

কাদম্বিনী। দেবীপুরের তালুয়ের হাতে তিরিশ টাকা পৌঁছেছে। সংসার চুলোয় গেলে আর কোনদিন পাঠাতে পারবিনে মানু।

মানদা। দিদি!

কাদম্বিনী। যা, আর কাঁদিসনে। তোর টাকা—[হঠাৎ সচকিত ভাবে] হ্যাঁ রে, আজ তারিখ কত?

মানদা। তারিখ না টাকা?

কাদম্বিনী। চুপ! ওই দেখ জানালা থেকে মুখ সরে গেল।

মানদা। কার মুখ সরে গেল?

কাদম্বিনী। যার আড়ি পেতে কথা শোনা অব্যেস।

মানদা। [ঘোমটা দিয়ে] ওমা, ভাসুর আসছে যে! যাই দিদি, ছোলা পাহারা দিইগে। সং এলে আমারে ডেকো। [ফিক করে হেসে] তোমার দেওর কি সেজেছে দেখব।

[প্রস্থান।

কাদম্বিনী। এতক্ষণে মানিনীর মান গললো, মুখে হাসি ফুটলো।

খেতাবের প্রবেশ।

খেতাব। বড় বৌ—বড় বৌ! বলি, ব্যাপারখানা কি?

কাদম্বিনী। তার আগে বল, তোমার ব্যাপারখানা কি?

খেতাব। আমার কি ব্যাপার?

কাদম্বিনী। তোমারই তো ব্যাপার। একবার জানালা খোল, একবার বন্ধ কর।

খেতাব। [চমকে] মা-মানে?

কাদম্বিনী। মানে তোমার ওই গোঁফওয়ালা মুখ। এই আসে, এই সরে যায়।

খেতাব। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

কাদম্বিনী। হে-হে নয়। আড়ি পেতে কি শুনছিলে?

খেতাব। আমি ?

কাদম্বিনী। তুমি নও তো কি আমি! বল, কি শুনছিলে।

খেতাব। তোমাদের দু'জায়ের ঝগড়া। তার জন্যে আড়ি পাততে হয়নি। ঝগড়া বেশ জোরেই হচ্ছিল।

কাদম্বিনী। ঝগড়া কোথায় দেখলে? আমরা দু'জায়ে—

খেতাব। টাকার কথা বলছিলে।

কাদম্বিনী। টাকার কথা শুনলে তোমার টনক নড়ে, তাই না?

খেতাব। তা নড়বে না! টাকা কত কষ্টে হয়, কত দুঃখের ধন জান?

কাদম্বিনী। জানি। তোমার ঘরে এসে না হোক পাঁচশোবার তোমার মুখে শুনেছি।

খেতাব। আমি আমার বাবার দেনা শোধ করেছি।

কাদম্বিনী। নতুন কিছু করনি। সমাজে সংসারে অনেক ছেলেই বাপের ঋণ তোমার আগেও শোধ করেছে।

খেতাব। অপগণ্ড ছোট ভাইকে মানুষ করেছি।

কাদম্বিনী। বড় ভাই হয়ে জন্মালে করতে হয়। মস্তবড় একটা কাজ করনি।

খেতাব। মস্তবড় কাজটা কি শুনি! যাকে তাকে টাকা বিলিয়ে দেবো?

কাদম্বিনী। তার চেয়ে টাকার মাপে তোমার গায়ের চামড়া তুমি কেটে দিতে পার, তাও আমি জানি।

খেতাব। তা তো জানবেই। তুমি যে সবজান্তা মহেশ্বরী। কিন্তুক আমিও সব শুনেছি। বল, ছোট বৌমা তিরিশ টাকা কোথায় পেলে?

কাদম্বিনী। [খিলখিল করে হেসে] এই তো ধরা পড়ে গেছ,

তুমি আড়ি পেতেছ। তাহলে শোন বড় মোড়ল, সে টাকা তোমার নয়।

খেতাব। তবে? টাকা কোথায় পেলে ছোট বৌমা?

কাদম্বিনী। বাপের অসুখে তত্ত্ব করবার জন্মে মোড়লবাড়ির বৌ হয়েও সে নিজের নাকছাবি বেচেছে।

খেতাব। মিথ্যে কথা। বল, আমার পায়ে হাত দিয়ে বল।

কাদম্বিনী। ছিঃ-ছিঃ, তুমি অতি অবিশ্বাসী! এত কুটিল তুমি!

খেতাব। কি, আমি কুটিল!

কাদম্বিনী। শুধু তাই নয়, তোমার মন অতি ছোট। স্বামী হয়ে আমাকে তুমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করতে বল! শোন গো শোন, পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করে আমাকে যদি তোমাব বিশ্বাস আনতে হয়, তার আগেই যেন মিত্যু হয় আমার।

খেতাব। কাদু! লাও ঠ্যালা, কি যে তুমি বল।

কাদম্বিনী। আমি যা বলি, ঠিক বলি। বুকে হাত দিয়ে বল তো, কার মেহনতে তোমার গোলাভরা ধান, বস্তাভরা ছোলা মটর, কলসীভরা গুড়? সে ওই মহাতাপ। ছোট বৌয়ের বাপের অসুখে তুমি দশটা টাকা তত্ত্ব পাঠাওনি—এ যে আমার কি লজ্জা! ছিঃ তোমার টাকা-পয়সাকে। [প্রস্থানোদ্যতা]

গাজনের সঙের সাজে নন্দী, ভৃঙ্গী, জয়া, বিজয়া
ও শিববেশী মহাতাপের প্রবেশ। একমুখ
দাড়ি-গোঁফ ও জটায় ভর্তি মাথা।

জয়া-বিজয়া।— গীত

শিব হে—শিব হে অ শিব শঙ্কর হে!

কাদম্বিনী। মানু—অ মানু, শীগগির আয়।

মানদার পুনঃ প্রবেশ।

কাদম্বিনী। [মানদাকে কাছে টেনে নিয়ে] দেখ—ওই দেখ, ঠাকুরপো কেমন সেজেছে দেখ। [খেতাব বিরক্তিসহকারে একপাশে দাঁড়াল]

গীত

জয়া-বিজয়া।— হাড়মালা খুলে ফুলোমালা পর হে,
অ শিব শঙ্কর হে॥
শিব।— তা-থৈ-থৈ তা-থৈ-থৈ—ব্যোম-ব্যোম হর হর হর হে।
[নৃত্য করে]
জয়া-বিজয়া।— হায় রে হায় রে, মদন পুড়ে ছাই রে,
লাজে কাঁদে পার্বতী ঝর ঝর হে॥
নন্দী ভৃঙ্গী।— গাজনে নাচন শিব সম্বর হে, শিব শঙ্কর হে॥

[গান শেষে শিববেশী মহাতাপ কাদম্বিনীর দিকে
ভিক্ষার থালা বাড়াল]

কাদম্বিনী। [আঁচল খুলে দুটো টাকা থালায় দিল] এই নাও।

খেতাব। হাঁ—হাঁ, কি করলে—কি করলে? এ্যা—দু-টাকা! টাকা কি ডেলা খোলা—ধুলো বালি! দুটো পয়সা দাও।

মহাতাপ। চামদড়ি!

খেতাব। কি?

মহাতাপ। হাড়গিলে! তুম হাড়গিলে বনগিয়া।

খেতাব। হ্যাঁ, আমি হাড়গিলে। আমার কষ্টের টাকা—

কাদম্বিনী। থামো, ও টাকা তোমার নয়। আমার বাপের বাড়ির টাকা।

মহাতাপ। লছমীর টাকা। তোমার খোঁতা মুখ ভোঁতা দাদা, বিলকুল বন্দ হোগিয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

খেতাব। মহাতাপ!

মহাতাপ। হাম মহাতাপ নেহি হ্যায়, হামি শিব বনগিয়া। চল রে চল, নন্দী-ভৃঙ্গী আউর জয়া-বিজয়া, দোসরা কোটিমে চল। [প্রস্থানোদ্যত]

কাদম্বিনী। [মহাতাপকে বাধা দিল] না, ওদের সঙ্গে তোমার যাওয়া হবে না।

মহাতাপ। নেহি—নেহি বড় বহু। হাম ভরদিন আজ নাচেগা। [হাত ছাড়িয়ে নিল]

মানদা। [অস্ফুটস্বরে] পাগল কোথাকার।

মহাতাপ। এ্যাই কুঁদুলে সরস্বতী, তুম চুপ রহ।

খেতাব। কেলেঙ্কারী—কেলেঙ্কারী!

মহাতাপ। কেলেঙ্কারী তুম করেগা চামদড়ি। দো রূপিয়া ভিখ দিতে দেখে তোমার চক্ষু চড়কগাছ হ্যায়—কিপ্টে রক্ত নাচতা হ্যায়! লেকিন হামি দিলদরিয়া মহাতাপ—দিল খুশ করকে হামিলোক জরুর নাচেগা।

কাদম্বিনী। না। অনেক নাচন হয়েছে, আর নয়। এসো, ঘরে এসো।

মহাতাপ। উ-হুঁ, যাবো না—যাবো না, নেহি যায়েঙ্গা। ইস মাফিক নাচেগা আউর ভাং খায়েগা। চল নন্দী-ভৃঙ্গী, চল।

কাদম্বিনী। [পুনরায় হাত ধরে] আমার মাথা খাও, যেও না ঠাকুরপো।

মহাতাপ। [আর্তস্বরে] বড় বহু—বৌদি, ইটা কি বুললে বড়

মোল্যান, আমি তোমার মাথা খাব? আমি—আমি—বুকে ঘা দিয়ে দিলে। বহুতাচ্ছা, আমিও বলব, জরুর বলেঙ্গা! তুমি—তুমি—

কাদম্বিনী। না-না-না—

মহাতাপ। নেহি শোনেগা বড় মোল্যান। হাম বলেগা—তুমি আমার মাথা খাও, আমারে যেতে দাও।

কাদম্বিনী। ঠাকুরপো!

মানদা। এ্যাঁ, দেওর-ভাজের নছল্লা দেখে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। মরণ আর কি!

[দ্রুত পা ফেলে প্রস্থান।

খেতাব। হায়—হায়—হায়! থাকবে না, এ বাড়িতে লক্ষ্মী আর থাকবে না।

কাদম্বিনী। আঃ, তুমি থাম।

খেতাব। হায়—হায়, ঘরের লক্ষ্মীর চুলের মুঠো ধরে বনবাসে দেওয়ার পথ ধরেছিস তুই মহাতাপ।

মহাতাপ। [সচিৎকারে] কেয়া! তুমি চামদড়ি কুচুটে কেয়া বোলতা হায়, জানতে চাই আমি।

কাদম্বিনী। কিছু বলেনি—কিছু বলেনি, তুমি এসো।

মহাতাপ। নেহি—নেহি। ঝুট বাত হামি নেহি শোনতা হায়। বোল—বোল হাড়কেপ্পন।

কাদম্বিনী। চুপ কর ঠাকুরপো, বড় ভাইকে কি ওমন কথা বলে! বড় ভাই গুরুজন।

মহাতাপ। লেকিন লঘুজনের মত কথা বলে ক্যানে? বড় ভাই—পেন্নামের পাত্তর, মান্যের লোক। তার পায়ের ধুলো আমার আশীর্বাদ, জরুর আমি জানি।

খেতাব। মহাতাপ!

মহাতাপ। ঝুট আমি বলে না দাদা। আমি অচ্ছেদ্দা করি তোমার কুচুটে স্বভাবকে। এ গাঁয়ের তুমি সেরা চাষী—বড়লোক। তবু লোকে বলে তুমি ছোটলোক, দিল তোমার বহুত ছোট। এ যে আমার কি দুঃখু, তুমি বোঝবা না। তোমার জন্তে দুঃখি আমার চোখে জল আসে।

কাদম্বিনী। আমার অনুরোধ রাখ ছোট মোড়ল, তুমি এট্টু শান্ত হও।

মহাতাপ। জলে ঢেলা মেরে ঢেউ তুলে দিলে, সেকি সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয় বৌদিদি? কি করে দাদা বললে, তোমার ঘাড় ধরে বনবাসে পাঠাব! আমি—আমি—

খেতাব। তুই একটা হেতে মুখ্যু! শেষে কি তুই কালা হলি মহাতাপ?

মহাতাপ। আমি কালা?

খেতাব। নিশ্চয়! আমি বলেছি ঘরের লক্ষ্মীর কথা।

মহাতাপ। আমিও বলছি মোড়লবাড়ির লক্ষ্মীর কথা। আর সে লক্ষ্মী রয়েছে আমার সামনে।

খেতাব। তোর সামনে! মালক্ষ্মী হলো দেবী, তিনি তো সগ্‌গে থাকে।

মহাতাপ। আমার লক্ষ্মী এই বাড়িতে থাকে।

খেতাব। এই বাড়িতে! কে সে?

মহাতাপ। চাঁপাডাঙার বৌ।

কাদম্বিনী। [চঞ্চলভাবে] ঠাকুরপো!

মহাতাপ। তুমি আমার লক্ষ্মী বৌদি—তুমি আমার লক্ষ্মী।

খেতাব। মহাতাপ!

ঘোতনের প্রবেশ।

ঘোতন। জমজমাট! গাজনের সঙ্গে লক্ষ্মীর ব্রত বেশ জমে উঠেছে, তাই না বড় মোড়ল?

খেতাব। ঘোতনা!

সঙের দল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! খু-উ-ব জমেছে—জমজমাট।

কাদম্বিনী। আঃ, তোমরা চলে যাও, আমার বাড়ি থেকে যাও। যাও—যাও।

ঘোতন। যাবো বৈকি! তবে গাজনের অঙ্গহীন করে লয়। আমাদের শিবকে লিয়ে যাবো।

কাদম্বিনী। না।

ঘোতন। আই মাষ্ট লিয়ে যাবো।

কাদম্বিনী। না—না। আমার হুকুম, ঠাকুরপো তোমাদের সঙ্গে যাবে না।

ঘোতন। শিব যখন সেজেছে, আলবৎ যাবে। মহাতাপ—

মহাতাপ। লক্ষ্মীকে কাঁদিয়ে অল্পবিদ্যে ভয়ঙ্করী ঘোতন বাঁদরের দলে আর নেহি যায়েঙ্গা। ভাগো সব, ভাগো।

ঘোতন। কি, আমি বাঁদর?

মহাতাপ। ষোল আনার ওপর পাঁচসিকে। তুই বাঁদর বলেই তোর ছেলেমেয়েরা না খেতে পেয়ে টিকিটিকি হয়েছে।

ঘোতন। মহাতাপ!

মহাতাপ। এ্যাই ঘোতন ঘোষ! চক্ষু গরম করিসনে। আমার দয়ায় তোর মামলা ডিসমিস হয়েছে। ইবার লম্বা কোচা গুটিয়ে ফেলে

লাঙ্গল ধর। চাষার ছেলে চাষা হ। মালক্ষ্মীর কিরপা পেয়ে বাঁদর থেকে মানুষ হবি—মানুষ হবি।

[প্রস্থান।

বোঁচা। ও ঘোতনবাবু! ছোট মোড়ল সাজ-পোশাক পরে চলে গেল।

কাদম্বিনী। গেল তাতে কি হয়েছে?

ঘোতন। কি হয়েছে মানে? ওসব আমার সংয়ের দলের পোশাক।

কাদম্বিনী। বাঁদরের দলের পোশাক মানুষ পরে না। নোটনাকে দিয়ে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

ঘোতন। অহঙ্কার—অহঙ্কার। এই চল, সব চল, বোঁচাকে শিব সাজিয়ে নেব।

সকলে। চল রে, চল।

[ঘোতন ও খেতাব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ঘোতন। বড় মোড়ল—ও বড় মোড়ল, পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে কেন, বিড়ি খাও।

খেতাব। দূর হ—দূর হ। আমার ভাইকে ছলিবলি করে তুই শিব সাজিয়েছিস? দেনদার হয়ে তোর এত সাহস!

ঘোতন। কে দেনদার, আমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

খেতাব। হ্যা-হ্যা করে হাসি বেরোবে। আমি তোর নামে নালিশ করবো।

ঘোতন। মামলা ডিসমিস হবে বড় মোড়ল। তোমার ধানের দেনা আমি শোধ করেছি।

খেতাব। কার কাছে?

ঘোতন। মহাতাপের কাছে। নিজের কানেই তো শুনলে—মহাতাপ বলে গেল, মামলা ডিসমিস হয়েছে। পাওনা ধান সে ছেড়ে দিয়েছে।

খেতাব। মিছে কথা—বাজে কথা।

ঘোতন। বাজে কথা নয়, লিখে দিয়েছে।

খেতাব। এঁ্যা—লিখে দিয়েছে! আমার এতটা ধান—

ঘোতন। আজ গেল ধান, কাল যাবে মান।

খেতাব। ঘোতনা!

ঘোতন। আমি বাঁদর কিনা, তাই একটু বাঁদরামি করে গেলাম। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

[প্রস্থান।

খেতাব। শত্তুর—শত্তুর, ভাই আমার শত্তুর! ওঃ, দয়ার সাগর বিদ্যেসাগর, ধান ছেড়ে দিয়েছে—দিলেই হলো! আদালতে নালিশ করবো। বড় বৌ—ও বড় বৌ—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বিপিন মোড়লের বাড়ি

বিপিনের প্রবেশ, পশ্চাতে রামকেষ্ট।

বিপিন। রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ! এ যে বিলক্ষণ অধর্ম রামকেষ্ট।

রাম। এজ্ঞে, আমারও তাই মনে হয়।

বিপিন। মনে হয় কি হে? ধর্ম বোঝ না! আমার অভিমত, এ: খেতাবের অন্যায়।

রাম। তা—তা আপুনি পণ্ডিত লোক বটে মোটা মোড়লদাদা। আপনি য্যাখন বুঝ করেছেন—

বিপিন। পঞ্চায়েতও তাই বলবে। মহাতাপ হলো খেতাবের আপন ভাই। একটু পাগলমত বটে।

রাম। আর বড় কাঠগোঁয়ার। যাকে-তাকে কিল মারে।

বিপিন। যাকে-তাকে নয়। যাকে মারবার দরকার, তাকে মারে।

রাম। তাই হলো এজ্ঞে। কিন্তুক একথা ঠিক, ঘোতনবাবু বড় ধড়িবাজ।

বিপিন। অবশ্য অবশ্য। কিন্তু একথা তো ঠিক, ঘোতনের ছেলে-মেয়ের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে সে পাওনা ধান ছেড়েছে।

রাম। বড় মোড়ল ছাড়বে না। আমাদের পাড়াব রাখালদা, মানে রাখাল পাল বললে, বড় মোড়ল নাকি রাগে গরগর করছে।

বিপিন। রাগ করাই স্বাভাবিক। বিস্তর টাকার ধান।

রাম। তাই তো নালিশ করবে বলছে।

বিপিন। ইদৃশ কাজ করা উচিত নয়। ভ্রাতৃবিরোধ হবে—উপরন্তু ধর্ম কুপিত হবে।

রাম। এ-যুগে ধর্ম নেই মোটাদাদা—

বিপিন। অবশ্যই আছে, যার ধর্ম তার কাছে। রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ!

রাম। এদিকে যে বড় গণ্ডগোল। আপনি বিহিত করুন মোটা-দাদা।

বিপিন। বড় গণ্ডগোল? কোথায় বেধেছে? কাদের সঙ্গে? পক্ষাপক্ষ কারা? হত না আহত?

রাম। এজ্ঞে—

বিপিন। গণ্ডগোল করে মরেছে, না জখম হয়েছে?

রাম। সেসব লয় এজ্ঞে। খুন-জখম লয়।

বিপিন। তাহলে বল ছোট গণ্ডগোল। চিন্তা করো না, বিহিত করবো। বল কি হয়েছে।

রাম। টিকুরী খুড়ি তার জমির অংশ আলাদা করে নেবে বলে ক্ষেপে গেছে।

বিপিন। তুমি ক্ষেপে গিয়ে যেন আলাদা করে দিও না রামকেষ্ট!

রাম। আমি দেবো! কিছুতেই আমি দেবো না বলেই তো আপনার কাছে এসেছি।

বিপিন। তোমার আগে তোমার টিকুরী খুড়ি আমার কাছে এসেছিল রামকেষ্ট। সে বলে, তোমার সংসারে একসঙ্গে থাকবে না।

রাম। এঁ্যা—এসেছিল খুড়ি! জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। এইজন্যেই বলছি বড় গণ্ডগোল।

বিপিন। বড় নয়, ছোট। তবু এবম্বিধ ঘটনা অস্বাভাবিক। একা

বিধবা, একটা উদর। সে ভাসুরপোর সঙ্গে আলাদা হতে চায়। আমি প্রশ্রয় দিইনি রামকেষ্ট। তবে তুমি যদি যাবজ্জীবন তোমার খুড়ির ভরণ-পোষণ করতে নারাজ হও—

রাম। আমি নারাজ হলে যে আমার নরকেও আশ্রয় হবে না মোড়লদা। কথায় বলে, গব্যদায়িনী জননীও যা, খুড়িও তাই।

বিপিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এ পাড়ায় সবাই গর্ভধারিণীকে গব্যদায়িনীই বলে। যাক, আমার অভিমত শোন। টিকুরী বৌ জমির ভাগ পাবে না, তোমার সংসারে মায়ের মত থাকবে। কিন্তু আমার অভিমতই শেষ নয়, পঞ্চায়েত যা বলবে তাই হবে।

রাম। আপনি হলেনগে পঞ্চায়েতের প্রধান। তবু—

বিপিন। রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ! বিপিন মোড়লের সেদিন আর নেই। তালপুকুর নাম আছে, ঘটি ডোবে না। অর্থ নেই, বিষ হারিয়ে আমি এখন ঢোঁড়াসাপ হে। এখন খেতাবই সব। আমি তাকে বলব। তারও বিবেচনা আছে।

উত্তেজিত রাখালের প্রবেশ।

রাখাল। নেই, বিবেচনা নেই। বৌ-মুখো মিনসের বিবেচনা নেই।

বিপিন। রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ! বিত্তান্ত কি রাখাল? এত রাগলে কেন?

রাখাল। রাগবো না! পঞ্চায়েত যদি বিচার না করে, আমি রসাতল করব। আমার নাম রাখাল পাল—রেগে গেলে দুর্ব্বাশা! বড়লোক ফড়লোক নেহি মানতা হ্যায়! বড়লোক আছে তার ঘরের ভাত বেশি করে খাক। তাই বলে ফস করে আমার গালে চড় মারলে?

রাম। কে চড় মারলে রাখালদা, খেতাব মোড়ল?

রাখাল। না, তার গুণের ভাই মহাতাপ। আমি তার বয়েসের বড়, আর আমার গালে চড় মারলে! দেখে লেঙ্গা, হাঁড়ি ফাটায়েঙ্গা।

বিপিন। থাম—থাম রাখাল, আমাকে একটু অনুধাবন করতে দাও। মহাতাপ রাগচটা হলেও মন্দলোক নয়। অবশ্যই তুমি দোষ করেছ!

রাখাল। দোষ? না-না-না, পঞ্চজনা সামনেই ছিল। ধাঁ করে বেমক্কা চড় মারলে আমার গালে। এই দেখ—এই দেখ বিপিনদাদা, পঞ্চ-আঙুলের দাগ বসে আছে।

রাম। তাই তো—তাই তো! উঃ, এ যে আষিঢ়ে চড়। এ চড় খেলে মাথার ঘিলু ফিলু চলকে যায়। বাপু রে, এ যেন গালে বজ্জরপাত হয়েছে।

রাখাল। ভাং খেয়ে মরেছে। ব্যাটা যমদূত!

বিপিন। আর তুমি যমরাজ। উঁ-হুঁ, কটমট করে তাকিও না। মহাতাপ পালে-পার্বনে ভাং খায়। আর তোমার নামই হলো ভাংউড়ে রাখাল।

রাখাল। তা—তা—হে-হে, ওটা হলোগে আমাদের বংশের অব্যেস। আমার পিতে ছিলেন বড় ভাংউড়ে। পাঁচগাঁয়ে তেনার নাম ছিল, দু-ঘটি ভাং খেতো।

রাম। তোমার নাম আরও বেশি। দশগাঁয়ে আছে। পাঁচ ঘটি খাও।

রাখাল। লোকে বলছে, আমার বড় ছেলের নাম বিশগাঁয়ে থাকবে। সাত-ঘটি পারে।

বিপিন। কোন চিন্তা করো না রাখাল। তোমার পাঁচ বছরের নাতির নাম দেশ-বিদেশে থাকবে, এক বালতি খাবে।

রাখাল। হেঃ-হেঃ-হেঃ! সবই ভাঙড়ভোলার দয়া! হেঃ-হেঃ-হেঃ—না-না, আমি তো হাসব না! আমার যে ক্রোধ হয়েছে।

বিপিন। কেন হলো, তাড়াতাড়ি বল বাপু।

রাখাল। কেন হবে না! আমাকে বলে তালকাণা।

রাম। কে বলেছে?

রাখাল। ওই চাঁপাডাঙার বৌয়ের সোহাগের দেওর।

বিপিন। রাখাল! না-না, ইদৃশ ভাষা বলা তোমার উচিত হয় না।

রাখাল। কেন বলব না! আমি পাঁচগাঁয়ের সেরা খোল বাজিয়ে রাখাল পাল। আর দুদিনের খোল বাজিয়ে তালকাণা মহাতাপ আমাকে বলে—আমি তালকাণা!

বিপিন। মহাতাপ তালকাণা! না-না, সে বড় ভাল বাজায়।

রাখাল। ভাল বাজায় না ছাই। এই তো কিছুক্ষণ আগে নাম-সংকেত্তনের দলে একই সঙ্গে বসে বাজাচ্ছিলাম, তাল কাটলো তার আর ও বলে আমার। তাই নিয়ে তক্কো। ফস করে মেরে দিলে চড়।

রাম। ওইরকম মারে—ওইরকম মারে।

বিপিন। না। মহাতাপ পশু নয়, পশুবৎ মারে না।

রাখাল। মারে না? অ—মারে না। আমার গালের এই চড়ের দাগ মিথ্যে?

বিপিন। না, মিথ্যে নয়। তবে—

রাখাল। তবে?

বিপিন। তুমি আরও কিছু বলেছ, এটাও মিথ্যে নয়।

রাখাল। বাবার ভাণ্ডের দিব্যি, আর কিসস্যু বলিনি।

বিপিন। আশ্চর্য!

রাখাল্। উঃ, চড় না তো—চপেটাঘাত। এখন বল বিপিনদাদা, পঞ্চায়েত বিচার করবে কিনা।

বিপিন। পঞ্চায়েত বিচার করবার আগে তুমি খেতাবের কাছে যাও, তাকেই সব বল।

রাম। ঠিক কথা। হাজার হোক ছোট মোড়ল বড় মোড়লের ভাই।

রাখাল। তার ওপরে এক কাঠি, চাঁপাডাঙার বৌয়ের দেওর। দেওর-সোহাগী বৌ বিচার হতেই দেবে না।

বিপিন্। রাখাল! তোর মন বড় নিচু।

রাখাল। আর মোড়লবাড়ির ব্যাপার-স্যাপার যে কত উঁচু তা কারও অজানা নেই।

বিপিন। তুমি আমার বাড়ি থেকে যাও রাখাল। আমি পরনিন্দা পরচর্চা পছন্দ করিনে।

রাখাল। অ—যাবো! জানি—জানি, পঞ্চায়েত বড়লোকের ধামাধরা, আর তুমিও আগের মত নেই।

রাম। আঃ, কি যে বল রাখালদা। মোটাদাদা ধম্মভীরু লোক।

রাখাল। তুই আর ধামা ধরিসনে রামকেষ্ট। তোর বরাতেও ছাই পড়বে। পঞ্চায়েত তোরও বিচার করবে না। কি করে করবে? যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।

রাম। মানে? ইটার মানে কি?

রাখাল। মানে তোর খুড়ির কাছে শুনিস। আনন্দে সে নেচে বেড়াচ্ছে।

রাম। ক্যানে? বিত্তান্ত কি?

রাখাল। খেতাব মোড়ল আশা দিয়েছে, তোর জমি ভাগ হবে। বিধবা খুড়ি তার অংশ আলাদা করে নিতে পারবে।

বিপিন। না-না, পঞ্চায়েত বলবে—

রাখাল। পঞ্চায়েত মরা, বেঁচে আছে খেতাব মোড়ল। আর জমি ভাগ হলেই বড় মোড়লের লাভ।

রাম। কিসে লাভ?

রাখাল। মোড়লের আরও কিছু জমি বাড়বে।

বিপিন। রাখাল!

রাখাল। দুদিন পরে দেখে নিও। টিকুরীর জমি খেতাব মোড়লের গভ্ভে গেছে। আচ্ছা আসি। বিচার ফিচার আর চাইনে! চড় মারবার শোধ গালাগাল দিয়ে তুলিগে।

[হনহনিয়ে প্রস্থান।

রাম। মোটাদাদা! রাখালদা যা বললে—

বিপিন। মিথ্যে বলেছে রামকেষ্ট, তুমি ভেবো না।

রাম। আর যদি সত্যি হয়?

বিপিন। তাহলেও জমি ভাগ হবে না, হতে দেবে না। যাও, বাড়ি যাও।

রাম। আপনি আমাকে বাঁচালেন। পেন্নাম মোটাদাদা, পেন্নাম।

[প্রস্থান।

বিপিন। রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ! মানুষকে সুমতি দাও—সুমতি দাও।

দ্রুত টিকুরী বৌয়ের প্রবেশ।

টিকুরী। সুমতি হয়েছে ভাসুর, সুমতি হয়েছে।

বিপিন। রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ! তোমার সুমতি হয়েছে শুনে বড় আনন্দ পেলাম।

টিকুরী। ও মা, কথা না শুনেই উত্তুর। বলি তুমি তো আমাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলে, কিন্তুক পারলে না—পারলে না।

বিপিন। আঃ, অত হাত না নেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বল।

টিকুরী। বলবো বলেই তো জানান দিতে আলাম। সুমতি হয়েছে খেতাবের।

বিপিন। খেতাবের সুমতি হয়েছে?

টিকুরী। হিঁ গো। হে মা দুগ্‌গা, কালা, শিব, কেষ্টো, গণেশ, গণেশবাবার ইঁদুর! নেকাপড়া হয়ে গেলে দু'পয়সার ভোগ কিনে তোমাদের দেবো—[সক্রন্দনে] ওঃ, দুটো ভাতের জন্যি রামকেষ্টার দজ্জাল বৌয়ের পিত্যেস! আলাদা হয়ে নিই, আমার ভাত কেডা খায়! ঝালে-ঝোলে অম্বলে খাবো! কি আমোদ—কি আমোদ—

বিপিন। আঃ, চিৎকার করো না বলছি। বল কি বলেছে খেতাব।

টিকুরী। আমার ভাগের জমি আমাকে ভাগ করে দেবে বলেছে।

বিপিন। হুঁ! তবে তো—

টিকুরী। এতদিন ভাগ ফাঁকি দিয়ে খেয়েছে রামকেষ্টা। এইবার আমার একটা ধান দুটো হোক, আর ওর ধান চিটে হোক। হরিলুট দেবো—হরিলুট দেবো।

বিপিন। তোমার মুখে পোকা পড়বে। কেমনধারা মেয়েমানুষ তুমি!

বহুবল্লভের প্রবেশ।

বহুবল্লভ। ঘরভাঙা মেয়েমানুষ মোটাদাদা।

টিকুরী। কেডা রে! ও, তুই সেই লক্ষ্মীছাড়া! মর—মর, আমার পেছনে লাগা! মর—মর, আমি ঘরভাঙা মেয়েমানুষ?

বহুবল্লভ। তা নয় তো কি? গাঁ-সুদ্ধু বাপ-খুড়ো ভাই-ভাই একসঙ্গে আছে, আর তুমি আলাদা হওয়ার ফ্যারাক্কা তুলেছ! এটা সংসারভাঙা নয়?

টিকুরী। আ মরণ, মাথা নাড়ে দেখ! এই আমি বাসিমুখে অভিশাপ দিচ্ছি—

বিপিন। এখানে নয়, যাও ঘরে গিয়ে চেঁচাও।

টিকুরী। ও, অনাথারে তাইড়ে দিচ্ছ? তোমার ভিটেতে ঘু-ঘু চরবে! [প্রস্থানোদ্যতা]

বহুবল্লভ। দাঁড়াও খুড়ি, দাঁড়াও। একটা সার কথা শুনে যাও।

টিকুরী। কি!

বহুবল্লভ।— **গীত**

যে বাঁশেতে হয় গো লাঠি, সেই বাঁশেতে বাঁশি।
মেয়ে হয়ে মা হও, হয়ো না রাক্ষুসী॥

বিপিন। বাঃ—বাঃ! হরিবোল—হরিবোল! গাও বহুবল্লভ, গাও।

বহুবল্লভ।— **পূর্ব-গীতাংশ**

ঝড়ে ঘর ভাঙলে পরে আবার গড়া যায়,
মনের বিষে ঘর ভাঙিলে সে ঘর গড়া দায়:
নদী ভাঙে এক পার,
মন ভাঙে দুই পার,
মনের ময়লা মুছে ফেল, মনেই গয়া-কাশী॥

বিপিন। বাঃ—বাঃ, বড় ভাল গান!

টিকুরী। ছাই গান—ছাই গান! মানিনে—মানিনে, গয়া-কাশী চাইনে। জমি চাই, ধান চাই। ধান চাই, জমি চাই। গাদা গাদা খাব—ধান বেচে টাকা করবো। জমি চাই, ধান চাই—টাকা চাই।

[প্রস্থান।

বহুবল্লভ। হরিবোল—হরিবোল! হবে না মোটাদাদা—নিষ্ফল কোনদিন মিঠে হবে না।

বিপিন। তবু আমি থাকতে, টিকুরী বৌয়ের আলাদা জমি হবে না। এসো বহুবল্লভ, আজ আমার এখানে দুটো খেয়ে-দেয়ে যাবে।

বহুবল্লভ। না-না, আবার খাওয়া-দাওয়াটা কেন? পাঁচ দোরেই চেয়ে আমার চলে যাচ্ছে।

বিপিন। সবই চলছে বহুবল্লভ, যেদিন আমার অনেক ছিল, সেদিনও চলেছে; আর আজ কিছুই নেই, তবুও চল্‌ছে। তুমি কুণ্ঠিত হয়ো না ভাই, চল একসঙ্গে বসে দুটো শাক-ভাত খাবো। তোমাব সঙ্গসুখে আনন্দ হে, বড়ই আনন্দ। এসো—এসো—

[উভয়েব প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

খেতাবের বাড়ির উঠান

খেতাবের প্রবেশ।

খেতাব। [আপন মনে] আজ জমি ভাগ হবে, কাল বেচবে। কার কাছে বেচবে টিকুরী খুড়ি? আমার কাছে? সোজা হিসেব। হেঃ-হেঃ-হেঃ! কিন্তুক ধানের হিসেবও আমি ভুলছিনে! শিব সাজবার লোভে পাগল মহাতাপ ধান ছেড়েছে; আমি খেতাব মোড়ল, শক্ত চীজ। আমি ছাড়ব না। আজই নুটীশ দেবো। এই নোটন—নোটন, ইদিকে শোন—

ঝুড়িহাতে নোটনের প্রবেশ।

নোটন। এজ্ঞে—

খেতাব। ঝুড়ি রেখে আগে যা। শীগগির যাবি—দৌড়ে যাবি, একেবারে ছুট্টে, বুঝেছিস?

নোটন। বুয়েছি। কিন্তুক—

খেতাব। কি বুলিস?

নোটন। পারব না—পারব না। বাপ্ রে, এখন পারি! মারবে—মারবে।

খেতাব। কে মারবে?

নোটন। ছোট মোড়ল। আমি তেনার জন্তি এঠেল মাটি আনতে যাচ্ছি।

খেতাব। এঁটেল মাটি?

নোটন। এঠেল মাটি, খড়—তুষ—দড়ি—দড়া, সব চাই।

খেতাব। এ্যাঁ, এসব কি হবে র‍্যা ?

নোটন। আমোদ হবে, ছোট মোড়ল শিব গড়বে। সেই শিব পূজা হবে।

খেতাব। শিব—এ্যাঁ, মহাতাপ শিব গড়বে? হায়—হায়! এত রস আসে কোথা থেকে ?

নোটন। খেজুরগাছ থিকে, তালগাছ থিকে।

খেতাব। চুপ কর হতভাগা!

নোটন। এজ্ঞে, তাহলি যাই বড় মোড়ল ?

খেতাব। না। ওসব শিবটিব গড়া হবে না। শিব—শিব। যা, এক্ষুণি এই নুটীশ ঘোতনাকে দিয়ে আয়। পঞ্চায়েতে সে যেন হাজির হয়। বিচার হবে। [কাগজ দিল]

নেপথ্যে রাখাল। [উচ্চকণ্ঠে] বিচার কর ভগবান—তুমি বিচার কর।

নেপথ্যে রাখালের বৌ। হাতের রক্ত জল হয়ে যাক, হাতে ঘা হোক—

খেতাব। এ্যাঁ—সর্বনাশ! রাখাল আর রাখালের বৌ ক্ষেপলে কেনে ?

নেপথ্যে রাখাল। পোকা হাঁটুক, হাত শুখুয়ে নুলো হোক।

নেপথ্যে রাখালের বৌ। খসে যাক, মহাতাপের হাত খসে যাক।

খেতাব। এ্যাঁ—এই নোটনা! মহাতাপের নাম বলে যে! হায়-হায়, কি কাণ্ড বাধালে পাগলাটা! হায়-হায়—[এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে]

নোটন। আমি ছুট্টে গিয়ে শুনে আসি বড় মোড়ল। বড় দুঃখু

লেগে গেল, ছোট মোড়লের হাত শুখুয়ে যাবে! শুনে আসি—শুনে আসি।

[দ্রুত প্রস্থান।

খেতাব। হতভাগাটা নিঘ্যাত রাখালকে মেরেছে। উঃ, ভাই না শত্তুর! বড় বৌয়ের আস্কারাতে মহাতাপের এত বাড় বেড়েছে। বড় বৌ—বড় বৌ! বাইরে মধুবিষ্টি হচ্ছে, শোন—শোন।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে রাখালের বৌ। আঁটকুড়ো হ, নিব্বংশ হ—

মানদার প্রবেশ।

মানদা। আঃ, আর শুনতে পারিনে। ললাটে তিন ঝ্যাঁটা মারতে মন হয়—তিন ঝ্যাঁটা! ভক্তি দুপুরে কি শাপমন্যি! ভালমানুষ ঢুক করে একটু ভাং খেয়ে আমার গাল টিপে আদর করে খোল বাজাতে গেল, আর কিছুক্ষণ পরেই এই কাণ্ড! যত দোষ দিদির। আলুন আদর দেওয়া, আদর—আদর, রসাতল করব।

নোটনের পুনঃ প্রবেশ।

নোটন। রসাতল করতেছে বড় মোড়ল। রাখাল পাল দক্ষযজ্ঞি করতেছে—এঁ্যা! ছোট মোল্যান—

মানদা। কি হয়েছে নোটনা, কি হয়েছে?

নোটন। ছোট মোড়ল রাখাল পালের গালে আঘিড়ে চড় মেরেছে।

মানদা। ক্যানে, মারলে ক্যানে?

নোটন। ছোট মোড়লরে তালকাণা বুলেছে। আর কি হয়েছে জানিনে।

মানদা। ছোট মোড়ল কোথায়? ডাক তো দেখি—

নোটন। সে উই হেদো মোড়লের চালতেতলায় বসে নাকি গান ধরেছেন এজ্ঞে। আমি কি সেখানে যাই? আমি যাবো এঠেল মাটি আনতে।

মানদা। এঁটেল মাটি! কার ছেরাদ্দে লাগবে?

নোটন। ছেরাদ্দে লয়, শিব ঠাকুর—শিব গড়বে গো!

মানদা। শিব ঠাকুর?

নোটন। হিঁ গো—ছোট মোড়ল আমার শিব ঠাকুর। রেগে গেলে মারে, কিন্তুক মহৎ দোষ না পেলে মারে না—মারে না—মারে না।

[প্রস্থান।

মানদা। হাকিম হয়েছে, ডিবুটি হয়েছে! এর ধান ছাড়বে, ওর গালে চড় মারবে। ঘরে-বাইরে শাপমন্যি। ঝ্যাঁটা—ওরে মানদা! তোর ললাটে ঝ্যাঁটা।

ধীরে ধীরে কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। মানু! চুপ কর—চুপ কর।

মানদা। থাক বড় মোল্যান, আর মোলাম দিতে হবে না। বলি, কিছু কি শুনেছ?

কাদম্বিনী। শুনেছি। কিন্তুক এমন তো সে লয় রে ছোট, এমন তো সে লয়। পালমশাই বয়েসে বড়—তার গালে চড়! ভেবে পাচ্ছিনে—ভেবে পাচ্ছিনে। একটা সত্যি কথা বলবি মানু?

মানদা। কি?

কাদম্বিনী। আমার সামনে খায় না। তুই কি খেতে দিয়েছিস?

মানদা। কি খেতে দেবো?

কাদম্বিনী। ভাং। ওসব ছাই-ভস্ম না খেলে তো তার মেজাজ গরম হয় না। একি রে, চুপ করে আছিস কেনে! দিয়েছিস ভাং?

মানদা। হুঁ।

কাদম্বিনী। মানু—

মানদা। ওটা খাওয়া তার চেরদিনেব অব্যেস। আর সব তোমার কাছে খায়, ওটার বেলায় আমি। তাই—

কাদম্বিনী। তাই আদর করে সোয়ামীকে ভাং খাইয়েছিস। তুইও আমার হাড়ে কালি পড়ালি ছুটকী!

মানদা। তুমিও কম কালি পড়ালে না দিদি।

কাদম্বিনী। তার মানে? আমি পালমশাইয়ের গালে চড় মারতে শিখুয়ে দিয়েছি?

মানদা। শিখুয়ে দাওনি। তবে আলুন-আদর দিয়ে তুমি ছোট মোড়লের মাথা খেয়েছ।

কাদম্বিনী। মানু! [রাগে কাঁপতে থাকে] এ তুই কি বললি, আমি তোর স্বামীর মাথা খেয়েছি?

মানদা। শুধু আমি কেনে, পিরতিবেশী বলে—তোমার দেওর তোমার আঁচল ধরে বেড়ায়।

কাদম্বিনী। [কঠিন কণ্ঠে] ছোটবেলা থেকে বেড়িয়েছে, তাই বেড়ায়।

মানদা। আজও তোমার মাথা ভাত খায়।

কাদম্বিনী। [আরও তিক্তকণ্ঠে] খাবে—খাবে। ওর মা—মানে শাশুড়ি মারা যাওয়া ইস্তক খাচ্ছে। আমি যতদিন বেঁচে আছি, মহাতাপ খাক।

মানদা। কিন্তু লোকে—

কাদম্বিনী। লোক—লোক! চাঁপাডাঙার বৌ কোন লোকের ধার ধারে না লো। সব লোক তো বলে মহাতাপ বড় হয়েছে। আমি শুধু জানি আজও সে ছোটই আছে।

মানদা। ছোট আছে? মরণ আর কি! তোমার কথা শুনে গায়ে জ্বর আসে বড় মোল্যান।

খেতাবের পুনঃ প্রবেশ।

খেতাব। আমারও—আমারও। কেলেঙ্কারী—কেলেঙ্কারী! [মানদা ঘোমটা দিয়ে সরে দাঁড়াল] লাটসাহেব হয়েছে, লাটসাহেব! দাতাকর্ণ হয়ে ধান ছাড়বে, ভাং খেয়ে চড় মারবে—না, এ আর আমি সহ্য করব না। তা তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি চাঁপাডাঙার বৌ—

কাদম্বিনী। হাতজোড় করি, আমাকে আর বাক্যি-যন্তনা দিয়ো না। ভাইকে তুমি চাক চাক করে কাট, জেলে দ্যাও, ফাঁসি দ্যাও—আমি তোমাদের সংসারের কিচ্ছু জানিনে—কিচ্ছু জানিনে। [প্রস্থানোদ্যতা]

খেতাব। দাঁড়াও বড় বৌ। রাখাল পঞ্চায়েত-নালিশ করবে বলে শাসাচ্ছে। নালিশ হলেই বিচার হবে। সেখানে গিয়ে বলতে পারবে তো, মহাতাপ ছোট!

কাদম্বিনী। পারব।

খেতাব। বড় বৌ!

কাদম্বিনী। বয়েস হলেই সবাই বড় হয় না, সবারই পাকা বুদ্ধি হয় না।

মানদা। তোমার তো পাকা বুদ্ধি দিদি। এতদিন শিখুয়ে দ্যাওনি কেনে? মানুষটা বড় হতো।

কাদম্বিনী। ছিঃ মানু, ছিঃ!

মানদা। ছোট—ছোট, এখন যাও, রাখাল পালের পায়ে ধরে ক্ষমা চাওগে। আমি যেন আর শাপমুন্যি না শুনি। [প্রস্থানোদ্যতা]

কাদম্বিনী। দাঁড়া ছোট বৌ। আমি বাক্যি দিচ্ছি, পালমশাই আর শাপমুন্যি দেবে না। নোটন—নোটন, এই নোটন!

খেতাব। নোটনকে কেনে?

কাদম্বিনী। রাখাল পালকে আমাদের এই বাড়ির উঠোনে ডেকে আনাব।

খেতাব। দিব্যি করলাম বড় বৌ, তুমি যদি ওই হতভাগার জন্তে ক্ষমা চাও—আমি কিন্তুক বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

কাদম্বিনী। দিব্যি করলে? শোনো তাহলে—আমিও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো, তুমি যদি মহাতাপের শাস্তি না দেখ।

মানদা। তুমি শাস্তি দেবে?

কাদম্বিনী। হ্যাঁ, আমি। আমার কথায় সেই শাস্তি সে নেবে। তুই বৌ হয়ে তাই দেখে সহ্যি করিস ছোট বৌ।

মানদা। তুমি পারলে আমিও পারব।

কাদম্বিনী। যেখানেই সে থাক, দুপুরে খেতে আসবে। ক্ষিধে সে সহ্যি করতে পারে না। আমি ভাত-জল না দিলে সে খায় না। আমি কঠিন দিব্যি করলাম—

খেতাব। বড় বৌ!

কাদম্বিনী। শাস্তি হওয়ার আগে আমি তোমার ভাইয়ের পাতে ভাত দেবো না—দেবো না—দেবো না।

[দ্রুত প্রস্থান।

খেতাব। লাও ঠ্যালা! এইবার দেখছি গোসাঘরে খিল পড়বে।

কেলেঙ্কারী—কেলেঙ্কারী। আমি এখন কোথায় লুটীশ পাঠাব, জমি বাড়াবার চিন্তা করব; তা নয়, যতসব আকাম। বড় বৌ—বড় বৌ—

[প্রস্থান।

মানদা। এ বাড়িতে বিয়ে হয়ে জ্বলে গেলাম! বৌ আপন নয়, ভাজ আপন। আচ্ছা, আজ বাড়িতে আসুক সে—

গীতকণ্ঠে মহাতাপের প্রবেশ।

মহাতাপ।—

গীত

সে যে আমারে ডেকেছে চোরা চোখের ইশারায়।
কালো পেঁচী কোদাল দাঁতি পায়ে মল বাজিয়ে যায়॥

মানদা। রসাতল করব। ভাং খেয়ে কেলেঙ্কারী করতে তোমার সরম লাগে না! বলি, তুমি কি কচি খোকা?

মহাতাপ। আ-হা। মধু—মধু—

পূর্ব-গীতাংশ

বধূ আমার চ্যাপ্টামুখী কোলা ব্যাঙের ধাঁজা,
কথা কইলে কাঁসি বাজে দুলিয়ে চলে মাজা;
(আহা) চুল অভাবে উঁচু কপালী ফুল গুঁজেছে খোঁপায়॥

মানদা। মরণ! আবার ক'ঘটি ভাং খেয়ে এসেছো শুনি?

মহাতাপ। হিসেব করিনি প্রিয়ে। ভাং কি ভাত-মাছ, যে হিসেব করে খাবো! হেদো মোড়ল দিয়েছে, আর আমি গেলাস গেলাস খেয়েছি।

মানদা। গেলাস গেলাস! এ দুপুরে—

মহাতাপ। দুপুরে ভাং খেতে কোথাও তো মানা নেই। গীতায়

লেখা আছে, নন্দী-ভৃঙ্গী সব সময় ভাং বাটছে, আর বাবা খাচ্ছে। হুঁ-হুঁ, সব আমি জানি।

মানদা। কেমন করে জানলে? তুমি তো ছেলেমানুষ, ছোট ঝিনুকে দুধ খাও।

মহাতাপ। এ্যাই, ভাঙা কাঁসির মত বাজিসনে বলছি। বৌ হবে নরম—মিষ্টি।

মানদা। যেমন চাঁপাডাঙার বৌ, তাই না ছোট মোড়ল?

মহাতাপ। জরুর। আরে বাপ রে, বড় বৌ? ও তো ঘরের লক্ষ্মী, আর আমি লক্ষ্মীর পাহারাদার মহাতাপ মণ্ডল। বৌদি—ও বড় বৌ—

মানদা। বড় বৌকে কেনে?

মহাতাপ। ভাত দেবে, ভাত। বৌদি—ও বৌদি, আমার ক্ষিধে লেগেছে। ও বড় বৌ—এ্যাঁ, সাড়া দেয় না কেনে? কোথায় গেল বড় বৌ?

মানদা। হারিয়ে যায়নি ছোট মোড়ল। ঘরে শুয়ে আছে।

মহাতাপ। শুয়ে আছে? এ্যাঁ, চামদড়ি কেপ্পন নিশ্চয় কিছু বলেছে। দাদা—দাদা—[প্রস্থানোদ্যত]

মানদা। না। ভাসুর কিছু বলেনি।

মহাতাপ। তবে? ভাসুরের ভাদ্দর বৌ! তুই কিছু বলেছিস? বল কি বলেছিস?

মানদা। আমি বলব মহারাণীকে?

মহাতাপ। তবে—তবে কি হয়েছে? আমি ভাই খাইনি আর বড় বৌ শুয়ে আছে! অসুখ তার হয় না—অসময়ে কোনদিন শোয় না। বল—বল, কি হয়েছে আমার লক্ষ্মীর?

মানদা। জানিনে। ভাত যদি খেতে চাও, তবে আমার সঙ্গে এসো।

মহাতাপ। তুই ভাত দিবি, তুই! না-না-না, তোর হাতে আমি খাবো না। তুই কুঁদুলে, নেহি খায়েগা।

মানদা। মিষ্টি হাতের ভাত যদি আজ না পাও?

মহাতাপ। উপোস করব।

মানদা। তাহলে তুমি উপোসই কর।

মহাতাপ। কেন উপোস করব? যার বড় বৌ আছে, তার সব আছে। বড় বৌ—বড় বৌ—

মানদা। সাড়া পাবে না সোহাগের দেওর, সাড়া পাবে না।

মহাতাপ। চুপ মার! মারব পিঠে আবিড়ে কিল।

মানদা। তার আগে বল, রাখাল পালকে মেরেছো কেনে?

মহাতাপ। রাখাল পাল মানুষ নয় বলে।

মানদা। সে না তোমার মাস্তির লোক!

মহাতাপ। আগে ছিল, এখন নয়।

মানদা। নেই কেনে? বয়েসের সে বড়।

মহাতাপ। বয়েসের বড় বিষ-সাপ যদি দংশাতে আসে, মারব না? মেরেছি বেশ করেছি। জিবডা তার ছিঁড়ে দিইনি, এটা তার বাপের ভাগ্যি। ব্যাটা ছোটলোক চামার—

মানদা। চামারের অভিশাপ কিন্তুক ছোট লয়। বলি শুনেছো?

মহাতাপ। শুনেছি। রাখালের অভিশাপে লক্ষ্মীর পাহারাদারের কোন ক্ষতি হবে না।

মানদা। পাহারাদারের কিছু না হলেও, লক্ষ্মীর হয়েছে।

মহাতাপ। কি হয়েছে?

মানদা। রাগ। রাখাল পালের গালে চড় মেরেছো বলে তোমার ওপর তোমার ভাজের রাগ হয়েছে। তাই—

মহাতাপ। তাই কি?

মানদা। তোমার পাতে ভাত দেবে না বলে দিব্যি করে, বড় মোল্যান ঘরে দোর দিয়ে শুয়ে আছে।

মহাতাপ। আমার ওপর রাগ—আমার ওপর রাগ? আমার কাছে না শুনে দিব্যি করেছে! তুই ঠিক জানিস মান্থ, আমার ওপর রাগ করে—

মানদা। আমিও তাই ভাবি। হাজার হোক তুমি তার—

মহাতাপ। আমি কি?

মানদা। ছেলেমানুষ দেওর—আঁচল ধরা দেওর।

মহাতাপ। একশোবার ধরবো—চিরজন্ম ধরবো—মৃত্যু পর্যন্ত ধরবো।

মানদা। বলতে তোমার লজ্জা হলো না ছোট মোড়ল?

মহাতাপ। লজ্জা কিসের? সাচ্চা লোক আমি, সাচ্চা কথা বলতে আমার লজ্জা-ভয় নেই। আমি যেমন, বড় বৌ তেমন; আর তুই যেমন, আমার ওই চামদড়ি দাদা তেমন।

মানদা। ছোট মোড়ল!

মহাতাপ। যা—যা, দাদাকে বলগে যা, সে যেন তোর আঁচল ধরে থাকে।

মানদা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

মহাতাপ। আর তুই কুঁদুলী চামদড়ির কাছা ধরগে—কাছা ধরগে।

মানদা। ইতর—অসভ্য! উঃ, আমার মরণ হয় না কেনে! ছ্যাঃ-ছ্যাঃ!

[দ্রুত প্রস্থান।

মহাতাপ। তুই ছ্যাঃ—তুই ছ্যাঃ! কিন্তু এটা কি হলো! [উচ্চস্বরে] বড় মোল্যান—বড় বৌ—বৌদি গো—ওঃ, সাড়া দেবে না। বেশ, আমিও রাগ করে খিধে-তেষ্টা নিয়ে চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

খেতাব সহ রাখালের প্রবেশ।

খেতাব। এই যে গোঁয়ারগোবিন্দ! বলি তুই কি ভেবেছিস?

মহাতাপ। কে! দাদা—ও কে? এ্যাঁ, রাখাল পাল! তুমি এখানে কেন?

রাখাল। অমনি আসিনি, হাত ধরে ডেকে এনেছে।

মহাতাপ। কে ডেকেছে?

খেতাব। ডেকেছে বড় বৌ। তাই আমাকে ওর হাত ধরে ডেকে আনতে হয়েছে।

মহাতাপ। বড় বৌ আদর করে সাপকে বাড়িতে ডেকেছে!

রাখাল। কে সাপ?

মহাতাপ। তুমি—তুমি। বিষ ঢালবে দাদা, বিষ ঢালবে। তাড়াও—তাড়াও—

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। ঠাকুরপো! আমি যাকে ডেকে এনেছি, তাকে তুমি অপমান করো না।

মহাতাপ। বৌদি! তুমি জান না—

কাদম্বিনী। আমি জানি তুমি মুখ্যু—গোঁয়ার—পাগল, বুনো-মোষের মত স্বভাব তোমার। তোমার জন্যে মোড়লবাড়ির মান গেছে। কিসের জন্যে যাকে-তাকে তুমি মারবে?

মহাতাপ। আমার কথা শোন বড় বৌ—

কাদম্বিনী। না, তোমার কোন কথা শুনবো না। তোমার ষোল আনা দোষ।

মহাতাপ। না-না, ষোল আনা দোষ রাখাল পালের। আমি দিব্যি করে বলছি—

কাদম্বিনী। থাক, নেশাখোরের আবার দিব্যি! তোমার জন্যে ঘরে-বাইরে লাঞ্ছনার আমার অন্ত নেই। চেরকাল তো তুমি আমাকে জ্বালিয়েছ!

মহাতাপ। আমি তোমাকে জ্বালিয়েছি! আমি—না-না, তুমি যখন বলছো, সব দোষ আমার। বল, কি করবো—নাকখত দেবো?

কাদম্বিনী। পালমশাই, আপনি জুতো খুলুন।

রাখাল। এই তো, এই তো ঠিক বিচার। বেশি নয়, মাত্তর একবার ওই গোঁয়ারটাকে জুতো মারবো।

মহাতাপ। বৌদি!

কাদম্বিনী। ষোল আনা দোষের ষোল আনা শাস্তি তোমাকে নিতে হবে ছোট মোড়ল।

মহাতাপ। আমাকে জুতো খেতে হবে! তোমার হুকুম? এসো পালমশাই, এসো।

কাদম্বিনী। না।

রাখাল। না? তবে?

কাদম্বিনী। আপনার জুতো মহাতাপের হাতে দিন। জুতো নাও ঠাকুরপো।

মহাতাপ। [জুতো নিল] জুতো নিয়ে কি করবো? হুকুম কর, নিজের গালে মারি?

কাদম্বিনী। গালে মারতে হবে না। পালমশাই এ গাঁয়ের মানী লোক, তাঁর জুতো রাখবে তোমার মাথায়।

মহাতাপ। [আর্ত্তকণ্ঠে] বড় বৌ!

কাদম্বিনী। এই তোমার ষোল আনা শাস্তি।

দ্রুত মানদার প্রবেশ।

মানদা। দিদি!

কাদম্বিনী। সোহাগ যে দেয়, সেই শাসন করে ছোট বৌ। তোকেও দেখতে হবে।

খেতাব। তুমি পাগল হয়েছো বড় বৌ?

কাদম্বিনী। পাগলের বৌদি কিনা, তাই আমিও একটি পাগল। মহাতাপ—

মহাতাপ। স্বর্গে আমার লক্ষ্মী নেই, আমার লক্ষ্মী তুমি। আর এই মহাতাপ মণ্ডল তোমার পাহারাদার। তোমার হুকুমে এই জুতো আমি মাথায় রাখবো। [জুতো মাথায় নিল]

কাদম্বিনী। এঁ্যা! সত্যি সত্যি তুমি জুতো মাথায় রাখলে ছোট মোড়ল? পিরতিবাদ করলে না, চেঁচালে না! বিনা কৈফিয়তে জুতো মাথায় নিলে?

মহাতাপ। হুকুমটা যে তোমার, না নিয়ে কি পারি? তবে হ্যাঁ, এইবার তোমাকে শুনতে হবে।

কাদম্বিনী। কি?

মহাতাপ। আসামী মহাতাপের কৈফেত, আর রাখাল পালের জবানবন্দী—কেন আমি মান্তির লোকের গালে চড় মেরেছি। বল তো পালমশাই।

রাখাল। তোকে আমি তালকাণা বলেছি বলে।

মহাতাপ। মিথ্যে কথা!

খেতাব। মিথ্যে ?

মহাতাপ। হ্যাঁ, মিথ্যে। রাখাল পাল সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, ঘরে ওর ছেলে আছে। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলুক—কেন আমি মেরেছি।

রাখাল। ছেলের কথা কেন ? আমার একটা মাত্তর ছেলে—

মহাতাপ। ছেলে তোমার বেঁচে থাক। কিন্তু নরকেও তোমার জায়গা হবে না। সতীলক্ষ্মীর নামে যম পর্যন্ত নিন্দে করতে ভয় পায়, আর ছেলের বাবা হয়ে তাই তুমি করেছ ?

কাদম্বিনী। কার নামে নিন্দে করেছে ?

মহাতাপ। তোমার নামে।

রাখাল। এঁ্যা! সে তো তামাসা করে বলেছি।

খেতাব। কি বলেছো ?

মহাতাপ। চাঁপাডাঙার বৌ আঁটকুড়ি, অলক্ষ্মী, ঘোতন ঘোষের ছেড়ে দেওয়া কনে। আর যা বলেছে—আমি বলতে পারব না।

কাদম্বিনী। ঠাকুরপো!

মহাতাপ। দেরপদীকে অপমান করেছিল বলে একটা যুদ্ধ বেধেছিল, আর তোমাকে অপমান করেছে বলে—আমি শুধু একটা চড় মেরেছি। অথচ শাস্তির বেলায় আমার হলো ষোল আনা। তেষ্টার জল, ক্ষিধের ভাতও পেলাম না—আর পুরস্কার পেলাম এই জুতো—এই জুতো—এই জুতো— [দ্রুত প্রস্থান।

কাদম্বিনী। মানু! ক্ষিধে তেষ্টা নিয়ে ঠাকুরপো চলে যাচ্ছে। তুই ওকে ফিরিয়ে আন।

মানদা। লক্ষ্মী থাকতে আমি?

কাদম্বিনী। মানু!

মানদা। ইচ্ছে হয় তুমি যাও। আমি দুষ্টু সরস্বতী। লক্ষ্মীর পাহারাদারকে ডাকতে আমি যাব না।

[প্রস্থান।

কাদম্বিনী। আমিই যাব—আমিই যাব। আমি ডেকে এনে তাকে খাওয়াব, নিজের হাতে খাওয়াব।

খেতাব। থাক, অত দরদে আর কাজ নেই। ছোট বৌমার কথা শুনেছ?

কাদম্বিনী। শুনেছি।

খেতাব। তবে?

কাদম্বিনী। আর তোমার কথাও বুঝেছি।

খেতাব। কি বুঝেছ?

কাদম্বিনী। নিজের হাতে ঠাকুরপোকে খাওয়ানো চলে না।

খেতাব। তবু ভাল, এতদিনে বুঝেছ। হাজার হোক মহাতাপ বড় হয়েছে—

কাদম্বিনী। চুপ কর। এমন কথা ভাববে ওই পালমশাই। তুমি নও—তুমি নও।

খেতাব। কাদু!

কাদম্বিনী। আমার কাছে মহাতাপ শিশু ভোলানাথ। আমি তাকে খাওয়াব—খাওয়াব—খাওয়াব! [প্রস্থান।

খেতাব। কাদু—[কাদম্বিনীর গমনপথের দিকে এগিয়ে গেল]

রাখাল। [স্বগত] এইবেলা সটকাই। মহাতাপ কোথায় আছে কে জানে: দুগ্‌গা—দুগ্‌গা! [প্রস্থান।

খেতাব। ফিরল না, কাহু ছুটে বেরিয়ে গেল। একি, রাখাল পাল কোথায় গেল? পালিয়ে গেছে। না-না, বৌ আপন নয়। একটা ছেলেও যদি আমার থাকত! দুর-দুর, আমার মুখের দিকে তাকাবার কেউ নেই—কেউ নেই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ক্লাবঘর

ঝুড়িহাতে পুঁটির প্রবেশ।

পুঁটি। পারব না—পারব না, রোজ রোজ যাত্রার দলের ঘর আমি ঝাঁট দিতে পারব না। বাড়ির বৌ অসুখ হয়ে শুয়ে থাকবে, আর আমি দাসীবৃত্তি করবো? পারব না—পারব না।

নেপথ্যে কাদম্বিনী। ঠাকুরপো, ঠাকুরপো—

পুঁটি। কে ডাকে? একি, চাঁপাডাঙার দিদি? দিদি—দিদি—
[প্রস্থানোদ্যতা]

গণেশের প্রবেশ।

গণেশ। ইয়ে—আমি গণেশ।

পুঁটি। এসেছো গণেশদা? বলি বাড়িতে কতক্ষণ থাক?

গণেশ। ইয়ে, থাকতে পারিনে। ঘোতনদা আমাকে নাচ শিখতে বলেছে। নাচ বড় সাধনার জিনিস। তাই—

পুঁটি। এখানে এসে সব সময় নাচছো। শোন, এবার থেকে নিজেরা ঘর ঝাঁট দিয়ে যেও, আমি আর ঝাঁট দিতে পারবো না।
[প্রস্থানোদ্যতা]

গণেশ। তুমি চলে যাচ্ছো?

পুঁটি। কেন, আমিও কি তোমার সঙ্গে নাচব?

গণেশ। না না, ইয়ে—মানে, আমি দেখাতাম।

পুঁটি। ভূতের নাচ আমি দেখিনে।

[প্রস্থান।

গণেশ। ভূতের নাচ! দুঃখ পেলাম—তবু আমি আশায় নাচব—একদিন তুমি ঠিক দেখবে পুঁটি। শুরু করি সাধনা। এক, দুই, তিন—[নাচের ভঙ্গী] দূর, হলো না। এক, দুই, তিন—

বোঁচার প্রবেশ।

বোঁচা। চার, পাঁচ, ছয়—

গণেশ। কে? দিলে তো তাল কেটে ভগ্নদূত!

বোঁচা। কে ভগ্নদূত? আমি? বোঁচা দাস আর ভগ্নদূত নয়, একেবারে মহারাজ।

গণেশ। মহারাজ! কে বললে?

বোঁচা। ঘোতনবাবু। পার্ট দিয়েছে আমাকে। শুনবি?

গণেশ। না, তুমি এসে আমার নাচ বন্ধ করেছ।

বোঁচা। দেখবে কে গণশা? তুই যাকে দেখাবি—

গণেশ। আমি কাকে নাচ দেখাবো?

বোঁচা। পুঁটি নামে কন্যেকে।

গণেশ। তুমি একটা অসভ্য, তুমি বড় ইয়ে—

বোঁচা। ইয়ে-ফিয়ে চালিয়ে যা গণশা। মেয়েমানুষকে যেন বিয়ে করিসনে।

গণেশ। শোন কাণ্ড! বলি পুরুষের বিয়ে তো মেয়েমানুষের সঙ্গেই হয়।

বোঁচা। হয় বলেই পস্তাচ্ছি। প্রথমে প্রাণেশ্বরী, তারপর প্রাণ-বিদাবী। ইস্ত্রী এখন লোহার ইস্ত্রী হয়ে ছ্যাকা দিচ্ছে। সব সময় টাকা—টাকা। আমাকে বলে—

গণেশ। কি বলে?

বোঁচা। না-না, সে অধর্ম। বড় মোড়লের ক্ষতি হবে, মহাতাপের সঙ্গে লাঠালাঠি হবে।

গণেশ। কার লাঠালাঠি হবে?

বোঁচা। ওকথা থাক গণশা। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে দরকার কি! তবে চুপি চুপি বলি শোন। ঘোতনবাবুর ভাল হবে না। মীরবন্দের ছেলেরা হলো ডাকাত। বাপ বলতে শালা বলে—

গণেশ। বিত্তান্ত কি বোঁচাদা?

বোঁচা। না-না, কিছু না—কিছু না। তার চেয়ে এ ভাল। তুই নাচ, আমি এ্যাক্টো করি। শোন গণশা, যজ্ঞেশ্বর মহারাজের পার্ট শোন—

রে পামর,
আজি যুদ্ধে বিনেশ তোদের।
বিনি মেঘে যদি হয় বজরাঘাত,
সেই মেঘের বুকে পদাঘাত করি
সুনিশ্চয় করিব বাজীমাত।

তারপর মুণ্ডু তোর কঁ্যাচ করে কেটে
ফেলে দেবো ঘেয়ো কুত্তার মুখে।

ঘোতনের প্রবেশ।

ঘোতন। কেপিট্যাল! এবার তুমি মেডেল পাবে বোঁচাদা।

বোঁচা। মেডেল! তুমি বলছ ঘোতনবাবু, তুমি বলছ?

ঘোতন। ইয়েস! আর পার্টটা কি লিখেছি! আগুন—আগুন!

গণেশ। আমিও নাচ তুলেছি ঘোতনদা, সেও ফাষ্টো কেলাস।

ঘোতন। টাকা এনেছিস গণশা?

গণেশ। টাকা—টাকা আমার কাছে নেই।

ঘোতন। নেই বলিসনে, গেট আউট করে দেবো। ওনলি ফাইভ রুপিজ! তোর বাপের তবিল মেরে আমার তবিলে জমা দিবি, এ আর কঠিন কি! ওঃ, বাপ-মা মরা বুনটাকে পর্যন্ত ভাল করে খাওয়াতে পারছিনে।

গণেশ। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি ঘোতনদা। ফিরে এসেই আমার নাচ দেখাবো।

[প্রস্থান।

বোঁচা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ঘোতন। এঁ্যা—হাসছ কেন বোঁচাদা?

বোঁচা। গণশা একেবারে লাফাতে লাফাতে গেল।

ঘোতন। এ তো হোমিওপেথী ডোজ দিয়েছি, এ্যালোপেথী দিলে হরিণের মত লাফাবে। এখন ভাবি, আর দু-একটা বুন থাকলে ভাল হতো।

বোঁচা। ঘোতনবাবু! হেই বাবা—তুমি কি?

ঘোতন। এযুগের দাদা, বুঝেছ? যাক, তুমি একবার হায়দার শেখকে ডেকে নিয়ে এসো।

বোঁচা। না-না, আমি ওসব কাজ পারবো না।

ঘোতন। পারবে—পারবে, এ আর কঠিন কাজ কি! তোমার বাড়ির পাশেই মীরবন্দ শেখের বাড়ি। বড়লোকের শত্তুর বড়লোক। হায়দারের শত্তুর খেতাব-মহাতাপ। আমরা খুঁচিয়ে ঘা করব আর পয়সা নেবো, বুঝেছ?

বোঁচা। হুঁ।

ঘোতন। তোমার স্ত্রী—তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তোমার হাতে পড়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় কষ্টে আছে। সেও পয়সার মুখ দেখতে চায়। অতএব—

বোঁচা। আমি পারব না, না—না—না।

ঘোতন। বৌ পর হবে?

বোঁচা। ও শালী মরুক।

ঘোতন। রাজার পার্টও পাবে না, শিবের পোষ্টও কেঁচে যাবে।

বোঁচা। ঘোতনবাবু!

ঘোতন। এইবার ভেবে দেখ বোঁচা দাস।

বোঁচা। আমি যাচ্ছি ঘোতনবাবু। বৌ হারাতে পারি, রাজার পোষ্টো আর শিবের পোষ্টো হারাতে আমি পারবো না। আমি শেখ সাহেবকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

ঘোতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! গণশার সামনে ঝুলছে পুঁটি, আর বোঁচা দাসের সামনে রাজার পার্ট—শিবের পার্ট। এরা ঠিক আমার হাতে থাকবে। পুঁটি—এই পুঁটি! এই রাণী রাসমণি—

পুঁটির পুনঃ প্রবেশ।

পুঁটি। [গম্ভীরভাবে] বল কি বলছ।

ঘোতন। এ্যাঁ! চোখ-মুখ গম্ভীর, মিহিসুরে কথা—বলি ব্যাপার কি?

পুঁটি। কিছু না।

ঘোতন। কিছু না কি রে! অথচ তোকে যেন সেই রকম দেখাচ্ছে।

পুঁটি। কি রকম?

ঘোতন। বিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার মত।

পুঁটি। বুনের সঙ্গে দাদার মত কথা বল।

ঘোতন। বহুৎ আচ্ছা! শোন, মীরবন্দের হায়দার শেখ আমার কাছে আসবে। সে বড়লোক—

পুঁটি। তাতে আমার কি?

ঘোতন। এ্যাঁ! মেজাজ যে একেবারে টকখাই! চায়ের বন্দবস্ত ঠিক রাখিস।

পুঁটি। ঘরে ভাত নেই—চা! কোন মুখে বল দাদা? চা কি এর মধ্যে এনেছো?

ঘোতন। আলবৎ এনেছি। সেদিন দু' আনার চা এনেছি।

পুঁটি। সেদিন মানে দশদিন আগে। তুমি খেয়েছ, তোমার যাত্রার দলের গণেশদা খেয়েছে, তোমার বৌ-ছেলেমেয়ে শখ করে খেয়েছে। এখনও চা খোঁজ!

ঘোতন। অত কথা শুনতে চাইনে, আছে কিনা বল।

পুঁটি। না, নেই।

ঘোতন। নেই—নেই! সবসময় তোর মুখে শুধু নেই। কবে যে আমি তোকে বিদেয় করব—

পুঁটি। দড়ি-কলসী কিনে দাও, বিদেয় হয়ে যাই।

ঘোতন। কলসী নয়—কলসী নয়, আমি তোকে একটা দড়ি কিনে দেবো। তুই শুধু কায়দা করে দড়িটা দিবি।

পুঁটি। কি বললে দাদা! আমাকে তুমি—

ঘোতন। গলায় দড়ি দিয়ে মরতে বলিনি।

পুঁটি। তবে কি বলছো?

ঘোতন। আমার সিষ্টার হয়ে তুই গাধা? আমি বলছি শাঁসালো দেখে কোন পুরুষের নাকে তুই দড়ি দে।

পুঁটি। দাদা!

ঘোতন। বিনি খরচায় সে আমার ভগ্নিপতি হোক, তোরও হিল্লে হোক—আমারও হিল্লে হোক।

পুঁটি। ছিঃ, তুমি এত ছোটলোক? ছিঃ—[প্রস্থানোদ্যতা]

ঘোতন। দাঁড়া—

পুঁটি। না। তুমি ইতর।

ঘোতন। চুল ছিঁড়ে দেবো পুঁটি। মনে রাখিস, আমার নাম ঘোতন ঘোষ।

পুঁটি। জানি। আর এও জানি, তোমার যাত্রার দলের লোকের কাছে তোমাকে হাত পেতে টাকা-পয়সা চেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে হয়।

ঘোতন। সাটআপ পুঁটি, সাটআপ।

পুঁটি। ইংরিজী একটু কম বল দাদা। তোমার পাঁচ বিঘে জমির বীজ ফেলতে এখনও বাকি আছে।

ঘোতন। বাকি আছে তো কি হয়েছে! আমার বীজধান আছে।

পুঁটি। না, নেই।

ঘোতন। এ্যাঁ! তাও নেই?

পুঁটি। পিঠে খাও, তার ফোঁড় তো গুনে দেখো না। এইবার আমার চুল না ছিঁড়ে, নিজের চুল ছেঁড়ো। [প্রস্থানোদ্যতা]

ঘোতন। দাঁড়া—দাঁড়া পুঁটি।

পুঁটি। দাঁড়াবার সময় নেই। চাঁপাডাঙার দিদি ওই বটতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঘোতন। চাঁপাডাঙার দিদি? এ্যাঁ—এ যে অঘটন! মোড়লবাড়ির মহামান্যি বৌ পথে! সঙ্গে কে আছে?

পুঁটি। কেউ না, একা।

ঘোতন। ভর সন্ধ্যেবেলা একা—ব্যাপার কি পুঁটি?

পুঁটি। জ্যা জমাছে তুমি পোকা দেখ, তোমাকে বলব না। [চোখে জল এল]

ঘোতন। একি! একি! তোর চোখে জল কেন?

পুঁটি। মোড়লবাড়ির শিব মহাতাপদাদা ক্ষিধে-তেষ্টা নিয়ে চলে গেছে বলে।

[প্রস্থান।

ঘোতন। জম-জমাট! গুপ্ত বিন্দাবনের পালা এবার জম-জমাট। দেওর চলে গেছে—বৌদি পথে বেরিয়েছে। খেতাব মোড়ল! আমি কাঁদবো তোমার জন্যে—তোমার জন্যে।

ভয়ে ভয়ে নোটনের প্রবেশ।

নোটন। ঘোষবাবু মশাই গো, পেন্নাম।

ঘোতন। কে? খেতাবের চাকর নোটনা! তোকে খেতাব পাঠিয়েছে?

নোটন। এজ্ঞে হিঁ।

ঘোতন। পাঠাতেই হবে—পাঠাতেই হবে। টাকা-পয়সা সম্পত্তি থাকলেই কি সুখ হয়? ছেলেপুলে নেই, বৌ আপন নয়—আমি হলে আবার বিয়ে করতাম। তা আমি যাব—অবশ্যই যাব।

নোটন। এজ্ঞে, পঞ্চায়েতের সভায় যাবেন।

ঘোতন। পঞ্চায়েতে কেন?

নোটন। এজ্ঞে, এই কাগজটা বড় মোড়ল পাঠিয়েছে, নেন। [কাগজ দিল]

ঘোতন। [পড়ে চিৎকারে] এ্যাঁ—নোটীশ! শূয়োরের বাচ্চা—ড্যাম—রাসকেল—

নোটন। এজ্ঞে, আমি আসতে চাইনি। বাড়িতে ডামাডোল। তবু বড় মোড়ল বললে—

ঘোতন। গেট আউট! এক কিলে দাঁত ভেঙে দেবো। কোন শালা আমার কাছে ধান পায়!

নোটন। পায় না—পায় না, তবে—

ঘোতন। ফের তবে?

নোটন। এজ্ঞে, আমি আসি।

[দ্রুত প্রস্থান।

ঘোতন। নোটীশ—আমার ওপর পঞ্চায়েতের নোটীশ! মহাতাপ ধান ছেড়েছে, শালা খেতাব ফের ধান চায়! গুপ্ত-বিন্দাবনের বাড়ি আমি একেবারে ব্রেক করে দেবো—মামলা ঢুকিয়ে দেবো। আসুক হায়দার শেখ—

হায়দারের প্রবেশ। পরিধানে লুঙ্গি ও হাফশার্ট।

হায়দার। নমস্কার ঘোষবাবু মশয়!

ঘোতন। এ্যাঁ—হায়দার ভাই! এসো—এসো, কাম হেয়ার—কাম হেয়ার।

হায়দার। দাস মশয়ের সঙ্গে পথে দেখা হলো। বোঁচাবাবু নরম হলো কোন ডোজে?

ঘোতন। কড়া এলোপেথী ডোজে।

হায়দার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার ওপর তোমার বহুত মেহেরবানী ঘোষবাবু মশয়। তুমি বড় ভাল লোক।

ঘোতন। আমি সামান্য লোক মিঞা ভাই—স্মলম্যান।

হায়দার। লিখিপড়ি জানা লোক সামান্য নয়, দামী লোক। মীরবন্দের শেখদের জমি আছে—ধান আছে—লাঠি আছে—সড়কী আছে, লেকিন পেটে বিদ্যে নেই। কলম চালাতে পারে না।

ঘোতন। কলম চালাবো আমি।

হায়দার। বহুত সুক্রিয়া।

ঘোতন। সাক্ষী হবে বোঁচা দাস। কিন্তু—

হায়দার। কিন্তু—

ঘোতন। যদি লাঠি চালাবার দরকার হয়?

হায়দার। তার জন্যে তৈরি আছে হায়দার শেখ। জ্বালায় আমরা ছটফট করছি ঘোষবাবু মশয়। আমাদের জমির পাশেই খেতাব মোড়লের অমরকুঁড়ির জমি। আমাদের এক শরিক বেড়েছে। গোঁয়ারগোবিন্দ আল-পাগল মহাতাপ জমির আল বাঁধের মত উঁচু করে পানী ধরে রাখে।

ঘোতন। অন্যায়।

হায়দার। আমাদের জমিতে পানী যায় না, ষোল আনা ফসল হয় না।

ঘোতন। তাহা লোকসান।

হায়দার। মহাতাপ লাঠিহাতে জমিন পাহারা দেয়, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে।

ঘোতন। দেমাক—দেমাক।

হায়দার। লাঠির ঘায়ে আমরাও দেমাক ভাঙতে পারি। কিন্তু—

ঘোতন। লাঠি লাগে না শেখ, লাঠি লাগে না—লাগে খানিকটা বুদ্ধি।

হায়দার। বুদ্ধি নিতেই তো আমি এসেছি ঘোষবাবু মশয়।

ঘোতন। নিশ্চয় দেবো। তবে টাকা নেবো। তুমি টাকা দেবে, আমি বুদ্ধি দেবো। মহাতাপের দেমাকও ভাঙবে, অমরকুঁড়ি মাঠের জমিও তোমাদের হবে।

হায়দার। আমাদের হবে! কিন্তু দলিল—

ঘোতন। তোমার দলিল বলবে, জমি তোমার।

হায়দার। আল্লার কসম! আমার রক্ত তোলপাড় করছে। আমাকে সব কথা খুলে বল।

ঘোতন। বলব, আগে কিছু টাকা ছাড়।

হায়দার। হায়দার শেখের কাছে টাকার ভাবনা নেই। এই নাও আগাম একশো। [টাকা দিল]

ঘোতন। এক—শো! তোমার ভাল হবে। তুমি ভাল লোক, গুডম্যান—জেন্টিলম্যান।

হায়দার। ঘোষবাবু!

ঘোতন। কাল তোমার বাড়িতে যাবো আমি। এ-গাঁয়ে চারদিকে আমার শত্তুর। তোমার বাড়িতে বসেই পরামর্শ করব। শুধু দেখো, আমার মাথায় যেন লাঠি না পড়ে।

হায়দার। আমি জবান দিচ্ছি, আমি তোমার পাহাদার। আচ্ছা, আদাব—

[প্রস্থান।

ঘোতন। টাকা—একশো টাকা! একসঙ্গে অনেকদিন এত টাকা দেখিনি। একশো টাকা, অনেক টাকা—অনেক টাকা—

পুঁটির পুনঃ প্রবেশ।

পুঁটি। টাকা ফেরত দাও দাদা, ও টাকা ফেরত দাও।

ঘোতন। এ্যাঁ—তুই এখানে কেন? চোখ তোর সবদিকেই নাটার মত ঘোরে কেন? আমি এ টাকায় বীজ কিনব বলে ধার নিয়েছি।

পুঁটি। ধার তোমাকে কেউ দেয় না—দেবে না।

ঘোতন। চুপ কর।

পুঁটি। আমি যার বাড়িতে হোক পায়ে ধরে বীজ আনব। তুমি হায়দার শেখের টাকা ফেরত দাও।

ঘোতন। না।

পুঁটি। বড় মোড়লের সঙ্গে শত্রুতা করো না দাদা।

ঘোতন। কেন করবো না! খেতাব আমাকে পঞ্চায়েতের নোটিশ পাঠিয়েছে।

পুঁটি। পঞ্চায়েতে তোমাকে যেতে হবে না।

ঘোতন। কে বললে?

পুঁটি। মহাতাপদা। ছোট মোড়ল বললে, তার জবান—জবান। বড় মোড়ল আর কোনদিন তোমার কাছে ধান চাইবে না।

ঘোতন। মহাতাপ কোথায়?

পুঁটি। নোটন আর চাঁপাডাঙার দিদি তাকে বাড়ি নিয়ে গেছে।

ঘোতন। খুব আদর করে নিয়ে গেল বুঝি চাঁপাডাঙার বৌ? তা ভাল—খুব ভাল।

পুঁটি। তোমার ভাল তুমি ভাব দাদা। একটা কথা জেনো, পরের সর্বনাশ করলে নিজের সর্বনাশ হয়। টাকাটা ফেরত দিও।

[প্রস্থান।

ঘোতন। উপদেশ। ছোট বোন হয়ে! কিন্তু পুঁটি কি কিছু শুনেছে! শুনলেও আই ডোণ্টো কেয়ার—আই ডোণ্টো কেয়ার।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

খেতাব মোড়লের বাড়ি

খেতাবের প্রবেশ।

খেতাব। মান যাবে—মহামানী ভাইয়ের মান যাবে। বৌ নয় তো, শত্তুর—শত্তুর।

রামকেষ্টর প্রবেশ।

রাম। নমস্কার হই বড় মোড়ল।

খেতাব। কে? রামকেষ্ট! এত ভক্তি কেন? আবার কি চাই?

রাম। তুমি আমার অনেক উপগার করলে। জমি ভাগ হলে আমি মরে যেতাম। তুমি আমাকে বাঁচালে। তাই দেখা করতে এলাম।

খেতাব। কেন, আমার কি রূপ উঠেছে?

রাম। এ্যাঁ—তোমার কি শরীর খারাপ খেতাবদা?

খেতাব। কেন? তুই কি ডাক্তার হয়ে চিকিচ্ছে করবি নাকি? রোগ ধরে পাবিনে রামকেষ্টা। এ রোগের নাম ঘোড়ারোগ।

রাম। না, তোমার রোগ মনে।

খেতাব। মন? সে কি বস্তু? আমি চামদড়ি কেপ্পন মন্দলোক।

রাম। না। আমি জানি, তুমি খুব ভাল লোক।

খেতাব। বেরিয়ে যা রামকেষ্টা, দূর হয়ে যা। তোদের সবাইকে আমি চিনি। তোর স্বার্থ পুরোনো হয়েছে, কিতজ্ঞতা জানাতে এসেছিস। স্বার্থ নষ্ট হলে বলবি খেতাব মোড়ল মন্দলোক।

রাম। হেই বাবা, আমি তেমন লোক না। তোমাকে আমি মন্দ বলিনে।

খেতাব। বলতিস, যদি টিকুরী খুড়িকে আমি জমি ভাগ করে দিতাম। সে বুড়ি আমাকে শাপমন্যি দিচ্ছে—

রাম। খুড়ির মুখে বেজায় বিষ। ওর কথা ছাড়।

খেতাব। সবই যদি ছাড়ব তো ধরবটা কি! ভাই শিব সেজে ধান ছাড়লে, আমি ফের ধরতে গেলাম—ঘরের বৌ হাঁ-হাঁ করে বললে—ধরা চলবে না, মহাতাপের মান যাবে। মাঝে মাঝে মনে হয় রামকেষ্টা, আমি আলাদা হই।

রাম। এ্যাঁ—আলাদা হবে! মহাতাপের সঙ্গে?

খেতাব। না-না, একা—একা।

রাম। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে খেতাবদা?

খেতাব। মাথাই নেই তার খারাপ হবে। কার জন্যে বিষয়-সম্পত্তি—

রাম। কেন? মহাতাপেরও কি ছেলেপুলে হবে না?

খেতাব। হবে। তাতে আমার কি! চাঁপাডাঙার বৌ যে আটকুঁড়ি সেই আটকুঁড়ি।

রাম। খেতাবদা!

খেতাব। শাস্তরে বলে, আটকুঁড়ির মুখ দেখাও পাপ—

মহাতাপের প্রবেশ।

মহাতাপ। দাদা!

খেতাব। কে? ও, লক্ষ্মীর পাহারাদার! কি চাই?

মহাতাপ। পথ খরচ। এক্ষুনি—জলদি।

খেতাব। কেন? কোথায় যাওয়া হবে শুনি?

মহাতাপ। বনবাসে।

রাম। বনবাসে মানে?

মহাতাপ। বাঘ-ভাল্লুকের দেশে। মানুষের কামড় আর সহ্য হচ্ছে না।

খেতাব। মহাতাপ!

মহাতাপ। বনবাসে গিয়ে দেখি কার দাঁতে বিষ বেশি! তোমার—না বাঘ-ভাল্লুকের।

খেতাব। কি বললি! বল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল।

মহাতাপ। বয়ে গেছে আমার—তোমার মত চামদড়ির পাপমুখের দিকে তাকাতে।

খেতাব। আমার পাপমুখ?

মহাতাপ। কেন, তুমি কি খড়দার গুরুদেব? চাঁপাডাঙার বৌয়ের মুখ দেখা যদি পাপ, তোমার মুখ দেখাও পাপ। বড় বৌ আঁটকুড়ি, আর তুমি বুঝি দশ ছেলের বাপ! বলি তোমার ছেলে হলো না কেন?

খেতাব। আমার? আমার—

মহাতাপ। হ্যাঁ চামদড়ি, তোমার—তোমার। সব দোষ মেয়েমানুষের, আর তুমি পুরুষ বলে তোমার বুঝি কোন দোষ নেই?

খেতাব। শোন রামকেষ্টা, শোন—

মহাতাপ। রামকেষ্টা কি শুনবে? তোমার জ্ঞান নেই! তুমিও তো আঁটকুড়ো—কৈ, বড় বৌ কি বলে তোমার মুখ দেখা পাপ!

রাম। ছিঃ-ছিঃ মহাতাপ! বড় মোড়ল তোমার দাদা—

মহাতাপ। থাক পাড়ার দাদা, মহাতাপকে আর দাদা চেনাতে

হবে না। বলি আমি কি নতুন বৌ, যে আমার হাত ধরে ভাসুর চেনাবে।

রাম। কবরেজ দেখা মহাতাপ। তোর মাথা একেবারেই খারাপ হয়েছে।

মহাতাপ। থাক—থাক দাদা, ভাইয়ের মাঝে তুমি আর দাড়ি নেড়ো না। যাও, ভাগো—

রাম। তাড়াতাড়ি রাঁচী পাঠাও বড় মোড়ল, ভাইকে তোমার রাঁচী পাঠাও।

[প্রস্থান।

মহাতাপ। রাঁচী যাও তুমি—বড় বৌকে নিয়ে আমি যাবো বনবাসে।

খেতাব। দূর হয়ে যা হতভাগা, দূর হয়ে যা।

মহাতাপ। দূর হয়েই তো গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার সীতা ডেকে আনলে। আর আমার ওই মরণ—বড় বৌ হাত ধরলে সব রাগ জল হয়ে যায়। দেখ দাদা, বাড়ি আসবার পর থেকে দেখছি তুমি মনে মনে গজর গজর করছ। তার চেয়ে রাহা খরচ দাও—আমি বড় বৌকে নিয়ে রওনা হই। দাও, টাকা দাও।

খেতাব। না।

মহাতাপ। আমাকে রাগিয়ো না বলছি। হয় তুমি যাবে, নয় বড় বৌ যাবে।

খেতাব। আমি কোথায় যাবো ?

মহাতাপ। বড় ডাক্তারের কাছে—কলকাতায়। এক খাবলা টাকা দিয়ে আমি পরীক্ষে করাব তোমাকে। ছেলে চাও—ছেলে চাও! ভগবান না দিলে কি আকাশ থেকে ছেলে পড়বে! চল, ডাক্তারের কাছে চল।

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। আমি তোমার হাত ধরছি ঠাকুরপো, আর পাগলামি করো না। যাও তুমি, এখান থেকে যাও।

মহাতাপ। পায়ে ধরি বৌদি! তুমি আমাকে কিছু বলো না।

কাদম্বিনী। যতদিন এ সংসারে থাকবে, আমি তোমাকে বলব ঠাকুরপো। তারপর যখন মরে যাবো—

মহাতাপ। বড় বৌ!

কাদম্বিনী। যাও—যাও, তোমার না অমরকুঁড়ি মাঠে যাওয়ার কথা! মীরবন্দের শেখেরা নাকি আমাদের জমির দিকে তাকায়!

মহাতাপ। সে বেশি তাকালে আমি চোখ কাণা করে দেবো। কিন্তু ওই চামদাড় আমার সব কাজ পণ্ড করেছে। আচ্ছা, তুমিই বল তো বড় বৌ, কোন শাস্তরে আছে লক্ষ্মীর ছেলে হয়!

কাদম্বিনী। ছিঃ-ছিঃ ঠাকুরপো, তুমি এখান থেকে যাও বলছি।

মহাতাপ। যাচ্ছি—যাচ্ছি। যাওয়ার আগে বলে যাচ্ছি, তোমাকে আর যেন চামদড়ি না জ্বালায়। ছেলে আমি দেবো।

কাদম্বিনী। তুমি দেবে?

মহাতাপ। হ্যাঁ। আমার সন্তান আমি দাদাকে দান করবো।

কাদম্বিনী। ঠাকুরপো!

মহাতাপ। তোমরা তার মা-বাবা হয়ো বৌদি। আমার আর মানুর কোন দাবী নেই—কোন দাবী নেই।

[প্রস্থান।

মহাতাপ। আমি তোমাকে কঠিন দিব্যি দিচ্ছি—ওই পাগল অসভ্যের সঙ্গে তুমি কথা বলতে পারবে না। কর দিব্যি—

কাদম্বিনী। চেঁচিয়ো না, বাড়িতে লোকজন রয়েছে।

খেতাব। থাক। এ বাড়ির কেলেঙ্কারী কারও জানতে আর বাকি নেই। দিব্যি কর—

কাদম্বিনী। তোমার মায়ের মরণকালের কথা কি তুমি ভুলে গেলে?

খেতাব। সংসারে সব কথা মনে রাখতে গেলে চলে না।

কাদম্বিনী। আমি কিন্তু ভুলিনি, তাই আজও এ সংসার চলছে।

খেতাব। হ্যাঁ, আমাকে সঙ সাজিয়ে রেখে গেছে। এ সংসারে মহাতাপই সব।

কাদম্বিনী। তবু চিরদিন তার পকেট বকেয়া সেলাই।

খেতাব। তার মানে?

কাদম্বিনী। তার মানে—সে তোমাকে শুধু দিয়েই যাচ্ছে, পায় না কিছুই। দুটো পয়সার দরকার হলে সে আমার কাছে হাত পাতে, অথচ তোমার সিন্দুকে ওরই পরিশ্রমের টাকা। মহাতাপই সব—একথা বলতে তোমার মুখে বাধলো না!

খেতাব। না, বাধলো না। আমি কি টাকা আর জমি-জমা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি! তার ভাগ সে ঠিক পাবে।

কাদম্বিনী। ভাগ? তাই যদি মনে কর, ঘোতন ঘোষের কাছে তুমি যে ধান পাবে, সেটা মহাতাপের নামে হিসেবে খরচ লিখো। মনে শান্তিও পাবে, সান্ত্বনাও মিলবে।

খেতাব। ও, তুমি তাহলে ওর পক্ষে!

কাদম্বিনী। আমার বাবা আর তোমার মা আমাকে শিখিয়েছেন—অন্যায়ের পক্ষে যেন আমি না যাই। তাই তো তুমি টিকুরী খুড়িকে জমি ভাগ করে দিতে পারলে না। নইলে—

খেতাব। নইলে কি?

কাদম্বিনী। অভাবে পড়ে ওই জমি টিকুরী খুড়ি তোমার কাছেই বেচতো।

খেতাব। ও—তুমি সব জান!

কাদম্বিনী। দশ বছর বয়েসে আমি তোমার ঘরে এসেছি, আমি তোমাকে চিনবো না!

খেতাব। আর আমি যেন তোমাকে নতুন করে চিনছি, তাই বলছি দিব্যি কর।

কাদম্বিনী। না।

খেতাব। আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে বড় বৌ!

কাদম্বিনী। শুনব, খানিকটা বিষ এনে দাও।

খেতাব। তার মানে, তোমার ওই অসভ্য দেওরই তোমার কাছে বড়!

কাদম্বিনী। কে অসভ্য? ঠাকুরপো, না তুমি? ঠাকুরপোর না-হয় মাথা খারাপ। তুমিও কি পাগল? তোমার লজ্জা করলো না—বাইরের লোক রামকেষ্টো মোড়লের কাছে তুমি আলাদা হওয়ার কথা বল।

খেতাব। বা-রে, কখন বলেছি?

কাদম্বিনী। মিথ্যে কথা বলো না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আমিও শুনেছি। লজ্জায় ঘেন্নায় আমার যে তোমার জন্যে মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে! স্বামী হয়ে বল—আমি আঁটকুড়ি, আমার মুখ দেখা পাপ—

খেতাব। বড় বৌ!

কাদম্বিনী। জীবনে সজ্ঞানে আমি কোন পাপ করিনি। আর আমার মুখ যদি পাপমুখ হয়, মরণকালে আমি যেন তোমার হাতের জল না পাই—জল না পাই। [প্রস্থান।

খেতাব। বড় বৌ! বড় বৌ! দূর—দূর, মনে হয় ঘরে-দোরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে যাই।

বিপিনের প্রবেশ।

বিপিন। খেতাব আছ—খেতাব? এই বাবা। তোমার কাছেই এলাম।

খেতাব। এসো জ্যাঠা। তা হঠাৎ?

বিপিন। হঠাৎই এলাম। আমার নিজের জন্যে আসিনি খেতাব। তবে বড়ই ধরলে। বলে--পাঁচ বিঘে জমি বীজধান অভাবে পড়ে আছে।

খেতাব। কার জমি জ্যাঠা?

বিপিন। কার আবার! ইংরেজী জানা বাবু ঘোতনের।

খেতাব। ঘোতন শয়তানের! তুমি তার জন্যে এসেছো?

বিপিন! পাগল! ঘোতনের কথা আমি শুনব! যাক—যাক, সবই বলছি। আমি জানি আর কারও ঘরে এ সময় বীজধান নেই। মহাতাপ ভাল চাষী—সবদিকে লক্ষ্য। থাকে যদি খেতাব-মহাতাপের আছে।

খেতাব। আছে—যথেষ্ট আছে। তবে এক চিঠে আমি ঘোতনকে দেবো না।

বিপিন। দেবো না বললে কি হয় বাবা! ঘোতন নয় শয়তান। কিন্তু তার বৌ বা ছেলেমেয়ে তো শয়তান নয়! আর ওর বোন তো লক্ষ্মী—সেই তো এসেছে তোমার কাছে।

খেতাব। কে এসেছে?

বিপিন। ঘোতনের বোন। তোমার বাড়ি পর্যন্তও এসেছে। ও

পুঁটিমা, এদিকে এসো। লজ্জা কি, এ তো তোমার চাঁপাডাঙার দিদির বাড়ি। এদিকে এসো।

নতমুখে পুঁটির প্রবেশ।

খেতাব। [তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুঁটির দিকে চেয়ে] এটি কে এলো জ্যাঠা?

বিপিন। পুঁটি। এই তো ঘোতনের বোন।

খেতাব। এ্যাঁ—এ যে গোবরে পদ্মফুল! শ্বশুরঘর কোথায়? [পুঁটি মুখ নত করল]

বিপিন। শ্বশুরঘর! উড়নচণ্ডী ঘোতন দেবে বুনের বিয়ে!

খেতাব। অ, বিয়ে হয়নি! [পুনরায় দেখতে লাগল] তা কে তোমাকে পাঠিয়েছে পুঁটি? ঘোতন?

পুঁটি। আজ্ঞে না। দাদার ছেলে-মেয়েদের উপোস হবে বলে আমি নিজেই এসেছি।

খেতাব। হুঁ। সংসারী মেয়ে—গোছালো মেয়ে। কথাও মিষ্টি।

বিপিন। বড় মিষ্টি। তাহলে কি করবে খেতাব?

খেতাব। ঘোতন বড় শয়তান। তবে সে তো আসেনি, এসেছে—

লাঙ্গল কাঁধে মহাতাপের প্রবেশ।

মহাতাপ। কে—কে? পুঁটি যে! কালী নয়—দুগ্‌গা নয়, কৈলেসের দেবী পুঁটিদেবী! কি বিত্তান্ত? ঘোতনা তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি?

পুঁটি। না-না।

মহাতাপ। না-না কি! তোর চোখ-মুখ বলছে, মন তোর খারাপ। তোকে বুঝি খেতে দেয় না? দেবো একদিন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে।

খেতাব। আঃ, তুই তোর কাজে যা।

মহাতাপ। সে তো আমি যাচ্ছি অমরকুঁড়ি মাঠে। কিন্তু বিত্তান্ত কি? জ্যাঠা! পুঁটি—

খেতাব। পুঁটি আমার কাছে এসেছে। ঘোতনের বীজধান নেই, তাই—

মহাতাপ। হবে না—হবে না, নেহি হোগা।

খেতাব। আমিও তাই বলছি—

বিপিন। খেতাব!

মহাতাপ। ওদিকে নয় জ্যাঠা। বীজের মালিক আমি। মাঠে যতদিন বীজ থাকবে, ততদিন দাদা একগাছির মালিক নয়। সব মহাতাপের! বিলকুল—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পুঁটি। মহাতাপদা!

মহাতাপ। হুঁ-হুঁ—আজ পা সামলে রেখেছি, ধরতে দিচ্ছিনে। সেদিন খুব ধরেছিলি। আজ আর ভাং খাইনি, শিব-টিব আর সাজব না। ধান ছেড়েছি বলে সবাই আমাকে বোকা গাধা বলেছে। ক্ষ্যাড়া আর বেলতলায় যাবে না পুঁটিদেবী। বীজ পাবিনে।

পুঁটি। বীজ না পেলে জমি চাষ হবে না। আমরা কি খাবো?

মহাতাপ। আমরা-টামরা বুঝিনে। তোর খাওয়ার অভাব হয়, হাম খেতে দেগা। তুই বড় ভাল রে—

খেতাব। তুই বলছিস ভাল। তাহলে—

মহাতাপ। তাহলে আবার কি! যে ভাল, তাকে কি আমি মন্দ বলব? মন্দ ওর ভাই।

খেতাব। আমি তাই বলছি রে। না জ্যাঠা, বীজ দেওয়া যাবে না।

বিপিন। যাবে না! পুঁটি বড় আশা করে এসেছিল—

খেতাব। তা আশা ও করতে পারে। ওর মা—বড় বৌয়ের ছিলেন সইমা। তার ওপর মহাতাপ বলছে ভাল মেয়ে। তা পুঁটি যখন এসেছে, বীজ আমি দেবো।

মহাতাপ। এ্যাঁ, বীজ দেবে!

খেতাব। তা—তা—

মহাতাপ। খয়রাত?

খেতাব। খয়রাত ছাড়া পুঁটি দাম কোথায় পাবে!

বিপিন। ঠিক কথা।

খেতাব; নিয়ে যেয়ো পুঁটি, বীজ তুমি নিয়ে যেয়ো।

মহাতাপ। [হঠাৎ চিৎকার করে] তুমি আর নেহি বাঁচেগা দাদা। মর যায়েগা—জরুর মর যায়েগা।

খেতাব। আঃ, কি যে বলিস মহাতাপ—

মহাতাপ। বিলকুল ঠিক বলি। তুমি চামদড়ি কিপ্টে। আর এক পলকমে দাতাকল্প ব'নে গেলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ? তুমি ভগবান হো গিয়া। দেও—দেও, পায়র ধুলো দেও দাদা! তোমাকে আমাব পেন্নাম—পেন্নাম। [প্রণাম করল]

খেতাব। মহাতাপ!

মহাতাপ। মহাতাপের মনে কোন গোল নেই দাদা, তুমি গোলমাল করে পয়মাল করো না—পয়মাল করো না।

[প্রস্থান।

বিপিন। হরিবোল—হরিবোল! ভাল কাজ করলে খেতাব। আচ্ছা আমি আসি। তোমার ভাল হোক, ভাল হোক।

[প্রস্থান।

খেতাব। মাটির দিকে তাকিয়ে আছ কেন পুঁটি? না-না, এ

বাড়িতে তোমায় এত লজ্জা করতে হবে না। এ তোমার চাঁপাডাঙার দিদির বাড়ি।

পুঁটি। দিদির সঙ্গে দেখা হবে?

খেতাব। কেন হবে না! আসা-যাওয়া নেই বলেই পর-পর। তা যাবো, তোমাদের বাড়িতে আমি যাবো।

পুঁটি। আ-প-নি যাবেন!

খেতাব। কেন, তোমার আপত্তি আছে?

পুঁটি। ছিঃ-ছিঃ, একি বলেন! তবে দাদা আপনার শত্তুর।

খেতাব। ভুলে গেলাম। ঘোতনকে বল, শত্রুতা আমি ভুলে গেলাম। ওকে তুমি পাঠিয়ো, বীজ নিয়ে যাবে।

পুঁটি। আমি সঙ্গে করে ডেকে আনবো?

খেতাব। তাই এসো—তাই এসো। তুমি বড় মিষ্টি মেয়ে—

পুঁটি। আজ্ঞে—

খেতাব। এসো—মিষ্টিমুখ করে যাবে এসো। বড় বৌ—বড় বৌ—

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

মানদার ঘরের সম্মুখ

টিকুরী বৌয়ের প্রবেশ।

টিকুরী। আগুন ধরাব। খেতাব আমাকে জমির ভাগ দেয়নি। আমি ওদের সংসার ভাঙব। এই তো ছোট বৌয়ের ঘর, এইবার কাঁদি। [সক্রন্দনে] ওরে বাবা রে, বুকে আমার রাবণের চিতে জ্বলে যাচ্ছে রে ! [স্বাভাবিক ভাবে] ওঃ, মহাতাপের ঘরের ভেতর কত বড় বড় আলু ! আমি আলুভাতে খাবো। [সক্রন্দনে] ওরে বাবা রে, খেতাব মোড়ল আমার কি ক্ষেতি করলে রে ! [স্বাভাবিক ভাবে] ইশ, খেতাবের ঘরের চালে কত কচি কচি লাউ ! আমি লাউচিংড়ি খাবো। [সক্রন্দনে] ওরে বাবা রে—

মানদার প্রবেশ।

মানদা। ওরে মা রে ! শীগগির এসো দিদি, বাড়িতে জটিলা বুড়ি এসেছে—

টিকুরী। এ্যাঁ ! জটিলা বুড়ি কে ? বলি জটিলা বুড়ি কে ?

মানদা। কেন, তুমি। বলা নেই—কওয়া নেই, এসেই কান্না !

টিকুরী। জ্বালায় কাঁদি ছোট বৌ, জ্বালায় কাঁদি। তোর ভাসুর আমার কি সব্বনাশ করলে রে—

মানদা। সে তুমি ভাসুরের কাছে যাও। তিনি আমার গুরুলোক, তার নিন্দে আমার কাছে কেন ?

টিকুরী। ইস, তোর কি বুদ্ধি! দেখতে-শুনতে তো মন্দ নয়। কিন্তু তোর কপাল এত মন্দ কেন?

মানদা। কেন, আমার কি তোমার মত ভাঙাদশা?

টিকুরী। তা—তা সোয়ামী যদি পর হয়, বৌয়ের মুখ না দেখে—ভাজের মুখ দেখে, তার কি ভালদশা মা!

মানদা। খুড়ি!

টিকুরী। বুঝি মা, বুঝি। কি কষ্টে তুই আছিস আমি বুঝি। ওঃ, শুনে আর কেঁদে বাঁচিনে। ভাজের কথায় মহাতাপ জুতো মাথায় করলে!

মানদা। মরতে পারে খুড়ি, চাঁপাডাঙার বৌ যে বাড়ির লক্ষ্মী।

টিকুরী। লক্ষ্মী—লক্ষ্মী। ডাক দেখি মহাতাপকে, দুটো কড়া কথা শোনাই। কোথায় আছে সে ড্যাকরা?

মানদা। মাঠে। দু'ভাই অমরকুঁড়ির জমিতে গেছে। শেখেদের সঙ্গে নাকি কি গণ্ডগোল হচ্ছে—

টিকুরী। হবে—আরও হবে। ঘোতন বললে, লাঠালাঠি হবে।

মানদা। এ্যাঁ—

টিকুরী। মহাতাপকে সাবধান করিস বৌ। হাজার হোক তুই ইস্ত্রী।

মানদা। না-না, আমি কেউ না। আমার দুঃখ কেউ বোঝে না খুড়ি! হাড়ে আমার কালি পড়ে গেল। ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দিই।

টিকুরী। বালাই ষাট। অমন করে বলিসনে। এই দেখ, চোখে আমার জল এসে গেল। না আসবে কেন? আমি যে বড় মায়াশীলে মেয়েমানুষ। তুই কেন গলায় দড়ি দিবি, দু'দিন পরে তুই মা হবি—সোনার চাঁদ ছেলে কোলে পাবি। এখন শক্ত হ, সব বুঝে-সুঝে নে।

মানদা। কি বুঝে নেবো?

টিকুরী। বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি—সব যে ফাঁকি দিচ্ছে।

মানদা। কে ফাঁকি দিচ্ছে?

টিকুরী। মরণ তোর! দেবীপুরের বৌ। বলি কতকাল আর তুই হাবলি থাকবি! দেওরকে নিয়ে চাঁপাডাঙার বৌয়ের এত ঢলাঢলি কিসের জন্যে লা? আধ-পাগল মহাতাপকে ঠকিয়ে বড় মোড়ল আর বড় বৌ পুঁজি করে নিচ্ছে।

মানদা। সত্যি বলছ খুড়ি?

টিকুরী। দিব্যি করে বলছি। তোদের বড় বৌ কি কম ডাইনী। মহাতাপকে একেবারে চুষে খাচ্ছে। বাঁচতে যদি চাস, তোরা আজই আলাদা হ।

মানদা। আলাদা হবো?

টিকুরী। মহাতাপকে বাঁচা বৌ, সোনার সংসার গড়। আমি এসে তোর সব গুছিয়ে দিয়ে যাবো।

মানদা। তাহলে তো বেঁচে যাই। দাঁড়াও, আজই আমি দিদিকে বলব।

টিকুরী। দিদি! দিদি কে রে? শত্তুর—শত্তুর। সধবামানুষ মহাপাতকী না হলে আঁটকুড়ি হয়?

মানদা। ঠিক বলেছ খুড়ি। এতদিন আমি বুঝিনি।

টিকুরী। বুঝেছিস যখন, ডাকলেও যেন যাসনে।

মানদা। কোথায়?

টিকুরী। তোর ডাইনী জায়ের কাছে। ওর কাছে কামরূপ কামিক্ষ্যের শেকড় আছে।

মানদা। হেই মা—

টিকুরী। মহাতাপকে ভেড়া করেছে, আর তোকে ওষুধ করবে, পেটের সন্তান নষ্ট হবে।

মানদা। উঃ, মা গো—

দ্রুত কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। পালিয়ে আয় মানু, পালিয়ে আয়। টিকুরী খুড়ি রাক্ষুসী। পালিয়ে আয়।

মানদা। না-না, আমাকে ছুঁয়ো না, কাছে এসো না।

কাদম্বিনী। মাথা খারাপ করিসনে মানু। ডাইনীর কথায় আমাকে ভুল বুঝিসনে।

মানদা। ডাইনী তুমি।

কাদম্বিনী। মানু!

মানদা। আমি তোমাকে ছোঁব না, না—না—না। তুমি আমার কেউ না—কেউ না।

[দ্রুত প্রস্থান।

কাদম্বিনী। কেউ না! আমি কেউ না? বেশ বিষ ঢেলেছো টিকুরী খুড়ি। এবার যাও, দু'হাত পুরে খাওগে।

টিকুরী। তুমি দশহাত পুরে খাও। ভাগের ভাগ হকের ধন ফাঁক দিয়ে তোমরা যক্ষি হয়েছ।

কাদম্বিনী। ভগবান মরে নেই খুড়ি। যা-তা বলো না।

টিকুরী। তুমি আর ভগবান দেখিয়ো না দেওর-সোহাগী। ভাগী ঠকিয়ে জমানো টাকা ভোগ করবে কে? বলি হলো তোমার ছেলে?

কাদম্বিনী। [উচ্চ চিৎকারে] থাম টিকুরী খুড়ি—

টিকুরী। [আমতা আমতা করে] বা-রে, আমি কি মিছে কথা বলি!

কাদম্বিনী। তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয়, তবে ভগবান আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত করেন। আর যদি তুমি মিথ্যে বলে থাক—

টিকুরী। এ্যাঁ—বাড়ির ওপর পেয়ে শাপমন্যি দেবে নাকি!

কাদম্বিনী। না। তোমার মত অত ছোট মন আমার নয়। আমি তোমাকে শাপমন্যি দেবো না, গালিগালাজ করব না। তুমি রাক্ষুসীর মত আচরণ করেছ, সুখের সংসার ভাঙতে এসেছ। ভাঙা-গড়ার মালিক ভগবান। তাই ভগবানকে ডেকে বলি, তুমি যে মিথ্যে বলেছ, তার জন্যে ভগবান যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। যাও, বাড়ি যাও।

টিকুরী। যাবই তো, রামকেষ্টোর সংসারে দাসী-বাঁদী হতে এসেছি। সেখানে না গেলে আমাকে খেতে দেবে কে? খেতাবের জন্যে তো জমি পেলাম না।

কাদম্বিনী। কিন্তু বিষ ঢেলে কি পেলে খুড়ি? আমি কোন পাপ করিনি যে এ সংসার ভাঙবে।

টিকুরী। ভাঙবে—ভাঙবে, তোমার কপালও ভাঙবে। বড় মোড়লের মন টলেছে।

কাদম্বিনী। তাই নাকি! তা তুমি মন গুনতে পার নাকি?

টিকুরী। আমি পারিনে। কিন্তু ন্যাখাপড়া জানা ঘোতন ঘোষ জানে।

কাদম্বিনী। চুপ কর। ঘোতন ঘোষের কথা এ বাড়িতে নয়। সে শয়তান—

টিকুরী। তবে তার বুনডা বড় ভাল। খেতাব শুনলাম বীজধান দিয়েছে।

কাদম্বিনী। আমার সামনেই দিয়েছে। ঘোতনকে দেয়নি, পুঁটিকে দিয়েছে। দানে দুগ্‌গতি খণ্ডায়।

টিকুরী। কিন্তু তোমার দুগ্‌গতি হবে, শত্তুর মিতে হয়েছে। ঘোতনের বাড়িতে খেতাব বসে আছে।

কাদম্বিনী। মিছে কথা। বড় মোড়ল কোনদিন ওখানে যায় না। দু'ভাই গেছে অমরকুঁড়ির মাঠে।

টিকুরী। না মোড়লগিন্নী। নিজের চোখে দেখে এলাম, খেতাব যায়নি।

কাদম্বিনী। যায়নি?

টিকুরী। যাবে কেন—কি জন্যে? বৌ হয়ে তুমি পর।

কাদম্বিনী। থাম তুমি।

টিকুরী। সে আপন-লোক খুঁজছে।

কাদম্বিনী। আঃ, তুমি যাও—যাও বলছি।

টিকুরী। এ মেজাজ থাকবে না লো! খেতাব ছেলে চায়। তোমার ওপর তার মন নেই।

কাদম্বিনী। আমি তোমার পায়ে ধরি রাক্ষুসী, তুমি যাও।

টিকুরী। যাচ্ছি—যাচ্ছি। শেষ কথা বলে যাই। এইবার তোমার কপাল ভাঙবে। না-না, একেবারে ভাঙবে না। তোমার মহাতাপ আছে, মহাতাপ আছে। হি-হি-হি—

[প্রস্থান।

কাদম্বিনী। উঃ ভগবান! আমি এখন কি করব? জলে ডুবব, না বিষ খাবো? কি লজ্জা—কি ঘেন্না! মুখের ওপর বলে গেল—

আমার মহাতাপ আছে। এতদিন পরে মানু আমাকে বললে ডাইনী। না-না, আর নয়। সংসার শুধু ভুল বোঝে, মহাতাপকে আমি ভুলে যাবো। [প্রস্থানোদ্যতা]

মহাতাপের প্রবেশ।

মহাতাপ। দাদা—দাদা! এই যে বৌদি। দাদার আক্কেল কি! মাঠে গেল না কেন?

কাদম্বিনী। মাঠে যায়নি?

মহাতাপ। গেলে কি আমি ছুটে আসি! মীরবন্দের হায়দার শেখ আমাকে লেকন দেখায়। বলে, অমরকুঁড়ি মাঠের জমি তার বায়না করা জমি। সাক্ষী নাকি ওই শালা ভৃঙ্গি বোঁচা দাস। সবকটার আমি মাথা ফাটিয়ে দেবো। আগে দাদার সঙ্গে দেখা করি। দাদা, ও চামদড়ি দাদা—

কাদম্বিনী। বাড়ি নেই।

মহাতাপ। মাঠে নেই—বাড়ি নেই, তবে কোথায় গেল? শেখেরা বলে, আমার জমির ভেড়ী কেটে দেবে, জল ধরে রাখতে দেবে না। মগের মুলুক! আমারও নাম মহাতাপ। রক্ত দেখে তবে ছাড়ব। কিন্তু আমি যে ছাই কাগজ-পত্তর বুঝিনে। তা চামদড়ি কোথায় গেল বল তো?

কাদম্বিনী। জানিনে।

মহাতাপ। জান না? এঁ্যা, দেখি—দেখি, তোমার মুখ দেখি। হুঁ-হুঁ, সুবিধে নয়। বদনে একেবারে আষিঢ়ে মেঘ। বিত্তান্ত কি বড় বৌ?

কাদম্বিনী। কিছু না।

মহাতাপ। একি! তুমি টলে পড়ছ যে! বড় বৌ—বড় বৌ—[ধরিল]

কাদম্বিনী। [ছাড়িয়ে নিয়ে] আঃ, ছেড়ে দাও ছোট মোড়ল।

মহাতাপ। পড়ে যাবে যে!

কাদম্বিনী। তাতে তোমার কি?

মহাতাপ। আমার কি? আমি যদি বলি, মহাতাপ মরে গেলে তোমার কি? বল—বল কি করবে!

কাদম্বিনী। আমার আগে তুমি মরবে না। এ জবাব দিতে হবে তোমাকে—আমি মরবার পর। আমি তোমার কে? [প্রস্থানোদ্যতা]

মহাতাপ। দাঁড়াও—দাঁড়াও। কিছু এ্যাট্টা হয়েছে বেশ বুঝেছি। কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার তো কিছু হয়নি!

কাদম্বিনী। আমি চাই, তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধুক। চিরজনমের মত যেন দেওর-ভাজে আলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

মহাতাপ। হবে না—হবে না। তুমি আমার লক্ষ্মী—

কাদম্বিনী। না, আমি অলক্ষ্মী। আমার সঙ্গে তুমি আর কথা বলো না।

মহাতাপ। কথা বলবো না? সেই তোমার দশ বছর বয়েসে, কাদা-ধূলোর ভাত রেঁধে তবে তুমি আমাকে খেলাঘরে খেতে দিয়েছিলে কেন? তোমার আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়েছিলে কেন?

কাদম্বিনী। আঃ, ঠাকুরপো! সেদিনের কথা তুমি ভুলে যাও।

মহাতাপ। ভুলে যাবো?

কাদম্বিনী। যাও মহাতাপ। এ সংসার বড় খারাপ।

মহাতাপ। আমরা তো খারাপ নই বৌদি। উঠোনের মধ্যে মনগড়া পুকুর কেটে ডুরেল শাড়ি পরা ছোট্ট বৌ তুমি। সেদিন ছোট হাতে

এই মহাতাপকে মিছিমিছি চান করাতে। সেকি ভোলবার! আর আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না!

মানদার পুনঃ প্রবেশ।

মানদা। না।

মহাতাপ। মানু!

মানদা। অনেকদিন ভাজের মুখ দেখেছো, এইবার আমার মুখ দেখ। বল—বল, আমি তোমাকে কি দিতে পারিনি? সব দেবো—সব দেবো।

কাদম্বিনী। তার আগে তুই আমাকে একটু বিষ এনে দে মানু।

মানদা। বিষ আমিই খাবো, যদি আর তুমি দেওরকে সোহাগ দাও।

মহাতাপ। ওরে মানু! কি যে হয়েছে, কিছুই আমি জানিনে। তবে অপরাধ তোর কোথায় উঠলো, তুইও জানিসনে।

মানদা। জানবার দরকার নেই। তুমি শুধু তোমার ভাজের আঁচল ছেড়ে, আমার মুখের দিকে তাকাও। নইলে আমি গলায় দড়ি দেবো।

[দ্রুত প্রস্থান।

মহাতাপ। মানু—মানু! হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছাড়লাম মানু। তোর কথার জ্বালায় এইবার ছাড়লাম।

কাদম্বিনী। ঠাকুরপো! না-না, তুমি ভাল করলে ভাই। মানুর চেয়ে আমি তোমার আপন নই! যাও, ঘরে যাও।

মহাতাপ। যাবো—যাবো। যাওয়ার আগে আমার জল ধরে রাখা বাঁধ ভেঙে দিয়ে যাবো। মাঠের ধান পুড়িয়ে দেবো। ধান বিষ—মানুষ বিষ—বৌ বিষ।

কাদম্বিনী। এ্যাঁ! কি ছাড়লে তবে?

মহাতাপ। ঘর-সংসার।

কাদম্বিনী। না-না-না।

মহাতাপ। পথের ঘরে যাচ্ছি বড় বৌ। মহাতাপের মনের বাগান সাজানো বাগান। দাদা, তুমি, মানু—ওই এ বাড়ির নোটন, কেউ ছোট নয়। সেই বাগান আমার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর আমি থাকবো না, না—না—না। [প্রস্থানোদ্যত]

নোটনের প্রবেশ।

নোটন। ছোট মোড়ল—ছোট মোড়ল, সব্বনাশ হয়ে গেল।

মহাতাপ। যাক--যাক, আমি কিছু শুনবো না নোটন, আমি কিছু শুনবো না।

নোটন। অমরকুঁড়ি মাঠ থেকে আমাদের কিষেণ এসেছে ছোট মোড়ল। শেখেরা বাঁধ কেটে দিচ্ছে। বলে মোড়লবাড়ির মান কেটে দেবে।

মহাতাপ। মান কেটে দেবে! আমার সাধের ধরে রাখা জল বার করে দেবে! লাঠি আন নোটন, আমার লাঠি আন। আমি আগুন জ্বালাব।

কাদম্বিনী। না।

মহাতাপ। ঘর যখন ছাড়বো বড় বৌ, আমার জীবনের মায়া আমি করিনে।

কাদম্বিনী। তোমার জীবন কি শুধু তোমার একার ঠাকুরপো? তোমার মা আমাকে তোমার জীবন দান করে গেছেন। আমি তোমাকে দাঙ্গা করতে যেতে দেবো না।

মহাতাপ। পায়ের ধূলো দাও বড় বৌ! আবার তুমি লক্ষ্মী হলে। আমি কথা দিচ্ছি—ফিরে আসব। এইবার হুকুম দাও—

কাদম্বিনী। তা আমি পারব না ছোট মোড়ল। তোমার দাদা ফিরে আসুক—

মহাতাপ। দাদা ফিরে আসবার আগেই হয়তো ওরা বাঁধ কেটে দেবে।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। ছোট মোড়ল—ছোট মোড়ল!

মহাতাপ। ওই—ওই শোন, আমাদের কিষেণরা আমাকে ডাকছে। মোড়লবাড়ির মান যায় বৌদি—

কাদম্বিনী। মান রাখ ঠাকুরপো, কিন্তু মাথা যেন ফাটিয়ো না।

মহাতাপ। মানের জন্যে যদি মাথা ফাটে, লক্ষ্মীর ছোঁয়ায় সে মাথা ঠিক ভাল হয়ে যাবে। যা নোটন, লাঠি নিয়ে আয়।

নোটন। তুমি এসো গো ছোট মোড়ল, লাঠি নিয়ে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

মহাতাপ। না-না, তুই কেন যাবি আমার সঙ্গে?

নোটন। একসঙ্গে তুমি আর আমি শিব গড়ি, মাছ মারি, ধান কাটি—আর আজ ফাটাফাটির দিনে একসঙ্গে থাকবো না! আমিও যাবো, আমিও যাবো।

[প্রস্থান।

মহাতাপ। হুঁ-হুঁ! আমার সাজানো বাগানে নোটনটাও ছোট নয়। আচ্ছা যাই—

কাদম্বিনী। তোমার মানুও ছোট নয় ঠাকুরপো। এসো, আমার সঙ্গে মানুর ঘরে এসো।

মহাতাপ। তোমার সঙ্গে? ছিঃ-ছিঃ, আমি যাচ্ছি একা। হাজার

হোক আমরা স্বামী-স্ত্রী। তোমাকে রেখেছি মাথায়, মানুকে রেখেছি বুকে, আর আমি দাদার পায়ে। এই নিয়েই আমার সাজানো বাগান। ভগবানকে বল—আমাদের এ সাজানো বাগান যেন শুকিয়ে না যায়—শুকিয়ে না যায়।

[প্রস্থান।

কাদম্বিনী। ভগবান! আমাদের নিয়ে তুমি নিষ্ঠুর খেলা খেলো না। টিকুরী খুড়ি বলে গেল—আমার স্বামীর চোখে আমি পর—সে আপন লোক খুঁজছে। মানু ভুল বুঝে আমাকে বললে ডাইনী। তুমি যেন ভুল বুঝো না ঠাকুর! মহাতাপ আমার কে, তুমিই জান। সংসারের কাছে আমাকে যেন অগ্নি পরীক্ষে না দিতে হয়—না দিতে হয়।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

মানদার ঘর

মানদার প্রবেশ।

মানদা। আজই আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো। ছোট মোড়ল লাঠি নিয়ে রওনা হবে—আমিও চলে যাবো। সংসার বিষ।

পুঁটির প্রবেশ।

পুঁটি। চাঁপাডাঙার দিদি—চাঁপাডাঙার দিদি!

মানদা। আরে, কৈলেসের দেবী পুঁটি যে! আজ কি চাইতে এসেছো?

পুঁটি। আজ চাইতে আসিনি মানু বৌদি, কিছু দিতে এসেছি।

মানদা। তুমি আবার কি দেবে?

পুঁটি। কথা।

মানদা। কি কথা?

পুঁটি। সেকথা দিদিকেই বলব।

মানদা। ও, গোপন কথা? কানে কানে বলবে? তাহলে যাও, তোমার পেয়ারের লোকেরা ওইদিকে আছে।

পুঁটি। পেয়ারের লোকেরা!

মানদা। হ্যাঁ। তোমার ছোট মোড়ল, ছোট মোড়লের লক্ষ্মী—

পুঁটি। ছিঃ-ছিঃ মানু বৌদি! ছোট মোড়ল আর চাঁপাডাঙার দিদি দুজনই আমার মান্যির লোক।

মানদা। আমি ভেবেছিলাম ভাবের লোক।

পুঁটি। আচ্ছা, আমি যাই।

মানদা। আহা, খানিক দাঁড়াও না। শুনলাম তুমিই ছোট মোড়লকে বশ করে ধান মাফ নিয়েছিলে। কি দিয়ে বশ করেছিলে পুঁটি?

পুঁটি। আমরা গরীব। গরীব ছোট বুনের চোখের জল ছাড়া আর কিছু নেই। মহাতাপদাদার পা আমি চোখের জল দিয়েই পূজো করেছিলাম।

মানদা। হুঁ। আর বড় মোড়লকে? তিনি নাকি খুব তোমাদের বাড়ি যাচ্ছেন?

পুঁটি। হ্যাঁ, লাভের আশায় যাচ্ছেন। লোভ তো তেনার ষোল আনা।

মানদা। মানে?

পুঁটি। মানেটা চাঁপাডাঙার দিদিকে বলে যাবো। তারপর তুমিও শুনবে।

মানদা। না ভাই, আমি আর শুনব না। আমি চিরজন্মের মত বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি।

পুঁটি। তার মানে?

মানদা। মানে, এ সংসারটাই বিষ।

পুঁটি। তোমার কাছেও বিষ! বড় মোড়ল তাই বলছে বটে।

মানদা। ঠিক বলছে।

পুঁটি। মহাতাপদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

মানদা। ভাব থাকলে তবেই তো ঝগড়া হবে! আমি তো তার চক্ষুশূল।

পুঁটি। মিছে কথা। বৌ হয়ে তুমি স্বামী চেননি।

মানদা। আর পর হয়ে তুমি বুঝি চিনেছ! বলি কোন সোয়ামী

আছে, বৌকে কিছু না বলে মাথা ফাটাতে যায়! বিধবা হলে তো আমিই হবো।

পুঁটি। ছিঃ-ছিঃ, বালাই ষাট। একি কথা! মহাতাপদা কোথায় যাচ্ছে?

মানদা। দাঙ্গা করতে, শেখেদের সঙ্গে। শেখেরা নাকি বাঁধ কেটে দিচ্ছে।

পুঁটি। এ্যাঁ—আমি জানতাম—আমি জানতাম। শেখদের পেছনে কুবুদ্ধি ভরা মাথা আছে যে! মহাতাপদার কিছু হলে ঠিক আমি বলে দেবো।

মানদা। হেই মা! কি বলবে, কাকে বলবে?

পুঁটি। তার আগে তোমাকে একটা কথা বলি। মহাতাপদাকে তুমি কখনও ভুল বুঝো না—কু ভেবো না। সে তোমাকে খুব ভালবাসে।

মানদা। আমাকে নয়, চাঁপাডাঙার দিদিকে।

পুঁটি। দিদিকে ছেদ্দা করে, ভক্তি করে। ছেদ্দা-ভক্তি আর ভালবাসা এক জিনিস না মানু বৌদি। মহাতাপদাদা শিব—

মানদা। পুঁটি!

পুঁটি। তুমি হলে শিবের সতী, আর কেউ নয়—আর কেউ নয়।

[প্রস্থান।

মানদা। ছেদ্দা-ভক্তি এক, ভালবাসা আর এক! বৌ হয়ে আমি স্বামী চিনিনে? ঠিক চিনি, ঠিক চিনি। স্বামী আমার মন্দ ছিল না, তার মাথা খেয়েছে চাঁপাডাঙার বৌ। পুঁটি বেশ কথা বলে, আমি নাকি শিবের সতী—

মহাতাপের প্রবেশ। পেছন থেকে চুপি চুপি মানদার চোখ টিপে ধরল।

মানদা। ওমা—এ কে? কে?

মহাতাপ। সতীর পতি। তুই শালী বৌ হয়ে বরের ছোঁয়া চিনিসনে?

মানদা। মরণ! [দূরে সরে গেল]

মহাতাপ। এই কুঁদুলে, এদিকে শোন।

মানদা। না।

মহাতাপ। মাথায় জল ঢেলে দেবো।

মানদা। তোমার মাথায় ঢাল।

মহাতাপ। কেন, আমার মাথায় ঢালব কেন? মাথা গরম হয়েছে তোর। আমি তোর মাথায় পুকুরের বোদ চাপাব। আমাকে ছেড়ে বাপের ঘরে যাওয়া বার করে দেবো।

মানদা। আমার খুশি আমি যাবো।

মহাতাপ। তোর খুশি! বেশ, তাহলে যা—এক্ষুনি যা। আমি থাকতে থাকতে যা, তুই চলে গেলে আমি যমের বাড়ি যাবো।

মানদা। দুগ্‌গা—দুগ্‌গা!

মহাতাপ। এখন দুগ্‌গা-দুগ্‌গা কেন? যা, আমাকে ফেলে চলে যা। আমার এখন রাগ করবার সময় নেই। আমার সঙ্গে যাবে বলে রামকেষ্ট মোড়ল সেজেছে, নোটন সেজেছে লাঠি নিয়ে, সেই অখন্তে অবন্তে রাখাল পালও আসছে। তবে হ্যাঁ, সবার আগে আমি। তাই যাওয়ার আগে ইস্ত্রীর মুখ দেখতে এলাম—তোকে বুকে নিতে এলাম।

মানদা। থাক, এত সোহাগে দরকার নেই।

মহাতাপ। অ, তাহলে তুই বাপের বাড়ি যাবি!

মানদা। যাবোই তো।

মহাতাপ। সেখানে কার সঙ্গে ঝগড়া করবি? ঝড়-বাদলের রাতে কড় কড় করে দেবতা ডাকলে চোঁ করে কার বুকে যাবি? আমি কার মাথায় জল ঢালব, কার গালে ঝোলাগুড় মাখাব?

মানদা। তোমার নতুন বৌয়ের গালে।

মহাতাপ। নতুন বৌ! বেশ, তুই তার সঙ্গে আমাকে জুড়ে গেঁথে দিয়ে যা। ঠিক তোর মত হওয়া চাই। কুঁদুলে হওয়া চাই, তার গভ্‌বে সন্তান থাকা চাই—

মানদা। ছিঃ-ছিঃ, চুপ কর।

মহাতাপ। নেহি চুপ করেগা। দাদাকে আমি ছেলে দেবো বলেছি, তুই চলে গেলেও ছেলে চাই। গাছ আর ফল একসঙ্গে চাই।

মানদা। আঃ, কি লজ্জা—কি লজ্জা! আমি কি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব!

মহাতাপ। পায়ে মরবি কেন? হুস করে বুকে চলে আয়। কানে কানে তোকে একটা কথা বলব। আয় বলছি—

মানদা। এই যে এসেছি। বল কি বলবে—

মহাতাপ। [হঠাৎ বুকে জড়িয়ে] আমার এই হাতে কটা আঙুল আছে রে?

মানদা। পাঁচটা।

মহাতাপ। কোনটারে তুই বেশি ভালবাসিস?

মানদা। কেন, সব আঙুল তো সমান।

মহাতাপ। কোন আঙুল কাটতে পারিস?

মানদা। না।

মহাতাপ। আমিও কাটতে পারিনে মানু, আমিও কাটতে পারিনে। পাঁচফুল না হলে কি সাজি হয়? তাহলে বল, আমি কোন ফুল ফেলি?

মানদা। আমি মুখ্যু, আমি কি জানি!

মহাতাপ। আমিও দিগ্‌গজ পণ্ডিত নই রে! তবে এটা জানি, পাহারাদার আমি লক্ষ্মীর, কিন্তু বর আমি তোর।

মানদা। মরণ!

মহাতাপ। আর তুই আমার বৌ। বৌকে ভালবাসা আমার ধর্ম রে!

মানদা। ভালবাসা না হাতী। তুমি আমাকে দেখতে পার না।

মহাতাপ। তোর দুষ্টু স্বভাবকে দেখতে পারিনে। নইলে তোকে আমি খু-উ-ব ভালবাসি।

মানদা। খু-উ-ব?

মহাতাপ। হ্যাঁ, খু-উ-ব। তুই যে আমার কাজুলী। তাই তো বিষ্টিঝরা রাতে তোকে বুকে নিয়ে গান গাই—[সুরে]

কাজুলী! ও আমার কাজুলী,
তোরে আমি গড়ে দেবো চাঁদী-রূপোর বাজুলী।
পাছাপেড়ে শাড়ি দেবো, আমি তোর মাদুলী হব,
তোর পয়ে ছেলে হবে, নাম রাখব গাজুলী॥

দ্রুত নোটনের প্রবেশ।

নোটন। ছোট মোড়ল—ছোট মোড়ল! সবাই এসে গেছে। এঃ—[সরে দাঁড়াল]

মহাতাপ। [মানুকে ছেড়ে দিয়ে] ভাগ—ভাগ শালা! মনের

আনন্দে বৌকে যে একটু আদর করব, তার উপায় নেই! ভাগ— ভাগ! বলগে আমি যাচ্ছি।

[দ্রুত নোটনের প্রস্থান।

মহাতাপ। এই মানু!

মানদা। কি?

মহাতাপ। এইবার যাই—হায়দার শেখের দেমাক ভেঙে দিয়ে আসি।

মানদা। আমার ভয় করছে! মাথা ফাটিয়ে আসবে না তো?

মহাতাপ। কথা দিয়ে যাচ্ছি, মাথা দিয়ে আসব না। দাদা বাড়ি নেই, তাকে পেন্নাম করা হলো না। তুই বড় বৌয়ের কাছে যা।

মানদা। না।

মহাতাপ। তাকে তুই কু-কথা বলেছিস, পায়ে ধরে মাফ চেয়ে নিগে যা। তুই বৌদির ছোট বুন হ, আমি তোকে খুব ভালবাসব। টিকুরী খুড়ির কথায় তুই যদি আলাদা হতে চাস—

মানদা। ছোট মোড়ল!

মহাতাপ। আমার ভাগে ঘরভাঙা বৌকে আমি রাখব না মানু, ঘরভাঙা বৌকে রাখব না।

[প্রস্থান।

মানদা। কে বললে—আলাদা হওয়ার কথা কে বললে! নিশ্চয় আড়িপেতে শুনে চাঁপাডাঙার বৌ বলেছে। শত্তুর—শত্তুর! কে?

ধীরে ধীরে কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। তোর শত্তুর। [কাপড়ের ভেতর থেকে একটা পুঁটলি বার করে] এই নে।

মানদা। কি ?

কাদম্বিনী। বৌ হয়ে যেদিন এ বাড়িতে এলাম, শাশুড়ি চিক-মাদুলী দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, সেটা আছে। তোর ছেলে-পুলে হলে আমি তাকে দেবো বলে হার গড়িয়ে রেখেছি। তাকে দিস। আর আছে আখচাষের মহাতাপের কিষাণ-ভাগের টাকা। এ টাকা ঠাকুরপোকে দিস। নে, ধর। [জোর করে দিল]

মানদা। দিদি !

কাদম্বিনী। এবার আয় মানু, আমার বুকে আয়। [কাছে টেনে নিল]

মানদা। দিদি !

কাদম্বিনী। আমি খুব সুখী রে, তুই আমাকে দিদি বলেছিস। বাপের বাড়ির সম্পর্কে আমিও তো তোর দিদি রে ! তুই আমার জ্ঞাতি বুন। অনেক সাধ করে ঠাকুরপোর সঙ্গে আমি তোর বিয়ে দিয়েছিলাম। তুই এ সংসার গুছিয়ে চলিস দিদি। আমি আজই আমার ভাইকে চিঠি দেবো। সে এলেই আমি চলে যাবো।

মানদা। চলে যাবে ?

কাদম্বিনী। যেতেই হবে মানু ! পুঁটি বড় ভাল মেয়ে, সে বলে গেল, বড় মোড়ল আবার বিয়ে করবে।

মানদা। বিয়ে করবেন ?

কাদম্বিনী। হ্যাঁ। ঠাকুরপোকে এখন কিছু বলিসনে মানু। আমি তোকে মাথার দিব্যি দিলাম।

মানদা। দিদি !

কাদম্বিনী। আমি টিকুরী খুড়ির কোন কথা ঠাকুরপোকে বলিনি, বলেছে নোটন। ছেলেমানুষ, বলে ফেলেছে তার দোষ-ঘাট নিসনে।

আচ্ছা তুই যা, ওটা যত্ন করে বাক্সে তুলে রাখ। আমি এখন অমরকুঁড়ির মাঠের ধারে যাই। ঠাকুরপো কেমন মান রাখে দেখিগে। [প্রস্থানোদ্যতা]

মানদা। আমিও যাবো দিদি, আমিও যাবো।

কাদম্বিনী। ভাবিসনে মানু! ঠাকুরপোকে তোর হাতে না দিয়ে আমি কোথাও যাবো না—কোথাও না।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মানদা। ভাসুর বিয়ে করবে! না-না, এটা ভাল কথা নয়। একি—দিদির কথা শুনে আমার যে চোখে জল আসছে। দিদি—দিদি!

[প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

ঘোতনের বাড়ি

ঘোতনের প্রবেশ।

ঘোতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এতদিনে চারে আমার বড়মাছ লেগেছে। চাঁপাডাঙার বৌ! এইবার আমি তোমার দেমাক ভাঙব। পুঁটি হবে মোড়লবাড়ির বৌ।

বোঁচার প্রবেশ।

বোঁচা। সব্বনাশ হয়েছে ঘোতনবাবু, সব্বনাশ হয়েছে।

ঘোতন। কি হয়েছে বোঁচাদা?

বোঁচা। যা হওয়ার তাই। আমি পৈ-পৈ করে বলেছিলাম, এ কীত্তি করো না। তা আমার কথা কি শুনলে?

ঘোতন। আঃ—কি হয়েছে তাই বল।

বোঁচা। মহাতাপের জলের বাঁধ হায়দার শেখ কেটে দিয়েছে।

ঘোতন। তা আমাদের তাতে কি?

বোঁচা। এ্যাঁ—আমাদের কি? বেশ কথা। এখন যে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে।

ঘোতন। আঃ—চুপ কর।

বোঁচা। চুপ করব কি! এতক্ষণ যে বেধে গেল। শেখেরা লাঠি এনেছে, মহাতাপও লাঠি নিয়ে গেছে।

ঘোতন। মহাতাপ গেছে?

বোঁচা। তবে আর বলছি কি! রক্তারক্তি হবে, থানা-পুলিশ

হবে। হায়—হায়, এখন আমার কি হবে! আমি যে জাল দলিলের সাক্ষী।

ঘোতন। আঃ—ডাজ নট আউট। আস্তে কথা বল। হিসেব ভুল হয়ে গেছে। কে জানতো চারে মাছ লাগবে।

বোঁচা। এঁ্যা! বিড় বিড় করে কি বলছ?

ঘোতন। কিছু না, কিছু না। কিন্তু খেতাব তো এতক্ষণ ছিল, কিছুই বললে না। সে হলো বিষয়ী লোক, চারদিকে তার নজর।

বোঁচা। এখন আর চারদিকে নেই।

ঘোতন। হোয়াট মিনিং? মানে কি?

বোঁচা। রাগ ক'রো না ঘোতনবাবু। এখন বড় মোড়লের নজর শুধু তোমার বাড়ির দিকে।

ঘোতন। হেঃ-হেঃ-হেঃ! আমার নাম ঘোতন ঘোষ। সাত ঘাটের জল এক ঘাটে আনতে পারি।

বোঁচা। অতি চালাকের কিন্তু গলায় দড়ি।

ঘোতন। সাটআপ!

বোঁচা। মেজাজ কম কর ঘোষবাবু। এইবার তোমার দফাও গয়া, আমার দফাও গয়া। তিনশো টাকা নিয়ে তুমি হায়দার শেখের হাতে জাল দলিল ধরিয়ে দিয়েছ। আমি একশো টাকা পেয়ে তোমার কথায়, সেই দলিলের সাক্ষী হয়েছি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ কিন্তুক ঠিক বেরুবে। আর—

ঘোতন। আর?

বোঁচা। মহাতাপের হাতে বাঁচলেও, হায়দার শেখ আমাদের মাথা কাটাবে।

ঘোতন। মাথা কাটাবে তোমার, আমার নয়।

বোঁচা। কেন?

ঘোতন। আমি জাল দলিল দিয়েছি, তার হাতের লেখা আমার নয়, সইও আমি করিনি। কিন্তু সই করেছো তুমি।

বোঁচা। ঘোতনবাবু!

ঘোতন। মেজাজ খারাপ ক'রো না বোঁচাদা। তুমি হ'লে আমার পার্মানেণ্টো শিব।

বোঁচা। কোন্ শালা আর শিব সাজে।

ঘোতন। আর রাজার পার্ট—

বোঁচা। রাজার পার্টে লাথি। খুব শিক্ষে হয়েছে তোমার সঙ্গে মিশে। উঃ, এখন আমি কি করি!

ঘোতন। প্রেমালাপ করগে যাও।

বোঁচা। ঘোতনবাবু!

ঘোতন। উহুঁ, পর-নারীর সঙ্গে নয়—তোমার লোহার ইস্ত্রীর সঙ্গে। হাজার হোক করকরে একশো টাকা তুমি তার হাতে দিয়েছো। দেরী ক'রো না, যাও।

বোঁচা। যাচ্ছি। পাপের টাকার সঙ্গে লোভী বৌকে বিদেয় ক'রতে যাচ্ছি। তারপর বড় মোড়ল যখন তোমার এখানে আসবে, আমিও আসব।

ঘোতন। আমি তোমাকে খুন করবো বোঁচা দাস।

বোঁচা। খুন হওয়ার আগেই খেতাব মোড়লের কাছে তোমার কু-বুদ্ধির কালো হাঁড়ি ফাটাবো।

ঘোতন। বোঁচা দাস!

বোঁচা। বোঁচা দাসের শখের প্রাণ গড়ের মাঠ ছিল। তুমি সেই মাঠে জঞ্জাল ঢেলেছো। ভাই—

ঘোতন। তাই কি?

বোঁচা। জালিয়াৎ বলে যদি জেলে যাই, তোমাকে হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে আমিও জেলে নিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

ঘোতন। শা—লা। কিন্তু বেশ গোলমালের মধ্যে যেন পড়ে গেলাম। হায়দার শেখ—না-না, হায়দার শেখ বলবে না তার দলিল জাল। কিন্তু—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভুল করেছি। তবে কে জানত খেতাব এমন ভাবে আমার ঘর নেবে। ভায়া আবার আমাদের জন্যে পূজোর জামা-কাপড় কিনতে গেছে। না, পুঁটির মুখখানা সত্যিই সুন্দর। কে?

গণেশের প্রবেশ।

গণেশ। ইয়ে, আমি।

ঘোতন। এখানে কি চাই গণশা?

গণেশ। মানে তোমার জন্যে গোটা পাঁচেক টাকা এনেছিলাম।

ঘোতন। পাঁচ টাকা! তুই কি আমাকে ভিখিরী ঠাওরালি গণশা? ইংরিজী নবীশ ঘোতন ঘোষ ভিখিরী! গেট আউট—

গণেশ। কোন্ শালা তোমাকে ভিখিরী বলে! তুমি হলে—

ঘোতন। বল্ শালা, আমি কি?

গণেশ। গাধার ড্রাইবর।

ঘোতন। কি বললি?

গণেশ। বলছি আমি বোকা গাধা, আর তুমি বেশ চালাক ড্রাইবর। গাধার নাকে মূলো ঝুলিয়ে তুমি আমাকে ছুটিয়েছ।

ঘোতন। মূলো?

গণেশ। হ্যাঁ। সে মূলোর নাম পুঁটি।

ঘোতন। বেরিয়ে যা বলছি শূয়ার!

গণেশ। যাচ্ছি। দেনা-পাওনা শোধ কর। আজ এস্তক আমি তোমাকে দু'শো টাকা দিয়েছি।

ঘোতন। লাই টক, মিথ্যে কথা। এক টাকাও তুই আমাকে দিসনি।

গণেশ। দিইনি? বাঃ-বাঃ! বোঁচাদা ঠিক বলেছে। যত চালাক তুমি হও, এবার তোমার গলায় দড়ি—

ঘোতন। কখন বললে সে শূয়ার?

গণেশ। এই তো দেখা হ'ল। চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাড়ি যাচ্ছে। ফিরে এসে বলেছে, তোমার কেলে হাঁড়ি ফাটাবে।

ঘোতন। আই ড্যাম কেয়ার, ডাজ নট কেয়ার—বুঝলি শালা?

গণেশ। উহুঁ শালা ব'লো না, বোনাই বল। এতদিন তুমি আমাকে ওই আশা দিয়েই তো টাকা নিয়েছ।

ঘোতন। ফ্যাচ ফ্যাচ করিসনে গণশা। তোদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—নিল কানেকশান। আসিসনে আমার বাড়িতে।

গণেশ। আসব। হায়দার সেখ যেদিন তোমার ঘাড় ধরবে, সেদিন এসে হাততালি দেবো। [প্রস্থানোদ্যত]

ঘোতন। গণশা—

গণেশ। আর একটা কথা বলে যাই, পুঁটি বড় শক্ত ভবী, তোমার কথায় ভুলবে না। আর চাঁপাডাঙার বৌ যে ঘরে লক্ষ্মী, সে ঘর ভাঙা যায় না।

[প্রস্থান।

ঘোতন। আপদ গেল সব। এইবার ভবীকে আমি ভোলাবার চেষ্টা করি। পুঁটি—অ পুঁটু—পুটু দিদি! কোথায় গেলি রে—

কাপড়ের প্যাকেট হাতে খেতাবের প্রবেশ।

খেতাব। এই যে ভাই ঘোতন।

ঘোতন। এসো ভাই এসো, ব্রাদার এসো। সত্যি সত্যি আবার তুমি এলে!

খেতাব। আসব না! খেতাব মোড়লের কথা কথা!

ঘোতন। তুমি গুড ম্যান বুয়েছ? তা—সিগারেট খাও। [দুজনেই সিগারেট ধরাল]

খেতাব। বুঝলে ঘোতন, ইয়ে—তোমার ওই সব দলবলের এখানে আসা আমি ঠিক পছন্দ করিনে। বিশেষ করে ওই গণশা—

ঘোতন। সব গেট-আউট করে দিয়েছি। কেউ আর আসবে না। সিঙ্গি মহারাজ এলে কি শ্যাল-কুকুরের দল থাকে! তুমি হ'লে লায়ন।

খেতাব। তুমিও ভাল লোক ঘোতন, তুমিও ভাল। তা নাও, এটা ধর। [প্যাকেট দিল]

ঘোতন। এ্যাঁ—এযে অনেক ভারী! তুমি করেছো কি বড় মোড়ল?

খেতাব। আমার খুশি হয়েছে, কিনেছি।

ঘোতন। তা—তা তুমি পার। তবে কিনা তোমার ভাই মহাতাপ আছে। তুমি আমাদের পূজোর কাপড় দিয়েছো শুনে যদি কিছু বলে?

খেতাব। বলবে কি! আমার ভাগ নেই? আমার টাকা নেই? আমার ভাগ থেকে আমি কিনেছি। বলি আমার টাকা খাবে কে? ছেলে-পুলে আছে আমার? কি করব আমি টাকাকড়ি?

ঘোতন। ঠিক, লাখ কথার এক কথা। দাও—তুমি বিলিয়ে দাও।

খেতাব। কাকে বিলিয়ে দেবো?

ঘোতন। আজেবাজে লোককে দেবে কেন? যখন খুশি আমাকে দিও, ফিরিয়ে দিয়ে তোমাকে অপমান করব না। তা হ্যঁয়ে, এই প্যাকেটে কি কি আছে?

খেতাব। তোমার ছেলেমেয়ের জামা-প্যাণ্ট আর তোমার ইস্ত্রীর শাড়ি-সেমিজ।

ঘোতন। তোমার পছন্দ আছে, বিবেচনা আছে।

খেতাব। আর তোমার জন্যে—

ঘোতন। এ্যাঁ—আবার আমার জন্যে কেন?

খেতাব। তুমি আমার মিতে। তোমার জন্যে আছে ধুতি-গেঞ্জি।

ঘোতন। অ—তুমি মহাশয় লোক। তা নেব, তোমার দেওয়া ধুতি-গেঞ্জি আমি পরব। কিন্তু—ও হরি হ্যঁয়ে, পুঁঠির জন্যে আনোনি?

খেতাব। হ্যঁয়ে, এই যে! ধর—[আর একটা ছোট প্যাকেট বার করল]

ঘোতন। আলাদা প্যাকেট! এখন থেকেই যে পুঁটির মান বেড়ে গেল—হাঃ-হাঃ-হাঃ! তা তোমার বাড়ির জন্যে কি কিনলে?

খেতাব। এবার কিসস্যু কিনব না। কাকে দেবো? কে আছে আমার!

ঘোতন। কেউ নেই! তাই তো আমি চাই, পুঁটি তোমার হোক খেতাব। সে শুধু তোমার মুখ দেখবে। ছেলে পাবে—মেয়ে পাবে—সংসারে সুখ পাবে। দাঁড়াও, পুঁটিকে শাড়িখানা দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

খেতাব। পুঁটি। বেশ মেয়ে। আমার হবে মনে করলেও, এ বয়েসেও রক্ত নেচে ওঠে। কেউ জানে না মন আমার চিরকাল উপোসী রয়েছে। পেরথম যৈবনে টাকা পয়সা কি করে হবে—সারা হয়েছি। আর এখন চাঁপাডাঙার বৌ মহাতাপ মহাতাপ করে সারা। আমার উপর তার টান নেই। তবু—তবু, তার কথাও মনে পড়ে। না-না, তার কথা ভাবব না। পুঁটিকে আমার চাই।

নতুন কাপড় হাতে ধীরে ধীরে পুঁটির প্রবেশ।

পুঁটি। এই নিন্।

খেতাব। এঁ্যা! ও তুমি! তা এটা কি?

পুঁটি। আপনার দেওয়া কাপড়।

খেতাব। ও—পছন্দ হয়নি! ইয়ে শাড়িটা হলোগে সিল্কের। নবগেরামের চণ্ডী সা'র বাড়ি গিয়ে পোঁটলা খুলিয়ে তবে এনেছি।

পুঁটি। আপনি অনেক কষ্ট করেছেন।

খেতাব। না-না, কষ্ট কি! যেতে-আসতে দু' মাইল। তা আমি আবার যাচ্ছি, তোমার জন্যে আবার ভাল শাড়ি আনছি।

পুঁটি। না-না, এ শাড়ি খুব ভাল। আমি চিরদিন নিরুজোলার কাপড় পরেছি, ছিঁড়ে গেলে বিশ জায়গায় সেলাই করে পরেছি। আমি কি এ শাড়ি পরবার যুগ্যি? এই নিন্—

খেতাব। নেব?

পুঁটি। হ্যাঁ। আপনি হাতে করে—

খেতাব। তাই বল! ওঃ, তোমার কি বুদ্ধি! আমি হাতে করে তোমাকে দেবো। আঃ, বড় শান্তি দিলে পুঁটি। দাও, শাড়ি দাও। [নিয়ে] এইবার নাও—

পুঁটি। আজ্ঞে না। আপনি তাড়াতাড়ি যান।

খেতাব। কোথায় যাবো?

পুঁটি। যে এই শাড়ি পরবার যুগ্যি, তার কাছে।

খেতাব। সে আবার কে?

পুঁটি। মোড়লবাড়ির লক্ষ্মী, চাঁপাডাঙার দিদি। [প্রস্থানোদ্যতা]

খেতাব। [হঠাৎ পুঁটির হাত ধরে] যেয়ো না পুঁটি যেয়ো না।

পুঁটি। আঃ, হাত ছাড়ুন।

টিকুরী বৌয়ের প্রবেশ।

টিকুরী। ছাড়াসনে পুঁটি, বোকামো করে হাত ছাড়াসনে।

খেতাব। [পুটির হাত ছেড়ে] টিকুরী খুড়ি!

টিকুরী। দোষ নেই খেতাব। মহাতাপ যদি চাঁপাডাঙার বৌয়ের কাঁধে মাথা দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরে যেতে পারে, তুমিও পুঁটির হাত ধরতে পার।

খেতাব। এঁ্যা—মানে?

টিকুরী। ও বাবা খেতাব, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকো না। তুমি বাবা শক্ত করে পুঁটির হাত ধর।

পুঁটি। মুখে আগুন তোমার। তুমি মর—মর—মর।

[দ্রুত প্রস্থান।

টিকুরী। লজ্জায় পালালো। শোন খেতাব, তোমাকে একটা কথা বলি। যত তাড়াতাড়ি পার পুঁটিকে বিয়ে কর।

খেতাব। তুমি বলছ খুড়ি!

টিকুরী। না বলব কেন? আমার তো ভয় হচ্ছে, কোন দিন চাঁপাডাঙার বৌ তোমাকে বিষ খাওয়াবে।

খেতাব। না-না-না, ঠিক অতটা—

টিকুরী। নষ্টা মেয়েমানুষ সব পারে।

খেতাব। উঃ—জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে—

টিকুরী। পথে দু'জনের সে ঢলাঢলি দেখনি। আদরে মহাতাপের মাথা বুকে করে নিয়ে যাচ্ছে।

খেতাব। সত্যি বলছ খুড়ি?

টিকুরী। ও মা! হাজার লোক দেখেছে। কি ব্যাপার? না—মহাতাপের কপাল ফেটেছে। তাও—এট্টুখানি।

খেতাব। এ্যাঁ! মহাতাপের কপাল ফেটেছে? কি করে?

টিকুরী। দাঙ্গা-হাঙ্গা করে।

খেতাব। কাদের সঙ্গে?

টিকুরী। শেখদের সঙ্গে। ওরা নাকি মহাতাপের জল চুরি করেছে। তাই নিয়ে মারামারি। শেখদের দু'জন মহাতাপের লাঠির ঘায়ে জখম হয়েছে।

খেতাব। সর্বনাশ!

টিকুরী। হায়দার শেখের মাথা ফাটিয়েছে।

খেতাব। জন্মশত্তুর! আমার জন্মশত্তুর। ওঃ, কখন এত কাণ্ড হ'লো! এইবার কি হবে?

ঘোতনের পুনঃ প্রবেশ।

ঘোতন। ফৌজদারী হবে, মহাতাপকে ধরে জেলে নিয়ে যাবে।

খেতাব। যাক—যাক, জন্মশত্তুর মরুক। কাদুর বুক ফাটুক।

ঘোতন। সে খু-উ-ব ফাটবে। কাদুর কি আর হায়া পিরবিত্তি বলে কিছু আছে!

টিকুরী। কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই! তোর কানের পাশ দিয়ে তীর গেছে বাবা ঘোতন। খুব ভাগ্যির জোর, ওই মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়নি।

ঘোতন। ঘোতন কাউ-মুখ্যু নয় খুড়ি। আমি তো জানি—

খেতাব। কি জানো ঘোতন, কি জান?

ঘোতন। সেসব কথা থাক। কিন্তু এখন কি দেখলাম।

খেতাব। কি দেখলে?

ঘোতন। সেই অমরকুঁড়ির মাঠ থেকে কানু মহাতাপকে জড়িয়ে ধরে আনছে! আর লোকে তাই দেখে গালে গালে হাসছে।

খেতাব। খুন করব, কলঙ্কিনীকে আমি খুন করব।

টিকুরী। না-না, অমন কাজ করো না। দুষ্ট গরু তাইড়ে দিয়ে, আবার বিয়ে করে তুমি আলাদা হও।

খেতাব। ঠিক বলেছো খুড়ি! এইবার আমি আলাদা হবো। উঃ, মাথায় আমার আগুন জ্বলছে। জল চুরি আবার চুরি নাকি! কারও নাম লেখা আছে? হায়দার শেখও কম লোক নয়।

ঘোতন। হায়দারের দোষ আছে খেতাব, সে নাকি হঠাৎ এক দলিল বের করেছে—

খেতাব। করলেই বা। আমার কাছে কাগজ নেই? যাক, সব আগুন লেগে পুড়ে যাক। আমি আবার নতুন করে সংসার গড়ব। এই বড় পূজোর আগেই আমি আলাদা হবো। [প্রস্থানোদ্যত]

ঘোতন। খেতাব!

খেতাব। ও হ্যাঁ, এই কাপড়খানা রাখ। পুঁটিকে বলো, এ কাপড় আমি মোড়লবাড়ির নতুন বড় বৌকে দিলাম।

[প্রস্থান।

ঘোতন। সঙ্গে যাও খুড়ি। কান ভারী করতে করতে বাড়ি গেলে হয়তো আমে-দুধে মিশে যাবে। বিকেলে এসো আমি তোমাকে দুটো টাকা—

টিকুরী। দিবি তো মুখপোড়া?

ঘোতন। দিব্যি করলাম, দোবো যাও। আর দেখ, কেউ যেন খেতাবের সঙ্গে কথা বলতে না পারে।

টিকুরী। আমি থাকতে কোন শালা-শালী ঘেঁষবে। যাই বাবা! ওবেলা আসব, টাকা দুটো দিস। বড় কষ্টে আছি।

[প্রস্থান।

ঘোতন। বোঁচা আর গণশা পক্ষে আছে কিনা কে জানে! তাই টিকুরী খুড়িকে পাঠালাম। এদিকে আবার দুটো চিন্তা। পুঁটিকে কায়দা করতে হবে, সেও পারব। কিন্তু হায়দার শেখকে? ব্যাটার মাথা কেটেছে। দু'-একদিন এখন গা-ঢাকা দিই—[প্রস্থানোদ্যত]

মাথায় পট্টি বাঁধা হায়দারের প্রবেশ।

হায়দার। ওদিকে নয় ঘোতন ঘোষ! আমার সঙ্গে এসো।

ঘোতন। এঁ্যা—মিঞা ভাই! একি অবস্থা তোমার! রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে!

হায়দার। যাক। তবে হ্যাঁ—এইবার জানবে, যখন আমি তোমার মাথা ফাটাব।

ঘোতন। একি কথা! আমি তোমার বন্ধু—

হায়দার। বন্ধু? হাঃ-হাঃ-হাঃ! বন্ধু বুঝি বলে, তুমি যে দলিল দিয়েছ, তার কোন প্রমাণ নেই!

ঘোতন। বোঁচা শয়তান বলেছে?

হায়দার। শয়তান তুমি। আর বৌচা দাগ দিলখোলা মানুষ। সে আমাকে সব বলেছে! আমার দেওয়া একশো টাকা ফেরত দিতে গেছে। টাকা আমি নিইনি, তবে আমি তাকে খালাস দিয়েছি। তাই জাল দলিল নিয়ে মামলা আমি করবো না। তবে—

ঘোতন। তবে আবার কি?

হায়দার। তোমাকে ধরে আমি দু'গ্রামের পঞ্চায়েতে নিয়ে যাব। দেবগ্রাম আর মীরবন্দের কাছারী ঘরে দু'বার তোমাকে যেতে হবে।

ঘোতন। মিঞা ভাই!

হায়দার। মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে মহাতাপ! একাই আমাদের ঘায়েল করেছে। শেখদের মান নিয়ে, মোড়লবাড়ির মান রেখে ফের সে বাঁধ দিয়েছে। তারও মাথা ফেটেছে সত্যি, তবু জয় হয়েছে তার। মহাতাপের কাছে হেরেছি বলে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু তোমার কাছে হারবো না।

ঘোতন। আমি কে? সামান্য মানুষ—

হায়দার। তুমি মানুষ? হাঃ-হাঃ-হাঃ! না ঘোষবাবু, তুমি ধড়িবাজ—তুমি শয়তান! তোমার বিচার হবে দু'পঞ্চায়েতে। এসো, চলে এসো—এসো।

[ঘোতনের হাত ধরে প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখ

বিপিন, রামকেষ্ট সহ খেতাবের প্রবেশ।

খেতাব। না-না, আমি কোন অনুরোধ শুনব না জ্যাঠা, এক সংসারে আমি থাকব না।

বিপিন। আমার কথা শোন খেতাব, আজ বাদে কাল পূজো। এ সময় এসব কথা থাক।

রাম। মোড়লদাদা ঠিক বলেছে, পূজোর সময় ঘর ভাঙাভাঙি— না-না, ঠিক নয়, ঠিক নয়।

খেতাব। আমি যা ঠিক করেছি, তাই হবে রামকেষ্ট! মহাতাপকে তার ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে কালই আমি আলাদা হব।

রাম। কালই? একি কথা বড় মোড়ল, কাল হলোগে দুর্গা ষষ্ঠী—

খেতাব। ষষ্ঠী আছে, তাতে আলাদা হতে কি!

বিপিন। এ যে অমঙ্গল।

খেতাব। যথেষ্ট মঙ্গল আমার হয়েছে। হাড়ে আমার কালি পড়ে গেছে। এরপর হাতে আমার দড়ি পড়বে।

রাম। কে দড়ি দেবে?

খেতাব। দারোগা-পুলিশ, আবার কে?

বিপিন। কেন? তুমি কি চুরি-চামারি, খুন-জখম করেছ?

খেতাব। আমি না করলেও, আমার ভাই তো করেছে। মীরবন্দের

হায়দার শেখ কি ফৌজদারী করবে না? গোঁয়ার গোবিন্দকে কে মারামারি করতে বলেছে!

বিপিন। বিবেক বলেছে খেতাব।

রাম। মহাতাপ মোড়লবাড়ির মান রেখেছে বড় মোড়ল।

খেতাব। খুব মান রেখেছে, আমাকে একেবারে সগ্‌গে তুলেছে।

রাম। তা—তা—

খেতাব। আমি কোন কথা, কোন অনুরোধ শুনব না। কালই আমি আলাদা হব।

বিপিন। তুমি পাগল হয়েছো খেতাব? এদিকে মহাতাপ মাথা ফাটিয়ে জ্বরে পড়েছে।

খেতাব। ওসব হ'লো ভালুক জ্বর। ভাগ নেওয়ার সময় ভাল হয়ে যাবে।

বিপিন। তোমার কানে কে এই বিষ মন্তর দিয়েছে বল তো?

খেতাব। জ্যাঠা!

বিপিন। ওই বিজ্ঞমানুষ ঘোতন ঘোষ আর বিষমুখী টিকুরী বৌ। যেই দিক, ভাল পরামর্শ দেয়নি। মহাতাপ তোমার সোনার চাঁদ ভাই।

খেতাব। ভাই নয়, জন্ম-শত্তুর।

বিপিন। খেতাব!

খেতাব। তোমরা যাই বল, আমি এই চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি করছি, আমি আর একসঙ্গে থাকব না।

বিপিন। এই যদি তোমার মনের ইচ্ছে, তবে তোমার চণ্ডীমণ্ডপে মা দুগ্‌গার প্রতিমা তুললে কেন? মাকেও এবার ভাগ করে নেবে নাকি?

খেতাব। সে ভাগ হবে সামনের বছর। এ বছর খরচ বাদ দিয়ে ভাগ হবে।

বিপিন। তবু কালই ভাগ হওয়া চাই?

খেতাব। চাই—চাই। না হলে—

বিপিন। কি করবে?

খেতাব। গলায় দড়ি দেবো জ্যাঠা, গলায় দড়ি দেবো।

[প্রস্থান।

বিপিন। খেতাব—খেতাব!

রাম। হবে না মোড়লদাদা, বড় মোড়ল বদলে গেছে। তাই মহাতাপ যখন মাথা ফাটাফাটি করছে, বড় মোড়ল তখন ঘোতন ঘোষের বাড়ির লোকের পূজোর কাপড়-চোপড় কিনতে ব্যস্ত।

বিপিন। সেকি!

রাম। মোড়লবাড়ি ভেঙে যাবে, আপনি তাকে ধরে রাখতে পারবেন না—পারবেন না।

[প্রস্থান।

বিপিন। ভেঙে যাবে! পূজোর সময় ভেঙে যাবে! খেতাবের মনে পাপ ঢুকেছে। ঘোতনের বাড়ির জন্যে কাপড়-চোপড়! খেতাব—খেতাব—না-না, আর কিছু বলব না, মচকে থাকবার চেয়ে ভেঙে যাওয়াই ভাল।

[প্রস্থান।

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। জ্যাঠা-শ্বশুর—জ্যাঠা-শ্বশুর! ও, চলে গেছেন। ভেঙে যাচ্ছে, মোড়লবাড়ির চাঁদের হাট ভেঙে যাচ্ছে। যাক—যাক, তা

দেখবার জন্যে আমি এখানে থাকব না। ভাইকে চিঠি দিয়েছি, সে এলেই আমি চলে যাব। [প্রস্থানোদ্যতা]

খেতাবের পুনঃ প্রবেশ।

খেতাব। দাঁড়াও। বলি তুমি কি ভেবেছ বড় বৌ?

কাদম্বিনী। যা বলবে আস্তে বল, মহাতাপ যেন শুনতে না পায়।

খেতাব। মহাতাপ—মহাতাপ। বলি তোমার কি হারা-পিরবিত্তি বলে কিছু নেই!

কাদম্বিনী। অন্যায় কাজে আছে, ন্যায় কাজে নেই।

খেতাব। ন্যায় কাজ আর ন্যায় কাজ। হাজার লোকের মাঝখান দিয়ে দেওরের মাথা কাঁধে নিয়ে আসা ন্যায় কাজ?

কাদম্বিনী। হ্যাঁ, ওই অবস্থায় ন্যায় কাজ। আর আমি তার কে—পাড়ার লোক না জানলেও, তুমি সব জান।

খেতাব। আমার আর কিছু জানবার দরকার নেই। মুখে তুমি অনেক চুনকালি মেখেছো।

কাদম্বিনী। মহাতাপের দাদা হয়ে তুমি অন্তত একথা বলো না, ধর্মে সইবে না—তোমার মরা মায়ের আত্মা কষ্ট পাবে।

খেতাব। থাক, মায়ের নাম তুমি আর জিভে এনো না।

কাদম্বিনী। তুমি কি বলতে এসেছো—দয়া করে তাই বল।

খেতাব। শোন। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, কালই আমি আলাদা হবো।

কাদম্বিনী। হ'য়ো।

খেতাব। আলাদা হয়েই পাঁচিল তুলবো।

কাদম্বিনী। তুলো।

শ্বেতাব। পাঁচিলের ওধারে তুমি যেতে পারবে না।

কাদম্বিনী। এধারে আমি থাকতে পারবো তো?

শ্বেতাব। তার মানে?

কাদম্বিনী। মানে—নৈবিদ্যির মত নিজেকে উজাড় করে আমি তোমাকে দিয়েছি। আমার সুখ আনন্দ ভালবাসা দুঃখ ব্যথা দশ বছর বয়েস থেকে এ সংসারে এসে সব তোমাকে দিয়েছি; তবু আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি।

খেতাব। বড় বৌ!

কাদম্বিনী। আমি জানি, বেশিদিন আমি পাঁচিলের এধারে থাকতে পারবো না। তার চেয়ে তুমি আমাকে চাঁপাডাঙায় পাঠিয়ে দাও।

খেতাব। বুঝলাম।

কাদম্বিনী। কি বুঝেছ?

খেতাব। তুমি আমার শত্রু।

কাদম্বিনী। আমিও শত্রু?

খেতাব। হ্যাঁ। তাই আমি ঠিক করেছি, আমিই তোমাকে চাঁপাডাঙায় পাঠিয়ে দেবো।

কাদম্বিনী। ও—তুমিও ঠিক করেছ! তাহলে এক কাজ কর, আমাকে তুমি মেরে ফেল। আমি বেঁচে থাকলে তোমার অনেক ক্ষতি।

খেতাব। আমার জীবনের ক্ষতি বুঝি?

কাদম্বিনী। কি বললে?

খেতাব। তোমার সোহাগের মহাতাপের যুক্তিতে আজ বুঝি আমাকে তুমি বিষও দিতে পার।

কাদম্বিনী। আমি তোমাকে বিষ খাওয়াব! উঃ ভগবান! তুমি কি—তুমি কি?

মহাতাপের প্রবেশ। মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

মহাতাপ। বিষ সাপ—বিষ সাপ।

খেতাব। কে বিষ সাপ?

মহাতাপ। তুমি—তুমি। ছোবল মেরে মেরে আমার সাজানো বাগান জ্বালিয়ে দিলে। রামচন্দর ভেবে মিথ্যে তোমাকে পেন্নাম করেছি। তুমি কালনিমে—শয়তান কালনিমে। তোমায় ছোঁয়ায় সব জ্বলে গেল।

খেতাব। তোর ছোঁয়ায়, তোর ছোঁয়ায়। তুই বিষ।

মহাতাপ। আর তুমি আগুন, তুমি শ্মশান।

কাদম্বিনী। আমি বিষ খাবো ছোট মোড়ল! তুমি এখানে কেন এলে?

মহাতাপ। আসবো না! কালনিমে সোনার লঙ্কা ভাগ করছে, আর আসবো না! তোমাকে জ্বালা গঞ্জনা দিচ্ছে, আর আমি আসবো না! ওই চামদড়ি তোমাকে বিয়ে করে এনেছে বলে কি তোমার মাথা কিনেছে বড় বৌ! আমার ইচ্ছে হচ্ছে, কেপ্পনটাকে নিকেশ করে দিই।

কাদম্বিনী। থাম ঠাকুরপো, থাম। আমার স্বামীর চেয়ে তুমি কিন্তু আপন নও।

মহাতাপ। আমি আপন নই? আমি তোমার মহাতাপ, তুমি আমার বড় বৌ—

কাদম্বিনী। না, আমি তোমার কেউ নই।

মহাতাপ। বড় বৌ!

খেতাব। আমি তোকে বারণ করছি, বড় বৌয়ের নাম তুই মুখে আনিসনে।

মহাতাপ। কেন? বড় বৌ কি তোমার একার! আমিও তার ভাগীদার।

কাদম্বিনী। চুপ কর ইতর ছোটলোক!

খেতাব। আর ধামাচাপা দিয়ে কি লাভ চাঁপাডাঙার বৌ। এবার থেকে আমি তোমাকে দৌপদী বলে ডাকবো—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

মহাতাপ। [ভ্যাংচাইয়া] দেবো একদিন শেষ করে। শকুনের মত তাকানো বার করে দেবো। আবার বলে সোনার লঙ্কা ভাগ হবে!

কাদম্বিনী। হ্যাঁ, হবে—হবে। হলে ভাল হবে। তোমার মত অসভ্য ছোটলোকের মুখ আমাকে দেখতে হবে না।

মহাতাপ। কি, তুমি আমার মুখ দেখবে না? আমি তোমার—

কাদম্বিনী। দূর হও—দূর হয়ে যাও।

মহাতাপ। আমি দূর হবো! গায়ে আমার জ্বর, আর তুমি আমার বড় বৌ হয়ে আমাকে দূর হতে বলছ? আমি তোমাকে কত ভালবাসি—

কাদম্বিনী। মহাতাপ!

মহাতাপ। তোমার আঁটকুড়ি নাম খণ্ডাতে—আমার ছেলে হলে তোমাকে আমি দেবো বলেছি।

কাদম্বিনী। না। পরের ছেলে আমি চাইনে—চাইনে—চাইনে। [প্রস্থানোদ্যতা]

মহাতাপ। বড় বৌ!

কাদম্বিনী। বড় বৌ আমি আমার স্বামীর, তোমার মুখে বড় বৌ ডাক শোনাও আমার পাপ। তাই আমি তোমার মুখও দেখতে চাইনে।

[প্রস্থান।

মহাতাপ। বাঃ—বাঃ! মোক্ষম বাজের ঘা দিলে বড় মোল্যান। তবে আর কি! মহাতাপকে তুমিও খালাস দিলে। সুখে থাক চামদড়ি দাদা—আমি এবাড়ি ছেড়ে চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

মানদার প্রবেশ।

মানদা। হি-হি-হি! বলি এইবার হলো তো ছোট মোড়ল?

মহাতাপ। আবার বুঝি তুই বিঁধতে এলি কুঁদুলী?

মানদা। উঁ-হুঁ, আর কুঁদুলী বলো না। তুমি বলা ইস্তক আমি তোমার লক্ষ্মীকে আর অচ্ছেদ্দা করিনি। কিন্তু মনের জ্বালা কি জল দিয়ে ধুলে চলে যায়! তারপর, কি ঠিক করলে?

মহাতাপ। কিসের ঠিক?

মানদা। আলাদা হওয়ার।. এবার তো আর আমাকে বলতে পারবে না, এবার বড় গাছে ঝড় বেধেছে। আর হা-হুতাশ না করে আখের গুছিয়ে নাও, বিষয় বুঝে নাও।

মহাতাপ। বিষয় বিষ, আমি চাইনে—চাইনে। মন] আমার জ্বলে গেছে। বড় বৌ বললে—আমি তার পর।

মানদা। শুনেছি গো, শুনেছি। এইবার আমি বাবার থানে পূজো দেবো। কাল তুমি দাঁড়িয়ে থেকে তোমার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নাও।

মহাতাপ। বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা বলছি! বড় বৌ থাকতে এই সংসার ভাগ হবে, লক্ষ্মী পিরতিমে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, আর আমি সেই ভাগের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবো! আমাকে তুই কি ভাবিস?

মানদা। তুমি আমার সোয়ামী না হলে বলতাম, বোকা গাধা বলেই ভাবি।

মহাতাপ। গাধা আছি বেশ আছি, তাই বলে বাঁদর হবো না। টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তি ভাগ হয়। তাই বলে কি মায়ের পেটের ভাই ভাগ হয়?

মানদা। তার মানে?

মহাতাপ। মানে চামদড়ি যত খারাপ হোক, তবু সে আমার ভাই। আলাদা হয়ে ভাই কোথায় পাবো? বড় বৌ কোথায় পাবো?

মানদা। এখনো বড় বৌ!

মহাতাপ। হ্যাঁ—

মানদা। ওঃ, খুব যে দরদ দেখি। যে বলে তোমার মুখ দেখাও পাপ—

মহাতাপ। আঃ, চুপ কর বলছি, আর বিষ ঢালিসনে।

মানদা। আর বড় বৌ বুঝি মধু ঢেলে গেছে? তোমার সন্তান হলো তার কাছে পরের সন্তান—

মহাতাপ। তোরা সাপের জাত, বিষ ছাড়া তোদের আর কিছু নেই। হিংসের কথা ছাড়া আর কিছু বলতে জানিসনে। জীবনটাই আমার জ্বালিয়ে দিলি। না-না, তোদের কারও কাছে আমি থাকবো না। যেদিকে দু'-চোখ যায় চলে যাবো।

মানদা। চলে যাবে?

মহাতাপ। হ্যাঁ, এই দেবগ্রাম ছেড়ে চলে যাবো। তোর কামড় সহ্য করেছিলাম, আজ আমার লক্ষ্মী আমাকে সাপ হয়ে কামড়েছে—ওর কামড় আমার সইলো না। তোরা মোড়লবাড়ি ভাগ করে শ্মশান কর, আমি পথে পথে মদ খাবো—ভাং খাবো আর বলব, আমি জন্ম-জন্মান্তর বোকা গাধা হয়ে থাকবো, বিষয় বিষ গায়ে মেখে বাঁদর হবো না—বাঁদর হবো না।

[প্রস্থান।

মানদা। এ্যাঁ! সত্যি সত্যি যে চলে গেল! হেই মা দুগ্‌গা! কি পাগলের হাতে পড়েছি গো! ওরে নোটন, ছুটে যা—ছুটে যা। নোটন—নোটন—

[প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য

পথ

নেপথ্যে নোটন। ছোট মোড়ল—ছোট মোড়ল! কোথায় তুমি? বাড়ি এসো—

মহাতাপের প্রবেশ।

মহাতাপ। না—না—না, ফিরব না, ও শ্মশানে আর ফিরব না। আলাদা হয়ে সব দুধ-ভাত থাক, আমি ভিক্ষে করে করে খাব। আজ পেটপুরে ভাং খেয়েছি—মদ খেয়েছি, দিন কেটে গিয়ে রাত হয়েছে। ব্যস, এখন ওই গাছতলায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দেবো। কোন্ ব্যাটা আর সংসারে ফেরে।

নেপথ্যে নোটন। ছোট মোড়ল—

মহাতাপ। এ্যাঁ—নোটন আমাকে খুঁজতে এসেছে! আমাকে খোঁজবার লোক তাহলে পিরথিমীতে আছে? নেই—নেই। যার বড় বৌ নেই, তার কেউ নেই। [প্রস্থানোদ্যত]

হ্যারিকেন হাতে নোটনের প্রবেশ।

নোটন। কেডা দাঁড়িয়ে—কেডা? এ্যাঁ—ছোট মোড়ল! ওঃ, পাইছি—পাইছি।

মহাতাপ। এ্যাই শালা, তুই এখানে কেন? যা—যা, ভাগ দেখি।

নোটন। না-না, আমাকে তাইড়ে দিও না। সন্ধ্যে থেকেন আমি তোমাকে খুঁজছি। বাড়ি চল ছোট মোড়ল, বাড়ি চল।

মহাতাপ। আমার বাড়ি! কোথায় আমার বাড়ি? আমার বাড়ি পুড়ে গেছে।

নোটন। ছোট মোড়ল!

মহাতাপ। ছোট মোড়ল সাপের কামড়ে মরে গেছে। যা—যা, ভাগ!

নোটন। এঁ্যা! তুমি এমন টলছো কেন?

মহাতাপ। মাথা টললে, দেহ টলে। মোড়লবাড়ি টলে গেল, মহাতাপ নড়ে গেল। গেল—গেল, তাতে কার কি! তোরা মাছ-ভাত খেইছিস, আমি ছাই-পাঁশ খেইছি। মদ-ভাং খেইছি বলে টলছি, তবে নেহি পড়েগা, রাতেই দেবগ্রাম ছাড়বো।

নোটন। না-না, আমি তোমাকে যেতে দেবো না, কিছুতেই যেতে দেবো না। তোমার জন্যে ছোট মোল্যান কাঁদছে!

মহাতাপ। কাঁদুক। আর তোর বড় মোল্যান?

নোটন। বড় মোল্যান কাঁদছে না, দাওয়ার ওপর চুল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে।

মহাতাপ। তোকে কিছু বললে?

নোটন। না।

মহাতাপ। আমাকে খুঁজতে বললে না?

নোটন। ছোট মোল্যান বললে, বড় মোল্যান বললে না।

মহাতাপ। আর বলবে না। সে আমার মুখ দেখবে না, আমিও দেখাতে চাইনে—কাউকে আমি চাইনে। একাই আমি ব্যোম ব্যোম করে বেড়াব।

নোটন। থাবে কি ?

মহাতাপ। কেউ খেতে দিলে খাব, নইলে উপোস করবো।

নোটন। উপোস করলে কি মানুষ বাঁচে ?

মহাতাপ। না হয় মরেই যাব।

নোটন। ছোট মোড়ল!

মহাতাপ। হ্যাঁ—একটা কথা শোন। তোদের বড় মোল্যানকে বলিস, ওদের একটা পয়সাও আমি কাছে করে আনিনি। চিরটাকাল আমি গতর দিয়ে খেটেছি। আলাদা হয়ে ওরা রাজরাণী হোক আর যাই হোক, ছোট বৌটাকে যেন খেতে দেয়।

নোটন। আমি পারবো না, ছোট হয়ে অত বড় কথা বলতে পারবো না।

মহাতাপ। তাহলে দূর হয়ে যা। আমি এখন মদ থাব। [মদের বোতল বের করল]

নোটন। ছোট মোড়ল!

মহাতাপ। ফের ছোট মোড়ল বললে, এই বোতল দিয়ে তোর মাথা ভাঙব। যা—দূর হ।

নোটন। যাচ্ছি। তুমি যখন বিরাগী হয়ে চললে, কালকেই আমি ছুটি নেব—ছুটি নেব।

[প্রস্থান।

মহাতাপ। যাক—যাক, মোড়লবাড়ি ছেড়ে চলে যাক। তাতে আমার কি! দুঃখ এলেই মদ খাব। এ শালা খাশা চীজ, সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। [দেখতে লাগল]

নেপথ্যে কাদম্বিনী। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো—

মহাতাপ। এ্যাঁ! কে ডাকে—কে ডাকে ? এ যেন বৌদির গলা!

না-না, ভুল—ভুল। বড় বৌ কেমন করে আসবে! রাতকাল—চারদিকে আঁধার। না-না, আমি ভুল শুনছি।

নেপথ্যে কাদম্বিনী। মহাতাপ! মহাতাপ—

মহাতাপ। হাঁ্যা—হ্যাঁ, সে এসেছে। আঃ—আমার মাথা ঘুরছে, পালাই—পালাই—[প্রস্থানোদ্যত]

কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। না। [দ্রুত মহাতাপের হাত ধরল]

মহাতাপ। বৌদি! [মদের বোতল হাত থেকে পড়ে গেল]

কাদম্বিনী। এসো আমার সঙ্গে।

মহাতাপ। না—না—না, তুমি আমার মুখ দেখবে না, আমি তোমার পর।

কাদম্বিনী। মিছে কথা লক্ষ্মী-ঠাকুরপো। যা বলেছি, সব মিছে।

মহাতাপ। সব মিছে!

কাদম্বিনী। তার শাস্তি তুমিও আমাকে কম দিলে না। তুমি কি বোঝ না, আমার হয়েছে চোবের মায়ের কান্না। যাক, এখন এসো। কাউকে না বলে লুকিয়ে আমি এসেছি। এসো—

মহাতাপ। তুমি আমার হাত ধর, নইলে আমি এক-পাও যেতে পারবো না।

কাদম্বিনী। জানি, তুমি নেশা করেছ। নোটনের সঙ্গে দেখা হলো। সে আমাকে সব বলেছে।

মহাতাপ। তুমি আমাকে বকবে না?

কাদম্বিনী। আজ বকব না, এসো। আমি তোমাকে ধরেছি—তুমি চল। [মহাতাপকে এক হাতে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরল]

মহাতাপ। জান—আমি বিবাগী হয়ে চলে যেতাম। কিন্তুক যাওয়া আমার হলো না—তোমার জন্মেই আমি ফিরে যাচ্ছি।

কাদম্বিনী। আমিও জানি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পার না। এসো, বাড়ি এসো। [উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

খেতাবের প্রবেশ।

খেতাব। [কঠিন কণ্ঠে] না।

মহাতাপ। কে ?

কাদম্বিনী। একি, তুমি !

খেতাব। তুমি আর আমার ঘরে ঢুকো না চাঁপাডাঙার বৌ।

মহাতাপ। দাদা।

কাদম্বিনী। ওগো, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

খেতাব। যা বুঝবার সব বুঝেছি। তুমি গলায় দড়ি দিয়ে মর, দড়ি দিয়ে মর। [প্রস্থান।

কাদম্বিনী। আঃ, ভগবান—ভগবান! আমাকে তুমি মরণ দাও—মরণ দাও। [অর্ধ-মূর্ছিতা হয়ে পড়ে যাচ্ছিল]

মহাতাপ। [ধরে ফেলে] বৌদি—বৌদি! নেশা আমার ছুটে গেছে। আমি তোমাকে নিয়ে আমার ঘরে যাব।

কাদম্বিনী। [ক্ষীণকণ্ঠে] না, আমি নদীতে ঝাঁপ দেবো।

মহাতাপ। কিসের জন্যে? দাদা ভুল করেছে বলে আমি ভুল করবো না। সংসার ভেঙে যায় যাক, আমার ঘরে আমি তোমাকে লক্ষ্মীর মত রাখব। আমরা ভাঙব না। এসো—

[কাদম্বিনীকে ধরে নিয়ে প্রস্থান।

———

ত্রয়োদশ দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখ

চিৎকার করতে করতে টিকুরী বৌয়ের প্রবেশ।

টিকুরী। পাপ—পাপ। মোড়লদের এবার সবার ওলাউঠা হবে। অনাচার—অনাচার। বলি পূজো-আচ্চা করা কেন? এই রামকেষ্টা—রামকেষ্টা—

রামকেষ্টর প্রবেশ।

রাম। চ্যাচাও কেন খুড়ি!

টিকুরী। চেঁচাবো না! বলি তোরা কি চোখ-কানের মাথা খেয়েছিস! এই কি খেতাবের পাঁচিল দেওয়ার সময়! কাল ভাগ হলো, আর আজ পাঁচিল!

রাম। তুমি আর এক মুখে দু' কথা বলো না। খেতাবের মাইন্দার নোটন শুনেছে—

টিকুরী। কি শুনেছে মুখপোড়া?

রাম। ভাগের পর তুমি বড় মোড়লকে ডেকে বলেছ পাঁচিল তুলতে। বলেছ, ভাগীও যা—শত্রুও তাই।

টিকুরী। হ্যাঁ বলেছি। তাই বলে আজ এই পেরথম পূজোর দিন বলেছি নাকি! খেতাব একেবারে আক্কেলের মাথা খেয়েছে।

রাম। আর তুমি বড় মোড়লের মাথা খেয়েছ!

টিকুরী। মুখে রক্ত উঠে মরবি রামকেষ্টা—

রাম। থাক, ওসব আমার খুব শোনা আছে। আর কি বলছ বল।

টিকুরী। আমি বলবো কেন? তোদের চোখ নেই! যার চণ্ডীমণ্ডপে পূজো হচ্ছে, তার ঘরের পূজোর ডালা এলো না—সেদিকে কি মোড়লদের নজর আছে!

বিপিনের প্রবেশ।

বিপিন। আছে টিকুরী বৌ! কিন্তু খেতাবকে যে ভূতে পেয়েছে।

রাম। ভূত নয় মোড়লদাদা, পেত্নীতে পেয়েছে।

টিকুরী। আ-মর, আমার দিকে তাকাচ্ছিস কেন?

রাম। কেন তাকাচ্ছি সেকথা এখন বলবো না। পূজোর ডালা আগে আসুক, তারপর বলবো। ও বড় মোড়ল, ও বড় মোড়ল—[প্রস্থানোদ্যত]

বিপিন। শুধু ডালা নয় রামকেষ্ট। কি মুস্কিল! ঠাকরুণের ঘট পর্যন্ত আসেনি যে!

রাম। আমি ব্যবস্থা করছি মোড়লদাদা। ও চাঁপাডাঙার বৌদি! বৌদি—

[প্রস্থান।

টিকুরী। এই দেখ, আবার অনাচার! না-না, ধম্ম-কম্ম আর থাকলো না। চাঁপাডাঙার বৌকে আবার ডাকাডাকি কেন? তাকে কি ঠাকরুণের ঘট, পূজোর ডালা ছুঁতে আছে?

বিপিন। ছুঁতে নেই কেন?

টিকুরী। ওমা, বুড়ো মিনসে দেখি কিছু বোঝে না। মেয়েলোকের স্বভাব যদি নষ্ট হলো তো সবই নষ্ট হয়ে গেল।

বিপিন। থাম। চাঁপাডাঙার বৌমা সতীলক্ষ্মী, তার নামে কিছু বললে তোমার জিভ খসে যাবে। পূজোর ডালা, ঠাকরুণের ঘট আজ দশ বছর তিনি আনছেন। এবার আনলে চাঁপাডাঙার বৌমাই আনবেন।

খেতাবের প্রবেশ।

খেতাব। না।

বিপিন। খেতাব!

খেতাব। যতদিন নতুন বড় বৌ না আসে, ততদিন পূজো-আচ্চার কাজ ছোট বৌমাই করবে।

বিপিন। নতুন বড় বৌ? বলতে মুখে বাধলো না! মায়ের প্রতিমা তোমার সামনে—

খেতাব। মায়ের সামনেই বলছি জ্যাঠা। আমি বংশধর চাই, সুখ চাই, শান্তি চাই। চাঁপাডাঙার বৌকে নিয়ে আর ঘর করা যায় না।

টিকুরী। তা কি যায় বাবা খেতাব? শাস্তরেই বলেছে—বৌ যদি হয় নষ্ট, পুরুষের অনেক কষ্ট। বৌ যদি শত্তুর হয়, পুরুষের জীবন সংশয়।

বিপিন। থাক—থাক, তোমাকে আর পণ্ডিতি করতে হবে না। একটা গলায় তুমি এত বিষ কোথায় রেখেছ টিকুরী বৌ?

টিকুরী। হে মা দুগ্‌গা! তুমি শোন মা—আমার মুখে নাকি বিষ! আমি যে লোকের সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। তবে যেটুকু বলি—

খেতাব। মিছে কথা নয়। তুমি যা বল, সব সাচ্চা কথা।

টিকুরী। তুই বল খেতাব, তুই বল। পাড়ায় বড় বৌয়ের নামে নিন্দের ঢি-ঢি পড়ে গেছে না ?

খেতাব। সেকি আজ গেছে ? গেছে অনেকদিন।

টিকুরী আমি ভাল মানুষের মেয়ে বলে কিছুই তো বলিনে। লোকে আজ মোড়লবাড়িকে বলছে—

বিপিন। কি বলছে ?

টিকুরী। দেওর-ভাজের গুপ্ত বিন্দাবন।

বিপিন। দুগ্‌গা—দুগ্‌গা !

খেতাব। আমি শুনেছি খুড়ি। শুধু ঠাণ্ডা মানুষ বলে—

টিকুরী। তুই মাথা ঠাণ্ডা করে আছিস। আমার নিজের কানে শোনা, সবাই বলছে—বড় বৌকে খেতাব কি বলে বাড়ি রেখেছে! বিদেয় করে দিক।

খেতাব। দেবো খুড়ি, দেবো। কালসাপ আর ঘরে পুষব না।

বিপিন। কালসাপ! ঘরের লক্ষ্মী কালসাপ ?

খেতাব। লক্ষ্মী-ফক্কি আমি আর মানিনে।

টিকুরী। ও বাবা খেতাব, অত রাগ করিসনে। পূজোর সময় কিন্তুক কুকুর-বেড়ালটাও লোকে বাড়ি থেকে তাড়ায় না! আর চাঁপাডাঙার বৌ তোর নষ্ট বৌ হলেও, তবু তো বৌ!

বিপিন। আমি চললাম, পূজোয় এবার আগুন লাগুক।

খেতাব। জ্যাঠা !

বিপিন। সেযুগে বেহুলা-সাবিত্রী মরা স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিল। এযুগে মরা স্বামীকে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা জানিনে, তবে মরার মুখ থেকে তোমাকে সেবা দিয়ে চাঁপাডাঙার বৌমা যে অনেকবার ফিরিয়ে এনেছে—তা আমি জানি।

খেতাব। সে চাঁপাডাঙার বৌ মরে গেছে জ্যাঠা। এখন যে বেঁচে আছে, সে—

মহাতাপের প্রবেশ।

মহাতাপ। আমার।

টিকুরী। দুগ্ গা—দুগ্ গা!

মহাতাপ। চান করে এসো বিষমুখী খুড়ি। খাঁড়া আমি গুছিয়ে রেখে এসেছি, আজ তোমাকে নরবলি দেবো।

বিপিন। মহাতাপ! তুই আবার এলি কেন? যা বাবা, যা—

মহাতাপ। যাবো জ্যাঠা, আমার ভাগ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিয়ে তবে যাবো।

খেতাব। সব ভাগ আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। ওকে তুমি বল জ্যাঠা, বিষয়-সম্পত্তি আমি সমান ভাগ করেছি।

মহাতাপ। সব-কিছুর আমি সমান ভাগ চাই জ্যাঠা। আর চাই বড় বৌয়ের গয়না।

টিকুরী। ওমা, এসব কি কথা!

মহাতাপ। কথা আমার সোজা আর সরল, আমি বড় বৌয়ের গয়না চাই।

খেতাব। এ্যাঁ! চাইলেই হলো? সে হলোগে আমার বিয়ের যৌতুক। সে আমার নিজস্ব।

মহাতাপ। না—না, সে নেহি হোগা। তোমার বৌ যখন বিদেয় হচ্ছে—

বিপিন। কে বিদেয় হচ্ছে মহাতাপ?

মহাতাপ। মোড়লবাড়ির লক্ষ্মী। চুলের মুঠো ধরে ওই চামদড়ি

বিদেয় করে দিচ্ছে। নোটনকে জোর করে চাঁপাডাঙায় পাঠিয়ে, শালা মণিলালকে ডেকে এনেছে—গরুর গাড়িও তৈরি।

বিপিন। খেতাব—

খেতাব। পাঠাতেই যখন হবে, শুভদিনে যাওয়াই ভাল।

টিকুরী। তা—তা কথাটা মন্দ নয় বটে। চাঁপাডাঙার বৌ এখানে থাকা মানে—

খেতাব। বস্ত্রের মধ্যে আগুন।

মহাতাপ। আগুন তুমিই জেলেছ দাদা। তবে একটা কথা, যেন সতীলক্ষ্মী আগুনে না পোড়ে।

খেতাব। পাঁচিলের ওধারে যা গাড়োল।

মহাতাপ। যাব, ভাগ নিয়ে চলে যাব। তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। ঘোতন ঘোষের সঙ্গে শলা করে অনেক টাকার গয়না তুমি লুকিয়ে বাঁধা রেখেছ।

খেতাব। কে বলেছে? কোন শালা-শালী বলেছে?

মহাতাপ। শালা বলেনি—তোমার সে শালীই হয় বটে। সে-ই বলেছে।

খেতাব। কে সে?

মহাতাপ। বৌদির সইমার মেয়ে, আর ওই ঘোতন ঘোষের বুন পুঁটি।

টিকুরী। এ্যাঁ! পুঁটি এমন বোকা?

মহাতাপ। তুমি বুঝি তাকে চালাক করবার স্থযোগ পাওনি। বল চামদড়ি—বিপিন জ্যাঠার সামনে বল, আমাকে তুমি ঠকিয়েছ কিনা।

খেতাব। না। সে টাকা এ-সংসারের ধান-চাল আর গুড় বেচা

টাকা নয়। আমার শ্বশুর আমাকে বিয়ের সময় পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা থেকে আমি বন্দক রেখেছি। ও গয়না—

মহাতাপ। পুঁটির জন্যে রাখলেও, সে কোনদিন পরবে না।

বিপিন। পুঁটির জন্যে? খেতাব—

টিকুরী। অ বাবা খেতাব, মুখ নিচু করো না। শুভদিনে শুভ কথা বল।

খেতাব। বলবই তো। আর আমার ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। ঘোতনের বুন পুঁটিকেই আমি বিয়ে করবো।

বিপিন। খেতাব!

খেতাব। সে ঘরে এলে আমার মায়ের চিকমাদুলী তাকেই দেবো।

মহাতাপ। দিতে পারবে না খেতাব মোড়ল। লক্ষ্মীর জিনিস লক্ষ্মীরই থাকবে। সেখানে তোমার কোন চালাকি চলবে না। সে জিনিস এই মহাতাপের হাতে পড়েছে—

খেতাব। কি! তুই চুরি করেছিস?

মহাতাপ। নিকেষ করে দেবো চামদড়ি। ও বিদ্যে তোমার জানা আছে, আমার নেই।

মানদার প্রবেশ।

মানদা। আছে—আছে, তোমারও জানা আছে। তুমি আমার বাক্স থেকে চিকমাদুলী চুরি করেছ। দাও—আমার চিকমাদুলী ফিরিয়ে দাও।

মহাতাপ। চুপ কর কুঁদুলী! তোকেও আমি ভাগ করে দেবো। তুই শালী আমার বৌ হয়ে আমাকে গোপন করিস! বড় লোভী হয়েছিস, না? বৌদি চিকমাদুলী দিয়েছে বলে তুই কেন নিবি!

তুই কি এবাড়ির বড় বৌ? তোকেও আমি বিদেয় করব। এই নোটন, গরুর গাড়ি ডাক।

বিপিন। আঃ, মহাতাপ—

মহাতাপ। কোন কথা নেহি শোনেগা জ্যাঠা। যা কুঁদুলী—যা, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নে। বলে কিনা আমার চিকমাদুলী—না-না, তোর সঙ্গে আমার ঘর করা চলবে না, তুইও বাপের বাড়ি যা।

বিপিন। ওরে মুখ্য, ও আধ-পাগল, তুইও ক্ষেপলি নাকি? ছোট বৌ তোর বিয়ে করা বৌ—

মহাতাপ। ও বৌ আমার চলবে না। ও শালী ওই চামদড়ির মত। ওকে তুমি বড় মোড়লের ঘরে থাকতে বল।

মানদা। ছিঃ-ছিঃ—

মহাতাপ। ছিঃ-ছিঃ কি রে! তোর সঙ্গে আমার বনে না, তুই চামদড়ির ঘরে যা। আর বড় বৌয়ের সঙ্গে আমার বনে, বড় বৌ আমার ভাগে থাক।

মানদা। কি কেলেঙ্কারী—কি কেলেঙ্কারী! উঃ মা গো—মরণ হলেই বাঁচি!

[দ্রুত প্রস্থান।

মহাতাপ। তাই মর—তাই মর। আলাদা হয়ে মুখে আর হাসি ধরে না! ভাগে নতুন ঘর পেয়ে ধেই-ধেই করে নেচে উঠেছে। কিন্তু আমার নাম মহাতাপ। চাঁপাডাঙার গরুর গাড়ি চাঁপাডাঙায় ফিরে যাবে।

খেতাব। মহাতাপ!

মহাতাপ। চিক্কির ছেড়ো না চামদড়ি। আজ থেকে ছোট বৌ

তোমাকে রেঁধে খাওয়াবে। আর বড় বৌকে আমি যেতে দেবো না। মা দুগ্‌গার সামনে বলছি, বড় বৌ না হলে আমার চলবে না।

খেতাব। খুন করব হারামজাদা, তোকে আর ওই কলঙ্কিনী বড় বৌকেও খুন করবো।

দ্রুত রামকেষ্টর পুনঃ প্রবেশ।

রাম। আঃ, খুনোখুনী পূজোর পর করো। মোড়লবাড়ি তোমরা দু'ভাই পুড়িয়ে ছাই করে দিও, আমরা কথাটি বলতে আসবো না। এখন পূজোটা করতে দাও।

টিকুরী। পূজো কি করে হবে! ঠাকরুণের ঘট কোথায়?

মহাতাপ। ঘট আসছে খুড়ি, ঘট আসছে। ঘট আনবার লোক ঘট আনছে।

টিকুরী। না-না, এবার পূজোর জিনিস—

পূজোর ডালা সহ পুঁটির প্রবেশ।

পুঁটি। আমি এনেছি খুড়ি।

টিকুরী। সুখী হ মা। এই তো বুঝে-সুঝে নিয়েছিস।

বিপিন। খেতাব! আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি—

খেতাব। জ্যাঠা!

বিপিন। না-না, আর আমি তোমার জ্যাঠা নই। তোমার অনাচারের সীমা নেই খেতাব, তাই তোমাকে বলে যাচ্ছি—

ঘট মাথায় কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। জ্যাঠা-শ্বশুর, আগে মায়ের পূজোর ব্যবস্থা করুন।

বিপিন। বৌমা!

কাদম্বিনী। ছোট বৌ ডালা নিলে না। এমন সময় এল পুঁটি। ওর মাথায় আমিই ডালা দিয়েছি, আর ঠাকরুণের ঘট মাথায় নিয়ে এসেছি আমি। পূজো আরম্ভ করুন।

মহাতাপ। হবে—হবে, এইবার পূজো হবে। আমার লক্ষ্মী ঘট এনেছে—

কাদম্বিনী। ঠাকুরপো!

মহাতাপ। আমি আজ চান করে শুদ্ধ হয়ে নতুন বস্ত্র পরে এসেছি। দাও—আমার হাতে ঘট দাও। তুমি এনেছ ঘট, আমি দেবো পূজো। দেখি মা-লক্ষ্মী আজ কেমন করে চঞ্চলা হয়—চঞ্চলা হয়।

[ঘট নিয়ে প্রস্থান।

বিপিন। আঃ, এইবার বুকটা আমার ভরে গেল। যাই—যাই, এইবার মঙ্গলময়ীর ঘটস্থাপনা করিয়ে পূজো সম্পন্ন করিগে যাই।

[প্রস্থান।

টিকুরী। ও খেতাব! গঙ্গাজল কোথায়?

কাদম্বিনী। থাম টিকুরী খুড়ি, তোমাকে গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করতে হবে না। আমি নিজের হাতে লক্ষ্মী পেতেছি, পূজোও করি নিজে। মা! আমার হাতে পূজো নিতে যদি অশুদ্ধ হয়, তবে আমার যেন সর্পাঘাত হয়।

পুঁটি। দিদি!

কাদম্বিনী। পূজোর ডালা মাথায় করে রাখিসনে দিদি, নামিয়ে দে—

রাম। আমার হাতে দাও পুঁটি। [নিয়ে] মা—মা গো! আর

বছর হয়তো এ চণ্ডীমণ্ডপে তোমার প্রতিমা উঠবে না। এবার খুশি-মনে পূজো নাও।

[প্রস্থান।

কাদম্বিনী। চল পুঁটি, আমরা যাই। [প্রস্থানোদ্যতা]

খেতাব। দাঁড়াও। কাল ভোরে আমি যেন তোমার মুখ না দেখি। আমি তোমাকে দিব্যি দিলাম।

কাদম্বিনী। দিব্যি দিলে! স্বামী হয়ে দিব্যি দিলে? আমারও দিব্যি শোন—

পুঁটি। দিদি!

কাদম্বিনী। না পুঁটি, এ মুখ নিয়ে আমি বাপের বাড়ি যাবো না। তবে স্বামীর দিব্যি মাথায় নিয়ে আমি ঠিক চলে যাবো। চাঁপাডাঙার বৌয়ের মুখ কেউ আর দেখবে না—দেখবে না।

[প্রস্থান।

পুঁটি। বড় মোড়ল! আপনি যে সিল্কের শাড়ি পাঠিয়েছেন, সেটা আমি চাঁপাডাঙার দিদির হাতে ফেরত দিয়েছি।

খেতাব। পুঁটি!

টিকুরী। এঁ্যা—করেছিস কি!

পুঁটি। তুমি চুপ কর। আর একটা কথা। হায়দার শেখ দাদার মাথা কামিয়ে মুখে চুন-কালি দিয়েছে। তাই দাদা রাতের আঁধারে দেবগ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

খেতাব। এঁ্যা! একথা বলনি কেন? তোমার দাদা—

পুঁটি। শয়তানের গুরুদেব। তাই তার গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াতে আমার কোন দুঃখ নেই।

[প্রস্থান।

খেতাব। পুঁটি—পুঁটি—

টিকুরী। পুঁটিকে এবার তোমাকেই দেখতে হবে খেতাব। তুমি চাল-ডাল নিয়ে যাও। ঘোতন যদি চলে গিয়ে থাকে—

খেতাব। পুঁটির দায়িত্ব আমার।

টিকুরী। বেঁচে থাক বাবা। তাহলে শুভকাজটা কবে হচ্ছে?

খেতাব। কিন্তু পুঁটি যে বড় বেয়াড়া করছে।

টিকুরী। সতীন রয়েছে বলে করছে। চাঁপাডাঙার বৌ চলে গেলে পুঁটি হবে তোমার। আমাকে এক ছড়া সোনার হার দিও, তোমার ভাঙা ঘর জুড়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

খেতাব। ভাঙা ঘর আমার জুড়ে দাও মা, জোড়া পাঁঠা দেবো। আজ রাত্রে আমি আর ঘুমোব না। চাঁপাডাঙার বৌ বিদেয় হবে—সে দৃশ্য না দেখে আমি ঘুমোব না, কিছুতেই না।

[প্রস্থান।

চতুর্দশ দৃশ্য

খেতাব মোড়লের বাড়ির সম্মুখস্থ পথ

পুঁটলি হাতে সন্তর্পণে মহাতাপের প্রবেশ।

মহাতাপ। ঠিক দেখেছি, আমি ঠিক দেখেছি। বড় বৌ আমার কাছে এই পুঁটলিটা নামিয়ে দিয়ে খিড়কি দরজা খুলে এইদিকে চলে গেল। কেন গেল? পুঁটলির মধ্যে টাকা গয়না। না-না, ওর মতলব ভাল নয়—ভাল নয়। তবে কি—কে?

মানদার প্রবেশ।

মানদা। আমি মানদা।

মহাতাপ। তুই এখানে কেন?

মানদা। ঘরে চল। কেন তুমি চোরের মত চলে এলে? আর আমি তোমাকে কিছু বলব না। ঝাঁ-ঝাঁ করে রাত ডাকছে—ঘরে চল।

মহাতাপ। না, আমার ঘরে কাজ নেই। তুই ঘর নে, দোর নে, বিষয় নে—সব নে। আমি কালই চলে যাবো।

মানদা। না-না, আমি তোমার পায়ে পড়ি—

মহাতাপ। চুপ কর। ওই শব্দ শুনছিস?

মানদা। কিসের শব্দ?

মহাতাপ। পায়ের—নিশ্বাসের শব্দ। পথ ছাড়—পথ ছাড়। ওই-দিকে—ওইদিকে। আঃ, পথ ছাড়—

[দ্রুত প্রস্থান।

মানদা। ওগো, শোন। আর আমি লোভ করব না। শোন—শোন—

[প্রস্থান।

রামদা হাতে খেতাবের প্রবেশ।

খেতাব। জেগে থেকে আমিও সব দেখেছি। বড় বৌ উঠলো, নতুন পাঁচিল টপকালো, চোরের মত মহাতাপের কাছে গেল। আজ মহাতাপ বারান্দায় শুয়েছে কেন? বড় বৌ যাবে বলে নিশ্চয়। হুঁ—আমি সব দেখেছি। বড় বৌ মহাতাপের কাছে গিয়ে কি একটা দিল। তারপর খিড়কির দরজা খুলে এইদিকে এল। মহাতাপকেও আমি খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে যেতে দেখেছি। হ্যাঁ, চোরের মত গেল। ওদের কারও মতলব ভাল নয়। তাই এই রামদা হাতে করে নিয়ে এসেছি। ওই—ওই পায়ের শব্দ। যাই, ওই গাছটার আড়ালে লুকিয়ে থাকি। আজ আর কোন কথা নয়। দুজনের কাঁধে দুটো রামদার কোপ—ব্যস, সব খতম।

[প্রস্থান।

ধীরে ধীরে দড়ি হাতে কাদম্বিনীর প্রবেশ।

কাদম্বিনী। শেষ। চাঁপাডাঙার বৌ, আজ তোমার জীবনের শেষ। ভোরের আকাশ আর আমার জ্যান্ত মুখ দেখবে না। আমি আমার দিব্যি ঠিক রাখব বড় মোড়ল। পিরথিমী থেকে কাদম্বিনী হারিয়ে যাবে। কেউ কোথাও নেই। ওই পুকুরের জল ছলছল করছে—এইবার পায়ে দড়ি বাঁধি। তারপর জলে ঝাঁপ দেবো। [বসে দড়ি বাঁধতে লাগল]

মহাতাপের পুনঃ প্রবেশ।

মহাতাপ। বড় বৌ!

কাদম্বিনী। কে?

মহাতাপ। তুমি জলে ডুবে মরতে এসেছো বড় বৌ?

কাদম্বিনী। না, ঘাটে আমি চান করতে এসেছি ভাই। শরীরটা বড় জ্বলছে।

মহাতাপ। তুমিও আমাকে ঠকাচ্ছ বৌদি?

কাদম্বিনী। না-না, তুমি বিশ্বাস কর—

মহাতাপ। বিশ্বাস আমি করেছি। তুমি আজ জলে ডুবে মরতে এসেছো।

কাদম্বিনী। ঠাকুরপো!

মহাতাপ। পায়ে তুমি দড়ি বাঁধছ। আমার মাথার শিয়রে দিয়ে এসেছো টাকা আর গয়না। এর পরেও কি আমার তোমাকে বুঝতে ভুল হয় বড় বৌ?

কাদম্বিনী। এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে পারবো না ভাই! কিন্তু তুমি কেন এসে আমার সামনে দাঁড়ালে?

মহাতাপ। সামনে এসেছি তোমার মরণে বাধা দিতে নয়।

কাদম্বিনী। তবে?

মহাতাপ। তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দিতে। [গহনার পুঁটলি দিতে গেল] তোমার আঁচলে এগুলো বেঁধে নিয়ে তুমি ডুবে মর।

কাদম্বিনী। মহাতাপ!

মহাতাপ। কি?

কাদম্বিনী। তোমার দাদা তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে মহাতাপ। এসব তোমার পাওনা।

মহাতাপ। আমারও দেনা-পাওনা লাভ-ক্ষতি সব শেষ। ওসব নিয়ে আমি আর কি করবো? তুমি ডুবে মর, আমিও আমার পথ ধরি।

কাদম্বিনী। না-না-না, ওকথা বলতে নেই! তাহলে মানুর কি হবে?

মহাতাপ। জানিনে। যে ঘরে তুমি থাকবে না, সে ঘরে আমিও থাকবো না।

কাদম্বিনী। আমার জন্যে কেন তুমি ঘর ছাড়বে মহাতাপ? তোমার ঘর—তোমার বৌ, তাছাড়া মানুর গর্ভে সন্তান। তুমি ঘর ছাড়বে কেন?

মহাতাপ। কেন ছাড়ব তুমি জান না? মা যদি না থাকে, সে ঘর কি ঘর চাপাডাঙার বৌ?

কাদম্বিনী। ঠাকুরপো!

মহাতাপ। শুধু বৌ আর সন্তান নিয়ে ঘর! আমার মা মরে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল—মহাতাপ, বড় ভাজ তোর মা। ছেলে-বেলায় খেলাঘরে তুমি মা হতে, আমি ছেলে হতাম, সেকথা কি মনে নেই?

কাদম্বিনী। আছে—আছে, এই বুকে সব লেখা আছে। সেকি ভুলবার? কিন্তু—

মহাতাপ। কিন্তু কি বড় বৌ? মরণকালে মা তোমাকে বলেনি—বৌমা, মহাতাপ আমার পাগল, ও মা ছাড়া থাকতে পারে না, তুমি ওর মা হয়ো! মনে নেই?

কাদম্বিনী। আছে ভাই, একথা আমার রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে আছে। তোমার দাদাকে মা কি বলেছিলেন, তাও মনে আছে।

মহাতাপ। আছে তোমার?

কাদম্বিনী। আছে ঠাকুরপো। তোমার দাদার নাম করে বলেছিলেন, তুমি আমার বটগাছ। তোমার ছায়ার তলায় বৌমা আর মহাতাপকে দিয়ে গেলাম।

মহাতাপ। ঠিক মনে রেখেছো—আমারও মনে আছে। মা দাদাকে বলেছিল, মহাতাপ পাগলাটে, তাকে বৌমা দেখবে, তুমি বড় বৌমাকে দেখো। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আমার। সেইদিন থেকে আমিও তোমাকে লক্ষ্মী ভাবি—মা বলে ভাবি। কিন্তু আজ দেখি দাদাও সেকথা ভুলে গেছে।

কাদম্বিনী। কাঁদছো ঠাকুরপো—কাঁদছো?

মহাতাপ। ঠাকুরপো নয়, আমি তোমার ছেলে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আজ আমি জগতকে শুনিয়ে তোমাকে মা বলে ডাকবো। তুমি মর মা—তুমি মর! আমি ডুবে মরব গঙ্গা-সাগরে।

কাদম্বিনী। মহাতাপ!

মহাতাপ। পায়ে তুমি দড়ি বেঁধে ফেলেছো—চল, আমি মায়ের জ্যান্ত পিরতিমে নিজের হাতে জলে ফেলে দিই। শুধু এই আশীর্বাদ কর, আসছে জন্মে যেন তোমার কোলে জন্মাই। চল—চল, আজ আমার মায়ের বিসর্জন।

দা-হাতে উন্মত্তবৎ খেতাবের প্রবেশ।

খেতাব। বিসর্জন দিসনে মহাতাপ, তোর মাকে তুই বিসর্জন দিসনে।

মহাতাপ। দাদা—একি! তোমার হাতে দা!

খেতাব। দা নিয়ে এসেছিলাম তোদের কাটব বলে। এখন তোর মুখে মা ডাক শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে, নিজের গলায় বসাই। ওরে, বড় ভাই হয়ে তোর পায়ে পড়ে বলছি—ভাই রে, তুই তোর অপরাধী দাদাকে ক্ষমা কর।

কাদম্বিনী। ওগো, এতদিন পরে তোমার সব মনে পড়েছে?

খেতাব। পড়েছে চাঁপাডাঙার বৌ। আমাকে তুমি ক্ষমা কর কাদু, ক্ষমা কর। তোমার বড় ছেলে ওই মহাতাপ থাকতে আর আমি ছেলে চাইব না। এসো—এসো, আমি তোমার পায়ের বাঁধন কেটে দিচ্ছি—

ছুরি হাতে মানদার প্রবেশ।

মানদা। আমি বাঁধন কাটবো, মায়ের বাঁধন আমি কাটবো। [বাঁধন কেটে দিল]

কাদম্বিনী। মানু!

মানদা। দিদি হলো মায়ের মত—সেকথা আমি এতদিন ভুলে গিয়েছিলাম।

মহাতাপ। মানু!

মানদা। বৌদি হলো মায়ের মত—সেকথাও আমি ভুলে গিয়েছিলাম। নিজের জ্বালায় আমি আত্মহত্যা করব ভেবে, কাছে করে ছুরি এনেছিলাম। আজ তুমি আমাকে ক্ষমা কর!

মহাতাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মোড়লবাড়ি আবার জমজমাট। লক্ষ্মী চঞ্চলা দুজনেই হলো! দাদা—দাদা, তোমাকে আমি অনেক কিছু বলেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

খেতাব। ওরে কে আছিস? পাঁচিল ভাঙ—ভাঙ। খেতাব-মহাতাপ আবার এক—আবার এক। ভাঙ পাঁচিল।

মহাতাপ। আমি ভাঙব দাদা—আমি ভাঙব। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে যাবে—তার মধ্যে কি কোন পাঁচিল থাকতে পারে! ওরে মানু, তুই ঘরে গিয়ে শাঁখে ফুঁ দে! এসো আমার রাম—এসো আমার সীতা! মোড়লবাড়িতে তোমরা রাজা-রাণী হবে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

॥ যবনিকা ॥

একটি স্ত্রী-সহ থিয়েটার নাটক

রাজদূত রচিত

গণতন্ত্রের মন্ত্র — পাঁচ টাকা

অগ্রদূত রচিত

এরাই মানুষ — পাঁচ টাকা

রাজদূত রচিত

খুনী বিচারক — পাঁচ টাকা

অগ্রদূত রচিত

স্বপ্ন-সমাধি — পাঁচ টাকা

রাজদূত রচিত

প্রতিশ্রুতি — পাঁচ টাকা

রাজদূত রচিত

অধিকার — পাঁচ টাকা

অগ্রদূত রচিত

গাঁয়ের মেয়ে — [পুরুষ-চরিত্র বর্জিত] চার টাকা

রাজদূত রচিত

সিষ্টার — [পুরুষ-চরিত্র বর্জিত] চার টাকা